পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বাজেট বিবৃতি

শ্রীমতী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য্য

রাষ্ট্রমন্ত্রী (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত)
অর্থ দপ্তর

২০২২—২০২৩

১১ই মার্চ, ২০২২

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,

স্যার,

আপনার অনুমতি নিয়ে আমি এই মহান সদনে ২০২২-২৩ অর্থবর্ষের বাজেট পেশ করছি।

১

রাজ্যবাসীর কাছে আমাদের 'মা-মাটি-মানুষ'-এর সরকার জনকল্যাণকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে এমন একটি প্রশাসন তুলে ধরেছে যা একাধারে শুধু সংবেদনশীলই নয়, দায়িত্বশীলও।

বিগত দু'বছর যাবৎ বিশ্ব এক কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে চলেছে। এই পর্বে রাজ্য ও তার লক্ষ লক্ষ অধিবাসী দু-দুটি বিপর্যয় অর্থাৎ কোভিড-১৯ অতিমারী এবং সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় 'যশ'এবং বন্যার কবলে পড়ে নিদারুণ ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। এরমধ্যে বিশেষভাবে লক্ষণীয় বিষয় হল যে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর সুদক্ষ পরিকল্পনায় এই ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় যশ রাজ্যের উপকূলে আছড়ে পড়ার আগেই আমরা তৎপরতার সঙ্গে লক্ষ লক্ষ জীবন নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে আনতে পেরেছিলাম। রাজ্যের আর্থিক সীমাবদ্ধতা এবং তারই সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের নানান বিমাতৃসুলভ আচরণের পরেও আমাদের দক্ষ ও সক্রিয় প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে রাজ্য ও রাজ্যবাসীর ভাগ্যে ঘনিয়ে আসা দুর্যোগকে সরিয়ে আমরা ক্রমশ সুস্থির অবস্থায় আসতে পেরেছি।

স্যার, বিগত কয়েক বছর ধরে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে আমাদের বিবিধপ্রকার কর সংগ্রহের প্রক্রিয়া অনেক সরলীকৃত হয়েছে। বিগত দু-বছর যাবৎ অতিমারীর প্রভাব থাকা সত্ত্বেও রাজ্যের অধীনে রাজস্ব আদায় সন্তোষজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। রাজস্ব যথাযথ বৃদ্ধির জন্য আমরা ক্রমান্বয়ে নতুন নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করছি।

মাননীয় সদস্যগণ, আপনারা অবগত আছেন যে সামগ্রিকভাবে রাজস্বের মধ্যে GST একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উৎস, যে ব্যবস্থা ২০১৭ সালের জুলাই মাস থেকে কার্যকর হয়েছে। GST আইন অনুযায়ী এই ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে রাজস্ব সংগ্রহে আনুমানিক যে ক্ষতি হবে তা পূরণের জন্য পাঁচ বছর রাজ্যগুলিকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে — যে ব্যবস্থা শেষ হচ্ছে এবছরের জুন মাসে। যখন এই পাঁচ বছর ধরে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল তখন কারোরই জানা ছিল না যে সমগ্র বিশ্ব একটি ভয়ংকর অতিমারীর মুখোমুখি হবে যা জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রকে এবং বিশেষভাবে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ওপর এক বিপর্যয় ডেকে আনবে। এর ফলে GST থেকে প্রাপ্য রাজস্ব সংগ্রহ এখনও স্থিতিশীল হয়নি এবং একেবারেই আশানুরূপ নয়। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে কেন্দ্রীয় সরকার এখনও পর্যন্ত রাজ্যগুলিকে দেয় ক্ষতিপূরণের সময়সীমা আরও তিন থেকে পাঁচ বছর বাড়ানোর বিষয়ে GST Council-এ কোনো প্রস্তাব পেশ করেনি। আমরা কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রকের কাছে এই সময়সীমা বাড়ানোর যথার্থতা জানিয়ে বারংবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও তা নিষ্ফল হয়েছে। রাজ্যগুলির প্রতি এধরনের উদাসীনতা প্রকারন্তরে যুক্ত রাষ্ট্রীয় কাঠামোর পরিপন্থী।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,

স্যার,

আমরা এই মহতী সদনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আর্জি জানাচ্ছি যে, আগামী জুন, ২০২২-এর পর কমপক্ষে তিন থেকে পাঁচ বছর অবধি GST ক্ষতিপূরণের সময়সীমা বাড়ানো হোক যাতে করে এই অতিমারী বিধ্বস্ত রাজ্যগুলির আর্থিক চাপ দূরীভূত হয়।

২০২০-২১ সালের জাতীয় অর্থনীতির সূচক যেখানে ৭.২৫ শতাংশে (–৭.২৫ %) নেমে এসেছে সেখানে দিশা নির্দেশকারী আমাদের গর্বের বাংলার আর্থিক উন্নয়নের সূচক ১.০৬ শতাংশ (+১.০৬%) বৃদ্ধির গৌরব অর্জন করেছে। চলতি আর্থিক বছরে অর্থাৎ ২০২১-২২ সালে (1st AE) পশ্চিমবঙ্গ আবারও প্রথম সারিতে আসতে পেরেছে। যদিও ভারতীয় অর্থনীতি প্রধানত পূর্ববর্তী আর্থিক বছরে নিম্নভিত্তির কারণে, ৯.১৮ %

ইতিবাচক বৃদ্ধি করবে বলে আশা করা যাচ্ছে, সেখানে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি আরও দ্রুত হারে বৃদ্ধি পাবে এবং সেই বৃদ্ধির হার হবে ১২.৮২%। কেন্দ্রীয় সরকারের মতো সরবরাহকেন্দ্রিক ভ্রান্ত নীতির উপর জোর না দিয়ে আমাদের সরকার মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর দূরদর্শিতা ও বিশেষ উদ্যোগে চাহিদা সৃষ্টির মতো আর্থিক নীতির প্রতি বিশ্বাস রেখে জনসাধারণের হাতে নগদ অর্থ ডিজিট্যাল মাধ্যমে পৌঁছে দেওয়ার নীতিতে জোর দিয়েছে এবং এরফলেই এই বৃদ্ধি সম্ভবপর হয়েছে। বলাবাহুল্য এটাই বিশ্বের উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলির আর্থিক নীতি।

আমরা একাধিকবার প্রমাণ করতে পেরেছি যে পরিকাঠামোগত উন্নতিসাধন, সামাজিক প্রকল্পে প্রয়োজনীয় অর্থবরাদ্দ এবং কৃষি ও যৌথ প্রকল্পে বরাদ্দ বৃদ্ধি করেই আর্থিক বৃদ্ধির হার ধরে রাখা সম্ভব। এরফলে আমরা বিশেষভাবে আশাবাদী।

আমাদের প্রশাসন জনকল্যাণমুখী ও জীবিকা নির্ভর কর্মসূচির প্রবর্তন করে একাধারে মহিলা ক্ষমতায়ন, দুর্বল ও পিছিয়ে পড়া শ্রেণির, বিশেষত— তপশিলিভুক্ত ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষকে স্থায়ী উন্নতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। আবার অন্যদিকে শিল্পোদ্যোগ স্থাপনের লক্ষ্য নিয়ে সমাজের যুবসম্প্রদায়ের মধ্যেও আমরা নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে পেরেছি। এরফলে আমরা রাজ্য ও রাজ্যবাসীর সামনে এক উজ্জ্বল ভবিষ্যৎকে দেখতে পাচ্ছি।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,

স্যার,

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও দূরদর্শিতায় আমাদের রাজ্য এক অসাধারণ উদ্যোগ নিয়ে রাজ্যবাসীর ঘরে ঘরে 'দুয়ারে সরকার' ও 'পাড়ায় সমাধান' কর্মসূচির মাধ্যমে সকলের কাছে সর্বাঙ্গীণ পরিষেবা পৌঁছে দিতে পেরেছে। এরফলে সরকারি বিভিন্ন পরিষেবামূলক কর্মসূচিতে জনসাধারণের যোগদান সুনিশ্চিত হয়েছে এবং আমরা দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে

পেরেছি যে এই সরকার অনেক বেশি সংবেদনশীল এবং দায়িত্বশীল। রাজ্যের সর্বত্রই মানুষ এই কর্মসূচি গ্রহণ করেছে এবং জনসাধারণের মধ্যে এই প্রচেষ্টা দারুণ সাড়া ফেলেছে। বলাবাহুল্য অন্যান্য রাজ্যও এখন বাংলার এই জনমুখী কর্মসূচির অনুসরণে কর্মসূচি গ্রহণ করছে। তাই আমরা বলতেই পারি— বাংলা আজ যা করে, অন্যরা কাল তা অনুসরণ করে।

২০২১-এর আগস্ট-সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত 'দুয়ারে সরকার' কর্মসূচিতে রাজ্যব্যাপী ১,০৪,৪৩৫টি শিবিরে কমবেশি ৩.৬৯ কোটি জনসাধারণ অংশগ্রহণ করেছে। সেখানে বিবিধপ্রকার ১৮টি পরিষেবা দেওয়ার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। সেই সকল সুবিধা চেয়ে ৩.১৫ কোটি আবেদনপত্র জমা পড়েছে এবং তার থেকে ২.৭৮ কোটি আবেদনকারীকে বিভিন্ন সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

বর্তমানে ২০২২ সালের ১ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৫ মার্চ পর্যন্ত সময়কালে 'পাড়ায় সমাধান' কর্মসূচি পুনরায় চালু হয়েছে। সেইসঙ্গে ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৫ মার্চ পর্যন্ত 'দুয়ারে সরকার' কর্মসূচিও চালু রয়েছে। আগের বারের মতো এবারেও বিভিন্ন বিভাগীয় আধিকারিকদের সক্রিয় অংশগ্রহণ, দায়িত্বপূর্ণ নজরদারি এবং সহযোগিতার ফলে বহু প্রত্যাশী মানুষের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করার কাজ চলছে।

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে কোভিড-১৯ অতিমারীকে প্রতিহত করতে এই রাজ্যে বিপুল স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের আয়োজন করা হয়েছে। অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে টিকাকরণ কর্মসূচির কাজও চলছে। ইতিমধ্যেই রাজ্যে ১৩ কোটিরও বেশি মানুষের টিকাকরণ সম্পন্ন হয়েছে। এর মধ্যে ৭ কোটি প্রথম ডোজ ও ৬ কোটি দ্বিতীয় ডোজ। বর্তমানে দ্বিতীয় ডোজের ৯ মাস পর নিয়মমাফিক আরও ১৭ লক্ষ ডোজ দেওয়া হয়েছে।

মাননীয় সদস্যগণ, বঞ্চিতদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন আমাদের দূরদর্শী মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি মতো বিভিন্ন নতুন নতুন কর্মসূচি যেমন — লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, স্টুডেন্টস্ ক্রেডিট কার্ড, কৃষকবন্ধু (নতুন), দুয়ারে রেশন প্রকল্প, মা ক্যান্টিন প্রকল্পের কাজও আমরা নির্দিষ্ট সময়ে শুরু করেছি। এর ফলে ১.৫৩ কোটি মহিলা (২৫-৬০ বছর বয়সি) লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের

অধীনে, ২০,০০০ জন শিক্ষার্থী স্টুডেন্টস্ ক্রেডিট কার্ড-এর অধীনে আসতে পেরেছে। এছাড়াও সরকারি প্রকল্পে চলা মাটির সৃষ্টি, সবুজসাথী, কন্যাশ্রী, শিক্ষাশ্রী, ঐক্যশ্রী, জল ধরো জল ভরো, বিনামূল্যে সামাজিক সুরক্ষা যোজনা, তরুণের স্বপ্ন, তপশিলি বন্ধু, জয় জোহার, বার্ধক্যভাতা (OAP), বিধবাভাতা (WP) এবং মানবিক — সব মিলিয়ে চলা সামাজিক পেনশন প্রকল্পসহ খাদ্যসাথী, স্বাস্থ্যসাথী ইত্যাদি সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের কাজ যথারীতি সাফল্যের সঙ্গে চলছে।

পরিকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পে— স্বাস্থ্য, সেচ, রাস্তা ও সেতুনির্মাণ এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিসাধনের কাজও বিপুল উদ্যোগে চলছে।

আমরা ২০২৪ সালের মধ্যেই 'জলস্বপ্ন' কর্মসূচির আওতায় রাজ্যের সমস্ত পরিবারে কলের জলের মাধ্যমে পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার সংকল্প বাস্তবায়িত করার উদ্যোগ নিয়েছি।

বিগত বছরগুলির মতো আমরা ১০০ দিনের কাজের কর্মসূচিতে অগ্রদূত। ২০২১-২২ সালে ২২ কোটি শ্রমদিবস তৈরির লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে আমরা এগিয়ে গিয়ে ৩৪.২৯ কোটি শ্রম দিবস সৃষ্টি করতে পেরেছি।

আমরা রাজ্যে অতিরিক্ত ২ লক্ষ পুরুষ প্রধান ও অন্যান্য স্বনির্ভর গোষ্ঠী তৈরি করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছি। বর্তমানে ১০.৮৭ লক্ষ স্বনির্ভর গোষ্ঠী বিভিন্ন কর্মে নিযুক্ত রয়েছে।

গ্রামীণ গৃহনির্মাণ প্রকল্প আমাদের কর্মসূচির মধ্যে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ এবং এই রাজ্যে বাংলার আবাস যোজনায় এখনও পর্যন্ত আমরা ৪৭.৩৪ লক্ষ গ্রামীণ আবাস তৈরি করেছি।

চলতি অর্থবর্ষে সরকার নতুনরূপে মৎস্যজীবী ক্রেডিট কার্ড, চারুশিল্পী ক্রেডিট কার্ড, বয়নশিল্পী ক্রেডিট কার্ড চালু করেছে।

এখন জনসাধারণের মধ্যে পরিষেবা দেওয়ার কাজে 'বাংলা সহায়তা কেন্দ্র' (BSK) দারুণ সাড়া ফেলেছে। রাজ্যব্যাপী ৩,৫৬১টি বাংলা সহায়তা কেন্দ্র থেকে ২৬৮ প্রকার

পরিষেবা প্রদানের কাজ বর্তমানে চালু আছে। এখানে ৩.৭২ কোটিরও বেশি পরিষেবা প্রত্যাশী আবেদনের মাধ্যমে যোগাযোগ করেছে। ৫.২৭ কোটি সুবিধাভোগীর আবেদনের ভিত্তিতে ৫.১৬ কোটি প্রাপকের কাছে পরিষেবার সুবিধা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।

দুগ্ধ উৎপাদন ও পশুপালন কর্মসূচির উপর আমরা বিশেষ জোর দিয়েছি। ফলে রাজ্যের মিড-ডে-মিল প্রকল্প, মা ক্যান্টিন, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের সমস্ত ডিমের জোগান এখন সহজলভ্য হয়েছে। বাংলার ডেয়ারি চালু করা হয়েছে। দুগ্ধ সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রেও রাজ্যে জোয়ার এসেছে।

শরণার্থীদের বাসস্থানের অধিকারকে সুনিশ্চিত করতে সমস্ত বাস্তুহীন শরণার্থীকে নিজের জমির স্বত্ব প্রদান আমরা চালু করেছি। ৩.৮৬ লক্ষ কৃষি জমি পাট্টা, হোম স্টে পাট্টা এবং নিঃশর্ত জমির দলিল প্রদান করা হয়েছে। ২৬১টি উদ্বাস্তু কলোনির স্থায়ী বাসিন্দাদের জমির সমস্যা নিরসনে প্রথাসিদ্ধ নিঃশর্তভাবে জমির স্বত্বাধিকার দলিল প্রদান করা হয়েছে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,

স্যার,

রাজ্যের শিল্প উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত বিভিন্ন সুযোগসুবিধা ও উন্নয়নের সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমি পেশ করছি।

রাজ্য সরকার দেউচা পাচামি কোল ব্লক প্রকল্প বিশেষ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে গড়ে তুলতে আগ্রহী। এই কোল ব্লকটি বিশ্বের মধ্যে সবচাইতে বড়ো। এখান থেকে উৎপাদিত শক্তির মাধ্যমে ব্যাপকভাবে শিল্প বিস্তার সম্ভব। যারফলে খনিজ ক্ষেত্রে বিপুল কর্মনিযুক্তির সম্ভাবনা রয়েছে। একইসঙ্গে অনুসারী শিল্পের ক্ষেত্রেও বিপুল কর্মনিযুক্তি হবে।

তাজপুর সমুদ্র বন্দরের মতো একটি নতুন প্রকল্প রাজ্য এবার প্রথম গ্রহণ করেছে। এই দীর্ঘকালীন পরিকাঠামো নির্মাণ প্রকল্পের মাধ্যমে বিকল্প সমুদ্র বন্দর গড়ে উঠবে। বন্দর-রেল-সড়ক যোগাযোগ পরিকাঠামো গড়ে তুলে রাজ্যের মাল পরিবহণের ক্ষেত্রে

স্থায়ী উন্নয়ন সম্ভব হবে। এই বন্দর প্রকল্পটির উন্নয়নের জন্য ১,০০০ একরেরও বেশি জমিকে চিহ্নিতকরণ করা হয়েছে। এটি গড়ে উঠলে প্রচুর মাল পরিবহণের সম্ভাবনা থাকবে, যারফলে অনুসারী পরিকাঠামো নির্মাণ ও শিল্প উন্নয়নের জন্য বিপুল বিনিয়োগের সম্ভাবনা থাকবে এবং এরফলে এ রাজ্যের বিরাট সংখ্যক যুবসম্প্রদায়ের কর্মনিযুক্তি হবে।

পুরুলিয়া জেলায় 'জঙ্গল সুন্দরী কর্মনগরী' এবং রাজারহাটের নিউটাউনে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সুযোগসুবিধাসহ 'বেঙ্গল সিলিকন ভ্যালি' আগামী দিনের শিল্প ও ITES সেক্টরে রাজ্যে উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন আনবে। আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, দেশের সর্ববৃহৎ IT কোম্পানি TCS-এ রাজ্যে ৫০,০০০ বিশেষজ্ঞ মানুষ নিযুক্ত করেছে, যা আগামীদিনে সংখ্যার নিরিখে বেঙ্গালুরুকেও ছাড়িয়ে যাবে। এছাড়াও আর-একটি বৃহৎ IT কোম্পানি Cognizant-ও এ রাজ্যে ২০,০০০ বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত করেছে।

MSME অর্থাৎ অতিক্ষুদ্র, ছোটো এবং মাঝারি শিল্পের ক্ষেত্রে বিদ্যুৎচালিত তাঁত, পোশাকশিল্পসহ স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকেও সংস্কার সাধন করা হয়েছে। MSME-র অন্তর্গত বস্ত্রশিল্পের উন্নয়নের জন্য রাজ্যের সমস্ত বন্ধ হয়ে যাওয়া সুতাকলগুলির জমিগুলিকে 'টেক্সটাইল পার্ক'-এ রূপান্তরিত করা হয়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মহেশতলা অঞ্চলের নুঙ্গিতে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ (PPP) মডেলে অর্থাৎ সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে 'অ্যাপারেল হাব' গঠন হতে চলেছে।

রাজ্যের ইথানল উৎপাদন ও উন্নীতকরণ পরিকল্পনা, রাজ্য ডাটা সেন্টার পলিসি এবং রাজ্য সাইকেল উৎপাদন ও উন্নীতকরণের লক্ষ্যে এই ক্ষেত্রগুলিতে বিনিয়োগ আকর্ষণ করার জন্য বিশেষভাবে নজর দেওয়া হয়েছে।

আরও বেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ করা এবং শিল্পসংস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে রাজ্যের সরকারি শিল্পপার্কের (Industrial Park) নীতিকে সংশোধন করে বেসরকারি শিল্পপার্ক গঠনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সকল শিল্পসংস্থা ও বিনিয়োগকারীদের সুবিধা দিতে 'শিল্পসাথী' গড়ে তোলা হয়েছে যার মাধ্যমে সমস্ত রকম পরিষেবা এখন এই শিল্পসাথী থেকেই পাওয়া যাবে।

জলাশয়গুলিতে বালি খনন, পলি দূরীকরণ ও খননকার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে তথ্য ও প্রযুক্তি বিভাগের সহায়তায় সুসংবদ্ধ ও পরিকল্পিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, যাতে সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা বজায় থাকে। এক্ষেত্রে নতুন বালি খনন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

রাজ্যের সকল স্কিম/প্রকল্পগুলির কার্যধারা ও বাস্তবায়ন তথা রাজ্য/কেন্দ্র এবং অন্তর্বিভাগীয় বিষয়গুলির উপর নজরদারি ব্যবস্থাকে উন্নততর করার লক্ষ্যে 'সমন্বয় পোর্টাল' গড়ে তোলা হয়েছে। এই পোর্টালের মাধ্যমে সময়ভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ করে বিভিন্ন বিভাগ/এজেন্সিগুলিতে প্রয়োজন অনুযায়ী হস্তক্ষেপ করে তাদের কার্যক্ষমতা বাড়ানো সম্ভব হয় এবং পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়।

মাননীয় সদস্যগণ, মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাংলা আজ বিনিয়োগকারীদের নতুন গন্তব্য। রাজ্যে বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য ২০২২-এর এপ্রিল মাসে 'বিশ্ব বাণিজ্য সামিট' (Global Business Summit) অনুষ্ঠিত হবে। বহু দেশ বাংলার এই বিশ্ব বাণিজ্য সামিটে অংশগ্রহণ করার আগ্রহ দেখিয়েছে, যারফলে এখানে প্রচুর বিনিয়োগের সম্ভাবনা রয়েছে।

মাননীয় সদস্যগণ, আপনারা শুনে আনন্দিত হবেন ও গর্ববোধ করবেন যে কলকাতার দুর্গাপূজা UNESCO-র ২০২১ সালের অধরা (intangible) সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের তালিকায় সংযুক্ত হয়েছে। বাংলা তথা ৩৩১ বছরের পুরোনো কলকাতার দুর্গাপূজা সবচাইতে বড়ো ধর্মীয় উৎসবের বিশ্ব স্বীকৃতি পেয়েছে। সমগ্র বিশ্বের কাছে এই উৎসবের যে স্বীকৃতি তা সম্ভব হয়েছে আমাদের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টায়।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রধান দপ্তরগুলির প্রস্তাবিত বরাদ্দ পেশ করছি এবং ২ ও ৩ নং বিভাগ আপনার অনুমতি সাপেক্ষে পড়া হল বলে ধরে নিচ্ছি। এখন আপনার অনুমতি নিয়ে আমি সরাসরি ৪ নং বিভাগ থেকে পড়া শুরু করছি (১১০ নং পাতা)।

২০২২-২৩ অর্থবর্ষের জন্য প্রধান প্রধান দপ্তরের প্রস্তাবিত ব্যয়বরাদ্দ (নীট) ঃ

১. কৃষিজ বিপণন বিভাগ

আমি, কৃষিজ বিপণন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৪০৩.৩০ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

২. কৃষি বিভাগ

আমি, কৃষি বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৯,৩১০.২০ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৩. প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন বিভাগ

আমি, প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১,২৬৬.৮৩ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪. অনগ্রসরশ্রেণি কল্যাণ বিভাগ

আমি, অনগ্রসরশ্রেণি কল্যাণ বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ২,১৭৮.৮২ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৫. উপভোক্তা বিষয়ক বিভাগ

আমি, উপভোক্তা বিষয়ক বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১১৬.৪৩ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৬. সমবায় বিভাগ

আমি, সমবায় বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৫৭২.৩৫ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৭. সংশোধন প্রশাসন বিভাগ

আমি, সংশোধন প্রশাসন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৩৬০.৬৩ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৮. বিপর্যয় মোকাবিলা এবং অসামরিক প্রতিরক্ষা বিভাগ

আমি, বিপর্যয় মোকাবিলা এবং অসামরিক প্রতিরক্ষা বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১,৯৩২.৮৭ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৯. পরিবেশ বিভাগ

আমি, পরিবেশ বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৯৯.০০ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

১০. অগ্নিনির্বাপণ ও জরুরি পরিষেবা বিভাগ

আমি, অগ্নিনির্বাপণ ও জরুরি পরিষেবা বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৪৪৮.৫৪ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

১১. মৎস্য বিভাগ

আমি, মৎস্য বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৪৮৮.৭৪ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

১২. খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগ

আমি, খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৯,০৫৬.৭৭ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

১৩. খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যান পালন বিভাগ

আমি, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যান পালন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ২২৮.১৯ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

১৪. বন বিভাগ

আমি, বন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৯৩৮.৪৭ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

১৫. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ

আমি, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১৭,৫৭৬.৯০ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

১৬. উচ্চশিক্ষা বিভাগ

আমি, উচ্চশিক্ষা বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৫,৮১১.১১ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

১৭. স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক বিভাগ

আমি, স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১২,৫৫৭.০১ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

১৮. আবাসন বিভাগ

আমি, আবাসন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ২৭১.০৯ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

১৯. শিল্প, বাণিজ্য ও শিল্পোদ্যোগ বিভাগ

আমি, শিল্প, বাণিজ্য ও শিল্পোদ্যোগ বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১,৩৪৬.৫৩ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

২০. তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক বিভাগ

আমি, তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৮৩৬.৩৪ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

২১. তথ্যপ্রযুক্তি ও বৈদ্যুতিন বিভাগ

আমি, তথ্যপ্রযুক্তি ও বৈদ্যুতিন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ২৪১.০৭ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

২২. সেচ ও জলপথ পরিবহণ বিভাগ

আমি, সেচ ও জলপথ পরিবহণ বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৩,৮০০.০৭ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

২৩. বিচার বিভাগ

আমি, বিচার বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১,২০৮.৭৯ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

২৪. শ্রম বিভাগ

আমি, শ্রম বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১,০৯৪.৯১ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

২৫. ভূমি ও ভূমিসংস্কার এবং শরণার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিভাগ

আমি, ভূমি ও ভূমিসংস্কার এবং শরণার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১,৪৬০.১৩ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

২৬. জনশিক্ষাপ্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা বিভাগ

আমি, জনশিক্ষাপ্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৩৮৭.৪০ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

২৭. ক্ষুদ্র, ছোটো ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগ ও বস্ত্র বিভাগ

আমি, ক্ষুদ্র, ছোটো ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগ ও বস্ত্র বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১,১৫৯.৯৯ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

২৮. সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ

আমি, সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৫,০০৪.০৫ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

২৯. অ-প্রচলিত ও পুনর্নবীকরণ শক্তি উৎস বিভাগ

আমি, অ-প্রচলিত ও পুনর্নবীকরণ শক্তি উৎস বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৭৫.৫০ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৩০. উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন বিভাগ

আমি, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৭৯৭.৪৩ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৩১. পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ

আমি, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ২৫,১৮১.৮৩ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৩২. পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন বিষয়ক বিভাগ

আমি, পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন বিষয়ক বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৬৯৩.৫৬ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৩৩. কর্মীবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার বিভাগ

আমি, কর্মীবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৩৭০.৭৭ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৩৪. পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান বিভাগ

আমি, পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৫২৩.৪৬ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৩৫. বিদ্যুৎ বিভাগ

আমি, বিদ্যুৎ বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ২,৮৩৮.৮৭ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৩৬. সরকারি উদ্যোগ ও শিল্পপুনর্গঠন বিভাগ

আমি, সরকারি উদ্যোগ ও শিল্পপুনর্গঠন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৭২.৪৮ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৩৭. জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগ

আমি, জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৩,৮৭৭.৬৮ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৩৮. পূর্ত বিভাগ

আমি, পূর্ত বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৬,৪১৬.৫৬ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৩৯. বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগ

আমি, বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৩৫,১২৬.১৩ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪০. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং জৈব প্রযুক্তি বিভাগ

আমি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং জৈব প্রযুক্তি বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৭২.২০ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪১. স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি বিভাগ

আমি, স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৭২০.৮৪ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪২. সুন্দরবন বিষয়ক বিভাগ

আমি, সুন্দরবন বিষয়ক বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৫৮৭.৪৫ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪৩. কারিগরি শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন বিভাগ

আমি, কারিগরি শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১,২৮৬.০০ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪৪. পর্যটন বিভাগ

আমি, পর্যটন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৪৬৭.৯৫ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪৫. পরিবহণ বিভাগ

আমি, পরিবহণ বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১,৭৮৮.১৪ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪৬. উপজাতি উন্নয়ন বিভাগ

আমি, উপজাতি উন্নয়ন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১,০৮৯.৭৮ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪৭. পৌর ও নগরোন্নয়ন বিভাগ

আমি, পৌর ও নগরোন্নয়ন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১২,৮১৮.৯৯ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪৮. জলসম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন বিভাগ

আমি, জলসম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১,৫০০.৭৭ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪৯. মহিলা ও শিশুবিকাশ এবং সমাজকল্যাণ বিভাগ

আমি, মহিলা ও শিশুবিকাশ এবং সমাজকল্যাণ বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১৯,২৩৮.২৭ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৫০. যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া বিভাগ

আমি, যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৭৪৯.৮১ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৩

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের বিবরণ ঃ

কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনীতি

৩.১ কৃষি

রাজ্যের 'কৃষকবন্ধু' প্রকল্পকে পুনর্গঠন করে নবরূপে 'কৃষকবন্ধু' (নতুন) নামে চালু করা হয়েছে এবং কৃষকদের আর্থিক সহায়তাও দ্বিগুণ করা হয়েছে। এখন থেকে নতুন এই প্রকল্পের আওতায় নাম থাকা একজন কৃষকবন্ধু এক একর বা তার বেশি কৃষিজমির জন্য বছরে ১০,০০০ টাকা সহায়তা পাবেন। এক একরের কম জমির ক্ষেত্রে কৃষক বন্ধুরা আনুপাতিক হারে বছরে সর্বনিম্ন ৪,০০০ টাকা করে আর্থিক সাহায্য পাবেন। ২০২১-২২ অর্থবর্ষে ৭৭.৯৫ লক্ষ কৃষকবন্ধু এই সুবিধা পেয়েছেন, যার মধ্যে ১,৮১৮.৯৯ কোটি টাকা খারিফ মরশুমে এবং ২,২১৬.১০ কোটি টাকা রবি মরশুমে দেওয়া হয়েছে।

'কৃষকবন্ধু (মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ)' প্রকল্পের অধীনে এপর্যন্ত ৩৮,৫৩৩ জন মৃত কৃষক পরিবারের হাতে ২ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সহায়তা তুলে দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে ২০২১-২২ সালে আর্থিক সহায়তাপ্রাপ্ত ১৭,৮৫৫ জন কৃষক পরিবারও আছে।

কৃষকবন্ধু বার্ধক্যজনিত পেনশন (FOAP) প্রকল্পের অধীনে ৮৬,৫২৩ জন সুবিধাভোগী 'জয় বাংলা' প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতি মাসে ১,০০০ টাকা করে পেনশন পাচ্ছেন।

২০১৯-এর খারিফ মরশুম থেকে রাজ্য সরকার সম্পূর্ণ নিজের আর্থিক সক্ষমতায় চলা 'বাংলা শস্যবিমা' প্রকল্পের অধীনে রাজ্যব্যাপী শস্যবিমা চালু করেছে। এই প্রকল্পের আওতায় কেবল আলু ও আখ চাষের ক্ষেত্রে বিমাকৃত অর্থের সর্বোচ্চ ৪.৮৫% প্রিমিয়াম ছাড়া বাকি কোনো চাষের ক্ষেত্রে কৃষককে কোনো প্রিমিয়াম দিতে হয় না। সবটাই রাজ্য সরকার বহন করে। ২০২০ সালের খারিফ মরশুম থেকেই রাজ্যে রিমোর্ট সেন্সিং,

উপগ্রহ চিত্র, আবহাওয়ার পূর্বাভাস, গ্রাউন্ড ট্রুথিং (GT) ইত্যাদি বিভিন্ন প্রযুক্তির সাহায্যে ফসলের স্বাস্থ্যের প্রতি নজর রাখা শুরু হয়েছে এবং সেই অনুযায়ী বাংলা শস্যবিমা প্রকল্পে বিমার ক্লেম (Claim) নির্ধারণ করা হয়েছে।

২০২১-২২ সালের ভয়াবহ সামুদ্রিক ঝড় 'যশ'-এর ক্ষতিপূরণ বাবদ 'দুয়ারে ত্রাণ' কর্মসূচির অধীনে কৃষকবন্ধুদের আর্থিক সাহায্যের জন্য ২৬১ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। ১৮.০৫ লক্ষ কৃষককে DBT'র মাধ্যমে সাহায্য পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও ১৫.৬৬ কোটি টাকা জরুরি ত্রাণের ভিত্তিতে— মূলত জমে থাকা নোনাজল নিকাশ করা, ধানের বীজতলা তৈরি করতে এবং 'নোনা স্বর্ণ' প্রজাতির ধানের বীজ সরবরাহ করার জন্য ব্যয় করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ২.৩ লক্ষ বিঘা লোনা লাগা ক্ষতিগ্রস্ত জমিতে 'নোনা স্বর্ণ' প্রজাতির ধানবীজ বপন করা হয়েছে এবং আশা করা হচ্ছে ২ লক্ষ কুইন্টাল ধান উৎপন্ন হবে যার বাজারমূল্য ৪০ কোটি টাকা।

২০১৮ সাল থেকে রাজ্য সরকার বাংলা কৃষিসেচ যোজনার (BKSY) অধীনে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে এবং সম্পূর্ণ আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ ব্যবস্থা চালু করার ওপর জোর দিয়েছে। এরফলে ২০২১ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত BKSY-এর আওতায় ৬৪,৫১৮ জন সুবিধাভোগী কৃষকের ২১,১১৯ হেক্টর জমিকে সেচসেবিত করা সম্ভব হয়েছে।

সরকার এরাজ্যে উন্নতমানের আলুর ফলন বাড়াতে পশ্চিম মেদিনীপুরের আনন্দপুরে আলু ও ভুট্টা গবেষণাগারে— টিস্যুকালচার, এরোপনিক সিস্টেম ইত্যাদি প্রযুক্তিকে কাজে লাগানোর কাজ শুরু করেছে। সম্প্রতি নদিয়া জেলার কৃষ্ণনগরে দ্বিতীয় টিস্যুকালচার ল্যাবরেটরি ZARS রূপে কাজ শুরু করেছে এবং এটি আনন্দপুরের পর আরও একটি নোডাল সেন্টার হিসেবে কাজ করছে। এই বছরে বঙ্গশ্রী ব্রান্ড নামের ১৩০ মেট্রিক টন উন্নত প্রজাতির আলুবীজ কৃষকদের দেওয়া হয়েছে।

ভুট্টা চাষের জমি বর্ধিত করার জন্য রাজ্যে একটি নতুন 'স্টেট ডেভেলপমেন্ট স্কিম' (SDS) চালু হয়েছে যার আওতায় ৪০,০০০ হেক্টর জমিকে ২০২৪-২৫ সালের মধ্যে ভুট্টা চাষে ব্যবহার করা হবে।

রাজ্য সরকার ২০১২-১৩ সাল থেকে কৃষিক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত সহায়তা বাড়াতে সচেষ্ট হয়েছে। এরফলে ২০২০-২১ সালে সমগ্র রাজ্যে ২৩৪টি কাস্টম হায়ারিং সেন্টার (CHC)-এর মাধ্যমে ২১,১৭৭ জন সুবিধাভোগী বিভিন্ন প্রকার কৃষিপ্রযুক্তি ভাড়া নেওয়ার সুবিধা পেয়েছেন। এরজন্য ৮৮.২৭ কোটি টাকা ইতিমধ্যেই ব্যয়িত হয়েছে। ২০২১-২২ সালে কৃষিপ্রযুক্তি সহায়তা শিবিরের জন্য ১১৭.৫০ কোটি টাকা সম্ভাব্য ব্যয় ধরা হয়েছে, যেখান থেকে OTA, SFI, FSSM ইত্যাদির সুবিধা পাওয়া যাবে এবং বিভিন্ন কাস্টম হায়ারিং সেন্টারের মাধ্যমে ৩ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ব্যক্তিগত প্রযুক্তির সাহায্য নেওয়া যাবে।

পূর্ব বর্ধমানে 'মাটিতীর্থ কৃষিকথা' স্থলে নির্মিত সেন্টার অব্ এক্সেলেন্স থেকে কৃষি প্রযুক্তি ও তার ব্যবহার সম্পর্কে হাতেকলমে কাজ ও প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

জমি পুনরুদ্ধারের কর্মসূচি হাতে নিয়ে দীর্ঘ ৯ বছরে অর্থাৎ ২০১১-১২ সাল থেকে ২০২০-২১ সাল পর্যন্ত মোট ৪০,৩৭৩ হেক্টর পতিত জমিকে কৃষিজমির আওতায় আনা হয়েছে।

বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (BCKV) এবং উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (UBKV) প্রতিনিয়ত রাজ্য সরকারকে কৃষি স্বনির্ভর হওয়ায় সহায়তা দিয়ে চলেছে। এর ফলে কৃষি শিক্ষা, গবেষণালব্ধ প্রসারের মাধ্যমে ধারণক্ষম, পুষ্টিকর, পরিবেশবান্ধব খাদ্যসামগ্রী উৎপাদনে, জীবনজীবিকার সুরক্ষা আনয়নের লক্ষ্যে রাজ্য সরকারকে দিশা দেখাচ্ছে।

২,০০০ মেট্রিক টন র‍্যা সিল্ক উৎপাদনের ব্যাপক কর্মসূচি রাজ্য সরকার হাতে নিয়েছে। এরমধ্যে রেশমগুটি থেকে ৩৮ মেট্রিক টন বাইভোলটাইন মালবেরি সিল্ক ও অন্যান্য সিল্ক ৪০.২৫ মেট্রিকটন উৎপাদনের কাজ শুরু হয়েছে।

৩.২ কৃষিজ বিপণন

বিপণন পরিকাঠামোর উন্নয়নে যথা নিলাম কেন্দ্র, দোকানঘর-গুদামঘর, প্রশাসনিক ভবন, সংগ্রহ করা শস্য গুদামজাতকরণ, পানীয় জল ও স্যানিটেশন ইত্যাদি পরিকাঠামো গঠনে ২০২১-২২ আর্থিক বছরে রাজ্যসরকার এখনও পর্যন্ত বাজেটের কোর পরিকল্পনা খাতে এবং RKVY-RAFTAR খাতে ৩৯.৩৮ কোটি টাকা মঞ্জুর করেছে।

কৃষকরা যাতে উচিতমূল্য পায় এবং ক্রেতারাও যাতে ন্যায্যমূল্যে ক্রয় করতে পারে সেজন্য ২০১৪ সালে 'সুফল বাংলা' প্রকল্প চালু করা হয়েছে। বর্তমানে সারা রাজ্য জুড়ে ৬৩টি মোবাইল ভ্যান, ৩টি হাব এবং ৩৫১টি বিপণন কেন্দ্র চালু রয়েছে। বর্তমানে দিনপ্রতি ১৮ থেকে ২০ লক্ষ টাকা মূল্যের ৭৫-৮০ মেট্রিক টন কৃষিজ শস্য সুফল বাংলা বিপণন কেন্দ্রের মাধ্যমে বিক্রয় হচ্ছে, যারফলে প্রতিদিন প্রায় ২.৪-২.৬ লক্ষ ক্রেতা এই সুবিধা পাচ্ছেন। ২০২১-২২ আর্থিক বর্ষে এখনও পর্যন্ত আরও ৪৬টি নতুন দোকান চালু করা হয়েছে। কোভিড-১৯ সময়কালে কলকাতা এবং শহরতলীতে সুফল বাংলা প্রকল্পের মাধ্যমে ক্রেতাদের দুয়ারে খাদ্যশস্য সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ২০২১-২২ আর্থিক বর্ষে সুফল বাংলার বার্ষিক টার্নওভার ৫০ কোটির ওপরে পৌঁছাবে বলে আশা করা যায়।

রাজ্যের আলুচাষিদের সুরক্ষার জন্য রাজ্য সরকার পরিবহণ ভর্তুকির ব্যবস্থা করেছে। ২০২১-২২ অর্থবর্ষে আন্তঃরাজ্য ও প্রতিবেশী দেশগুলিতে আলু সরবরাহের জন্য সড়ক পরিবহণের ক্ষেত্রে কুইন্টাল প্রতি ৫০ টাকা এবং রেল ও জাহাজপথে কুইন্টাল প্রতি ১০০ টাকা করে ভর্তুকি দেওয়া হচ্ছে।

ফসল উৎপাদনের পরে এবং খামার মূল্যের ক্ষেত্রে আর্থিক ক্ষতি দূর করতে 'আমার ফসল আমার চাতাল' প্রকল্পের মাধ্যমে এককালীন সহায়তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কৃষক পরিবারগুলিকে ধান শুকানোর চাতাল নির্মাণ ও রোদে সেদ্ধ ধান শুকানোর জন্য চাতাল নির্মাণের ক্ষেত্রে মোট মূল্যের ৫০ শতাংশ থেকে ২১,৭১৪ টাকা পর্যন্ত সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে ২০২০-২১ বর্ষে ৫১,৬৯৪ সংখ্যক কৃষককে সাহায্য

করা হয়েছে। আশা করা যায়, ২০২১-২২ বর্ষে ৪৬৮ সংখ্যক কৃষক এই সুবিধা পাবেন। যাতে রাজ্য সরকারের ব্যয় হবে ৬৩.৮৮ লক্ষ টাকা।

'আমার ফসল আমার গোলা' প্রকল্পের মাধ্যমে চাষ পরবর্তী ক্ষতি দূরীকরণে এককালীন সহায়তা দানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ধানের গোলা নির্মাণ, এবং বীজ ধান সংরক্ষণের জন্য গোলা নির্মাণের জন্য এককালীন ৬,৩৩৬ টাকা করে সহায়তা করা হচ্ছে। সম্মিলিতভাবে কমিউনিটি গুদামঘর নির্মাণের জন্য মোট ব্যয়ের ৫০ শতাংশ থেকে সর্বোচ্চ ৩৯,১৩৩ টাকা করে এককালীন সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। এছাড়াও পিঁয়াজ মজুতের গুদামঘর নির্মাণের জন্য ৭১,৮৩৮ টাকা পর্যন্ত সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। এরফলে ২০২১-২২ আর্থিক বর্ষে ৮৪০ সংখ্যক কৃষক উপকৃত হয়েছেন এবং ব্যয় হয়েছে ৪.৫২ কোটি টাকা।

রাজ্য সরকার রাজ্যের সতেজ ও প্রক্রিয়াজাত কৃষিজ, উদ্যানপালন জাত এবং প্রাণীজ সম্পদ রপ্তানির পরিমাণ ২০৩০ সালের মধ্যে দ্বিগুণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে এবং সেজন্য Draft Agricultural Export Policy (AEP) গঠন করা হয়েছে।

রাজ্য সরকার কৃষি ক্ষেত্রে উৎপাদিত শস্যের দ্রুত ও অবাধ বিপণনের জন্য Online integrated electronic single permit (e-permit) ব্যবস্থা চালু করেছে। ২০২১-২২ আর্থিক বর্ষে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ৮৫,৬৮২ সংখ্যক e-permit প্রদান করা হয়েছে। ২০২১-২২ বর্ষে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ২৫.০৯ কোটি টাকা ই-পারমিট পোর্টালের মাধ্যমে সংগৃহীত হয়েছে।

জাতীয় ও রাজ্যস্তরে কৃষিজাত শস্যের অনলাইন বিপণনের জন্য Electronic National Agriculture Market (e-NAM) পোর্টাল রয়েছে। আমাদের রাজ্যের ১৫টি জেলার ১৮টি শস্যবাজার এই e-NAM পোর্টালের অন্তর্ভুক্ত। এছাড়াও রাজ্যের আরও ১৪টি শস্যবাজারকে e-NAM-এর নথিভুক্ত করার জন্য আবেদন দাখিল করা হয়েছে। ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত রাজ্যের ই-ট্রেডিং-এর পরিমাণ ২৬,০৪৮ মেট্রিক টন, যার মূল্য ৪৯.১৩ কোটি টাকা।

২০২১-২২ বর্ষের অতিমারী সময়কালের মধ্যেও রাজ্যের ৪২টি ব্লকের ১,২৬০ সংখ্যক শিক্ষানবিশকে শস্য প্রক্রিয়াকরণ ও সংস্করণের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও, হুগলি জেলার বৈদ্যবাটিতে 'নেতাজী সুভাষ ট্রেনিং ইন্সস্টিটিউট অব্ এগরিকালচারাল মার্কেটিং'-এ এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে, যাতে ব্যয় হয়েছে ৮৮.২৩ লক্ষ টাকা।

১০,০০০ Farmers Producers Organization গঠনের প্রকল্পে এই বিভাগকে নোডাল বিভাগ হিসাবে ধরা হয়েছে। রাজ্যের সমস্ত জেলায় জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে শস্য ক্লাস্টার চিহ্নিতকরণ করে তার প্রয়োগের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৩.৩ খাদ্য সুরক্ষা ঃ খাদ্য ও সরবরাহ

২০১৬ সালের জানুয়ারি থেকে রাজ্য সরকারের সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় 'খাদ্যসাথী' প্রকল্প শুরু হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত এই কর্মসূচির অধীনে রাজ্যব্যাপী সমস্ত প্রান্তিক অধিবাসী ও অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল শ্রেণির কাছে খাদ্য সুরক্ষা সাফল্যের সঙ্গে সকলের কাছে পৌঁছে দিতে পেরেছে। এর মাধ্যমে সম্পূর্ণরূপে ভর্তুকিযুক্ত পুষ্টিগুণ সম্পন্ন খাদ্যশস্য সবার হাতে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। রাজ্যব্যাপী ৫০০টি সরবরাহকেন্দ্র থেকে ২০,০০০টি ফেয়ার প্রাইস শপ্ (FPS)-এর মাধ্যমে সরবরাহ ব্যবস্থাকে সচল রাখা হয়েছে। রাজ্যের এই অগ্রণী কর্মসূচির ফলে প্রায় ১০ কোটি সুবিধাভোগী খাদ্য সুরক্ষার আওতায় আসতে পেরেছে।

সরকার এখন থেকে 'দুয়ারে রেশন' কর্মসূচির মাধ্যমে খাদ্য দরজায়-দরজায় পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। এরফলে দূরবর্তী রেশন দোকানে যাওয়ার ঝক্কি সামলে উপভোক্তাগণ বাড়ির দুয়ারেই ন্যায্য ওজনের রেশন সামগ্রী হাতে পাচ্ছেন। বলাবাহুল্য এতে সুবিধাভোগীদের যাতায়াতের খরচ ও সময় দুয়েরই সাশ্রয় হচ্ছে।

কোভিড মহামারীর সময় অন্য রাজ্য থেকে এরাজ্যে ফিরে আসা পরিযায়ী শ্রমিকদের কথা মাথায় রেখে তাৎক্ষণিক খাদ্য সুরক্ষা পৌঁছে দিতে দপ্তর থেকে ৪৫.৮৯ লক্ষ

সুবিধাভোগীকে এককালীন খাদ্যসামগ্রী হাতে তুলে দিতে ফুড কুপনের ব্যবস্থা করে। একই সঙ্গে পূর্বে চালু হওয়া ৫৪ লক্ষ উপভোক্তার উদ্দেশে, যথা প্রত্যন্ত অঞ্চলে 'আয়লা'য় ক্ষতিগ্রস্ত ব্লকের অধিবাসী, জঙ্গলমহলে বসবাসকারী মানুষজন, দার্জিলিং জেলার পার্বত্য অধিবাসী, সিঙ্গুরের অনিচ্ছুক কৃষক, চা-বাগানের শ্রমিকদের জন্য এক ধরনের বিশেষ খাদ্য সুরক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

পরিযায়ী শ্রমিকদের এরাজ্যের খাদ্য সুরক্ষার আওতায় নিয়ে আসতে তাদের জন্যও ডিজিট্যাল রেশন কার্ডের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখন থেকে আধার সংযুক্তি থাকলে এই রেশন কার্ডের মাধ্যমে তারা যেকোনো জায়গা থেকে রেশন খাদ্যসামগ্রী তুলতে পারবেন। একই রকমভাবে 'অন্নপূর্ণা অন্তোদয় যোজনা' (AAY) এবং PHH-ভুক্ত রেশন কার্ডধারীদের জন্য দেশের যেকোনো রেশন দোকান থেকে খাদ্যসামগ্রী তোলার সুবিধাযুক্ত রেশন কার্ডের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

রেশন ব্যবস্থার মাধ্যমে চালের সরবরাহ নিরবচ্ছিন্নভাবে ধরে রাখতে এবং প্রান্তিক চাষিদের দ্বারা উৎপন্ন ধান বিক্রি করার সুবিধা দিতে খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগ ন্যূনতম সহায়ক-মূল্য (MSP)-এ ধান ক্রয়ের ব্যবস্থা করেছে। ২০২০-২১ সালের খারিফ বিপণন মরশুমে (KMS) খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগ ৪৫.৩৬ লক্ষ মেট্রিক টন দানাশস্য সংগ্রহ করেছে। এর ফলে ১৫.৫৭ লক্ষ কৃষক সরাসরি উপকৃত হয়েছেন। খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তর ৪৭০টি সরকারি ধান সংগ্রহকেন্দ্র (CPCs), ১,২১৪টি সমবায় সমিতির মাধ্যমে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করার কাজ সম্পন্ন করেছে। একইসঙ্গে আরও ৮১টি কৃষক-উৎপাদক সংস্থা (FPO), ৪৯৮টি মহিলা স্বনির্ভরগোষ্ঠীকে এরসাথে যুক্ত করা হয়েছে। চলতি বছরে ধানের সহায়ক মূল্য (MSP) কুইন্ট্যাল প্রতি ১,৮৬৮ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১,৯৪০ টাকা করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, পরবর্তী তিন দিনের মধ্যে টাকা সরাসরি কৃষকদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে প্রেরিত হয়েছে।

২০১১ সালের আগে রাজ্যের খাদ্যসংরক্ষণ করার ক্ষমতা ছিল বড়োজোর ৬৩,০০০ মেট্রিক টন। বর্তমানে প্রায় প্রতিটি জেলায় খাদ্যসংগ্রহ ও সংরক্ষণ ব্যবস্থাকে প্রসারিত

করার ফলে গুদামঘর তৈরি হওয়ায় রাজ্যে এখন একলপ্তে ১০ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্য মজুত করার ক্ষমতা তৈরি হয়েছে। এরমধ্যে কৃষাণমান্ডিগুলিতে ১.৬৩ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্য মজুত ক্ষমতাও যুক্ত।

এছাড়াও আরও ৭টি অতিরিক্ত গুদামঘর---৫,০০০ মেট্রিক টন থেকে ২০,০০০ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য মজুত রাখার মতো করে তৈরি করা হচ্ছে। এগুলি হল— (১) মালদায়-৫,০০০ মেট্রিক টন, (২) মুর্শিদাবাদে-২০,০০০ মেট্রিক টন, (৩) উত্তর দিনাজপুরে-১৩,৩৪০ মেট্রিক টন, (৪) পুরুলিয়ায়-১০,০০০ মেট্রিক টন, (৫) বাঁকুড়ায়- ১০,০০০ মেট্রিক টন।

৩.৪ খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যানপালন

আমাদের রাজ্য সবজি, ফল, ঔষধি গাছ এবং ফুল উৎপাদনের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

চলতি শস্যবর্ষে বর্ধিত ফল বাগিচাগুলিতে ২০ কোটি টাকারও বেশি ব্যয় করা হয়েছে। ৮৪৪৪ হেক্টরেরও বেশি জমিতে আম, পিয়ারা, লেবু, কমলালেবু, মান্দারিন কমলালেবু, কলা, লিচু প্রভৃতি বিভিন্ন ফল চাষ করা হচ্ছে। ১,০০৪ হেক্টরেরও বেশি জমিতে অন্য ধরনের ফল, যেমন— বেদানা, কুল, আতা, সবেদা ইত্যাদি চাষ করা হচ্ছে। এছাড়াও ১,৭৫৬ হেক্টরেরও বেশি জমিতে কাজুবাদাম, ৩,১২৩ হেক্টরেরও বেশি জমিতে নারিকেল এবং ৩৩৫ হেক্টরেরও বেশি জমিতে বিদেশি ফল চাষ করা হচ্ছে।

২০২০-২১ শস্যবর্ষে আমাদের রাজ্যে স্থায়ীভাবে বর্ধিত জমি ও উদ্যানপালনজাত শস্য উৎপাদন ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রায় ১৫,০৯,৬২৩ হেক্টর জমিতে ফল, ফুল, সবজি, মশলা এবং শস্য চাষ করা হয়েছে।

বিভিন্ন জেলার বিদ্যালয় সংলগ্ন বাগিচায় উদ্ভাবনী প্রকল্পের মাধ্যমে মাশরুম উৎপাদন, জমির আর্দ্রতা রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগ্রহণ ও বিদ্যালয়গুলিতে পুষ্টিকর খাদ্যশস্য

উৎপাদনে জোর দেওয়া হয়েছে। উৎপাদিত শস্য, ফল ও সবজিগুলি যাতে নষ্ট না হয়, তারজন্য প্যাকেটজাতকরণের গুরুত্ব অনুভব করে শস্যাগার নির্মাণের তথা প্যাকেটজাতকরণের পরিকাঠামো গড়ে তোলা হচ্ছে। এই ক্ষেত্রে ২৮ লক্ষ টাকা ব্যয় করে ১৪টি খামারস্তরে প্যাক হাউজ নির্মাণ করা হচ্ছে।

চুঁচুড়ায় 'Centre of Excellence for Vegetables' উন্নত মানের সবজি চাষ কেন্দ্রে দ্রুততার সঙ্গে কাজ চালু রয়েছে এবং এটি ২০২১-২২ অর্থবর্ষে চালু হয়ে যাবে আশা করা হচ্ছে।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উত্তর ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, হাওড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর ইত্যাদি পাঁচটি জেলায় সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় 'যশ'-এর প্রকোপে পানচাষিদের বরজগুলির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। 'দুয়ারে ত্রাণ' প্রকল্পের মাধ্যমে তাদের জন্য ২.৯৬ কোটি টাকারও বেশি ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে।

২০২১-২২ বছরে ঔষধি গাছের চাষ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সিনকোনা, ইপিকাক, রবার, এলাচ, কিউয়ি, কফি, চিরতা এবং সুগন্ধি চাষ করা হচ্ছে। তদুপরি ৬৩ জন কৃষককে তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য ৩১,৫০০ সিম্বিডিয়াম অর্কিডের চারা বিতরণ করা হয়েছে।

উত্তর ২৪ পরগনার দেগঙ্গা কিষানমান্ডিতে স্টেট লেভেলে হানি প্রসেসিং হাব তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। এর মাধ্যমে রাজ্যে মৌমাছি চাষের গতি ত্বরান্বিত হবে।

'আনন্দধারা' ও WBSRLM-এর যৌথ উদ্যোগের অধীনে ICDS প্রকল্পে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির মধ্যে আহারের জন্য প্রস্তুত রান্না করার প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু হয়েছে। নতুন বর্ধিত ও আধুনিক খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট গড়ে তোলার জন্য উদ্যোগপতিদের উপদেশ ও উৎসাহ প্রদান করা হচ্ছে।

৩.৫ প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন

২০২০-২১ সালে রাজ্যে বার্ষিক ডিম উৎপাদন হয়েছিল ১,০৫০ কোটি। রাজ্যের ১০ লক্ষেরও বেশি পালকদের হাঁস-মুরগির ছানা বিতরণ করার ফলে ২০২১-২২ বছরে বার্ষিক ডিম উৎপাদন ১৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১,২০৩ কোটি হবে বলে আশা করা যায়।

রাজ্য সরকার হাঁস-মুরগি পালনে উৎসাহ দিতে 'The West Bengal Incentive Scheme, 2017'-এর আওতায় কমার্শিয়াল লেয়ার পোল্ট্রি ব্রিডিং ফার্ম প্রকল্পটি ১.৯.২০২১ থেকে আরও ১ বছর বাড়ানো হয়েছে। ২৬৯.৯৩ কোটি টাকা ব্যয়ে এই ধরনের ৬৮টি প্রকল্পে ৩১.১৬ লক্ষ লেয়ার বার্ডের ক্ষমতাসম্পন্ন পরিকাঠামোর কাজ শেষ হয়েছে। যারফলে বছরে অতিরিক্ত ৭৯ কোটি ডিম উৎপাদিত হচ্ছে। এছাড়াও ১৩৯.১৭ কোটি টাকা ব্যয়ে অতিরিক্ত ৪৩টি পোল্ট্রি ফার্মে ১৫.৮৬ লক্ষ হাঁস-মুরগির ছানা বিতরণের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। এইসব প্রকল্পগুলির কাজ শেষ হলে বছরে ১২৮.৯৬ কোটি অতিরিক্ত ডিম উৎপাদিত হবে। এরফলে অন্যান্য রাজ্যগুলি থেকে ডিম আমদানি করার প্রয়োজনীয়তা অনেক কমে যাবে। ২০২১-২২ অর্থবর্ষে ১০ লক্ষ পালকদের মধ্যে ১কোটি হাঁস-মুরগির ছানা বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছিল।

এই বিভাগ ২০২১-২২ অর্থবর্ষে নদিয়ার হরিণঘাটা এবং তৎসংলগ্ন অঞ্চলে, দার্জিলিং-এর ফাঁসিদেওয়ায় খামারজীবীদের নিয়ে 'ব্রয়লার ইন্টিগ্রেশন প্রোগ্রাম' কর্মসূচি নিয়েছে। যেখানে ৪২২ সংখ্যক খামারজীবীদের নিয়ে এই প্রকল্পটি সফলভাবে রূপায়িত হয়েছে।

২০২১-২২ অর্থবর্ষে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মধ্যে ৩১,০০০ ছাগল বিতরণ করা হয়েছে।

এই বিভাগ ২০২১-২২ অর্থবর্ষে ৮০০টি বাছুর উপভোক্তাদের মধ্যে বিতরণ করেছে।

২০২১-২২ অর্থবর্ষে ২.৬৯ কোটি খামারপশু ও পোলট্রিতে টিকাকরণের কাজ করা হয়েছে।

২০২১-২২ অর্থবর্ষে ১.০৭ লক্ষ খামারপালক ও পোল্ট্রিপালকদের 'কিষান ক্রেডিট কার্ড' (KCC) দেওয়া হবে। এক্ষেত্রে ৫৫,৬৭৮টি আবেদনকারীর মধ্যে ৫১,৭৪৯টি আবেদন ব্যাঙ্কে প্রেরণ করা হয়েছে এবং ২,৫০০ জন খামারজীবী ইতিমধ্যেই ঋণ পেয়েছেন।

প্রাণীস্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য ১১৬টি 'মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিকস্' (MVC) চালু করা হয়েছে এবং চলতি বছরেই প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিতে ৮.৫৯ লক্ষ খামারজীবীকে এগুলির মাধ্যমে পশু ও হাঁস-মুরগিকে চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।

প্রাণীসম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে গরু, মহিষ ইত্যাদি ৩২.৭২ লক্ষ গবাদি পশুর কৃত্রিম প্রজনন ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে এবং ১০.৬৮ লক্ষ বাছুর কৃত্রিম প্রজনন ব্যবস্থায় জন্মলাভ করেছে।

রাজ্যের তিনটি গ্রেড-A সিমেন কেন্দ্রে উচ্চমানের জেনেটিক বলদদের মাধ্যমে ৩৭ লক্ষের অধিক ফ্রোজেন সিমেন উৎপাদন করা হয়েছে।

২০২১-এর সেপ্টেম্বর মাস থেকে পশু খামারজীবীদের ঘরের দুয়ারে কৃত্রিম প্রজনন ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। মোট ১.৫১ লক্ষ প্রাণীকে এই প্রকল্পের আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। এই প্রকল্পের অধীনে ১৩ হাজার স্বনিযুক্ত AI শ্রমিক ও 'প্রাণীমিত্র' মাসিক ৫,০০০ টাকা ভাতায় নিযুক্ত রয়েছেন।

দুধ এবং দুগ্ধজাত সামগ্রী; যথা— দই, ঘি, পনির ইত্যাদি বিপণনের জন্য 'বাংলার ডেয়ারি' চালু করা হয়েছে। যেখানে বাংলা ডেয়ারি ব্র্যান্ড নামেই এই সমস্ত বিপণন হচ্ছে। এছাড়া কলকাতার 'মাদার ডেয়ারি'র সম্পদ ও দায় সমস্তটাই 'বাংলার ডেয়ারি লিমিটেড'কে হস্তান্তরিত করা হয়েছে।

West Bengal University of Animal & Fishery Sciences-এ Indian Council of Agricultural Research-এর মাধ্যমে বিশ্বব্যাংকের সহায়ক প্রকল্পে ডেয়ারির প্রযুক্তিগত উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ হাতে নিয়েছে।

হাওড়া, পূর্ব মেদিনীপুর, উত্তর ২৪ পরগনা এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা এই ৪টি জেলায় সামুদ্রিক ঝড় 'যশ'-এর প্রকোপে ক্ষতিগ্রস্ত ৩,৮৪২ জন খামারজীবীকে ২০২১-২২ বর্ষে State Disaster Response Fund (SDRF)-এর সহায়তায় ৩.১৮ কোটি টাকার ত্রাণ দেওয়া হয়েছে। 'দুয়ারে ত্রাণ' স্কিমে এই ত্রাণ দেওয়া হয়েছে।

৩.৬ মৎস্য

২০২১-২২ অর্থবর্ষের ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত ১৩.১৬ লক্ষ মেট্রিক টন মাছ ও ২৬,৯২৫ মিলিয়ন মাছের পোনা রাজ্যে উৎপন্ন হয়েছে।

চলতি অর্থবর্ষ থেকে মৎস্য দপ্তর রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ব্যাপকভাবে মৎস্যপ্রজনন প্রকল্প শুরু করতে চলেছে।

মাছের উৎপাদনের উপর বিশেষ জোর দেওয়ার লক্ষ্যে পূর্বমেদিনীপুরের ময়না ব্লকে মৎস্যপ্রজননের বিভিন্ন পদ্ধতিকে কাজে লাগিয়ে; বিশেষত— উন্নত পোনা বিতরণ, মাছের খাদ্য সরবরাহ এবং চাষের উন্নততর প্রযুক্তিগত প্রয়োগ ইত্যাদির ফলে ওই অঞ্চলে মাছচাষ এখন দারুণ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এই জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগিয়ে রাজ্যের অন্যত্রও এই মডেলে মৎস্যচাষ শুরু করা হচ্ছে। বিগত কয়েক বছরে এই 'ময়না মডেল' প্রথায়. রাজ্যে বছরে ১২ MT/ha মৎস্য উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে।

লোনা জলে মৎস্যচাষ প্রকল্পের অধীনে রাজ্যে এখন ১৩৬ হেক্টর জায়গা জুড়ে ১,০২০টি জলাশয়ে ২.০২ কোটি টাকা ব্যয় ধরে একই প্রজাতির বাগদা চিংড়ি চাষ, এবং ১০৮ হেক্টর জায়গা ব্যাপী ৮১০টি জলাশয়ে ২.৬৯ কোটি টাকা ব্যয়ে মিশ্র প্রজাতির চিংড়ি চাষ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। আবার ২.৭৭ কোটি টাকা ব্যয় ধরে ১০৪ হেক্টর জায়গা বিস্তৃত ৭৮০টি জলাশয়ে Vennamei প্রজাতির গলদা চিংড়ির চাষ শুরু হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবর্ষে মৎস্য দপ্তর ১৬.৮৩ কোটি টাকা ব্যয়ে 'স্বর্ণ মৎস্য যোজনা' প্রকল্পের অধীনে লোনা জলের মৎস্য চাষ প্রকল্প হাতে নিয়েছে।

২০২১-২২ সালে 'জল ধরো জল ভরো' প্রকল্পের অধীনে সংস্কারপ্রাপ্ত জলাশয়গুলিতে বৈজ্ঞানিক উপায়ে মৎস্য প্রজনন ও চাষের কাজ শুরু হয়েছে। এই লক্ষ্যে ৯,৮০০ হেক্টর জায়গায় বিস্তৃত ৭৩,৫০০টি জলাশয়ে মাছ চাষ শুরু হয়েছে এবং এর জন্য ৩৯.৭২ কোটি টাকা খরচ ধরা হয়েছে।

এছাড়াও, রাজ্যের ৫,৪৬৬.৬৬ হেক্টর জমিজুড়ে ৪১,০০০ ছোটো ছোটো জলাশয়ে বিভিন্ন ধরনের মাছের চাষ শুরু হয়েছে, এর জন্য ব্যয় হয়েছে ২০.৯১ কোটি টাকা; এবং বড়ো জলাশয়ে বড়ো মাছ প্রকল্পের আওতায় ১.৫৪ কোটি টাকা ব্যয় করে ৪০ হেক্টর ব্যাপী ৪০টি বড়ো জলাশয়ে বড়ো মাছের উৎপাদন শুরু হয়েছে— যাদের ওজন হবে কমপক্ষে ২ কেজি।

অন্যদিকে দেশি মাগুর ও দেশি শিঙি মাছের উৎপাদন বাড়াতে দপ্তর থেকে এই ধরনের জিওল মাছ চাষের ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। সেইলক্ষ্যে ৪.১০ কোটি টাকা প্রকল্পব্যয় ধরে ১৫৬.৬৬ হেক্টর জায়গা-বিস্তৃত ১,১৭৫টি জলাশয়ে শিঙি ও মাগুর চাষ করা শুরু হয়েছে।

রাজ্যের বিভিন্ন জনজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত মৎস্যজীবীদের আর্থিক উন্নয়ন ঘটাতে ৯৯.৪৬ হেক্টর ব্যাপী ৭৪৬টি জলাশয়ে দেশি মাগুর চাষ এবং ১২৪.২৬ হেক্টর জায়গা-বিস্তৃত ৯৩২টি জলাশয়ে IMC প্রজাতির মৎস্যচাষের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর জন্য ব্যয় করা হচ্ছে যথাক্রমে ১.৪৯ কোটি এবং ২.৩৬ কোটি টাকা।

মৎস্য দপ্তর জৈব মৎস্যখাদ্য উৎপাদন ও প্রসারের জন্য রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ২৯টি এই ধরনের জৈব মৎস্যখাদ্য উৎপাদন কেন্দ্র তৈরি করতে চলেছে। এরজন্য খরচ ধরা হয়েছে ১.২০ কোটি টাকা।

৩.৭ পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন

২০২১-২২ অর্থবর্ষে MGNREGA প্রকল্পের অধীনে পশ্চিমবঙ্গ দেশের মধ্যে একটি প্রধান রাজ্য হিসেবে অর্থ ব্যয় করেছে। ২০২১-২২ অর্থবর্ষের ২০২১-এর ডিসেম্বরের

মধ্যে রাজ্য ৩০.১৩ কোটি শ্রমদিবস সৃষ্টি করেছে। চলতি অর্থবর্ষে পরিবার পিছু কর্মে নিযুক্তির গড়ে ৪২ দিন শ্রমদিবস হয়েছে। গড় এই সময়ের মধ্যে আমরা ৭২ লক্ষ পরিবারের ১০২.৭৪ লক্ষ শ্রমজীবী মানুষকে কাজ দেওয়া সুনিশ্চিত করেছি। এছাড়াও, এই বছরে প্রায় ৮.৯৬ লক্ষ নতুন জবকার্ড দেওয়া হয়েছে।

২০২১-২২ অর্থবর্ষের ডিসেম্বর, ২০২১-এর মধ্যে ২৭,৭৮৯টি জলাধার সহ জলসংরক্ষণ কেন্দ্র তৈরি করা হয়েছে এবং ১,৩৩২টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র তৈরির কাজ শেষ হয়েছে। একক সুবিধাভোগী প্রকল্পের ক্ষেত্রে ৪০,৭০৪টি পরিবারকে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সুরক্ষার আওতায় আনা হয়েছে।

স্বচ্ছতা বজায় রাখতে সমস্ত কর্মসূচির লেনদেন ১০০% ক্ষেত্রে ইলেকট্রনিক্স মাধ্যমে টাকা পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়াও, সমস্ত পরিকাঠামো নির্মাণকার্য জিও ট্যাগ মাধ্যমে সূচিবদ্ধ করা হয়েছে। এখন থেকে ১৫ দিনের মধ্যেই ৯৯.৮% শ্রমিকদের মজুরি হাতে পৌঁছে যাচ্ছে।

'বাংলার আবাস যোজনা'র অধীনে ২০২১-২২ সালে এই রাজ্য গ্রামীণ ক্ষেত্রে ১,৪৫,৮৫৫টি বাড়ি তৈরির অনুমোদন দিয়েছে। এর জন্য খরচ হয়েছে ৪,১১৮ কোটির বেশি টাকা যার বেশির ভাগেরই একটি বা দুটি কিস্তি দেওয়া হয়েছে। ২০১৬-১৭ সালে এই যোজনা শুরু হওয়ায় পর থেকে নিয়ে এপর্যন্ত সমগ্র দেশের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গই সবচেয়ে বেশি বাড়ি তৈরির কাজ করেছে। গ্রামীণ আবাস যোজনায় এখনও পর্যন্ত মোট ৩৪,৫৭,১৬৩টি বাড়ি তৈরি মঞ্জুর করা হয়েছে।

২০২১-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলার গ্রামীণ সড়ক যোজনা-১ এর অধীনে ৩৪,৫৬৩.৩৬ কিমি রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে, এর জন্য ব্যয় হয়েছে ১৬,০৯৯.৫৬ কোটি টাকা। এছাড়া, প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা-১ (PMGSY) অধীনে ২০১১-১২ থেকে ২০১৮-১৯ সালের মধ্যে রাজ্যে আরও ২০,১০৬.৭৮ কিমি দীর্ঘ রাস্তার প্রথম পর্বের কাজ শেষে হয়েছে। এই যোজনার দ্বিতীয় পর্বের কাজও শুরু হয়েছে — যার মধ্যে

২,৫২৩.৮১ কিমি রাস্তা এই রাজ্যে অবস্থিত। এছাড়াও, এই প্রথম ২০২১-২২ অর্থবর্ষে রাজ্যের ১০টি সড়ক সংযোগকারী ব্রিজ তৈরির কাজ শেষ হয়েছে এবং আরও ৪৭টি ব্রিজ তৈরির কাজ পুরোদমে চলছে।

২০২১-২২ সালে ডিসেম্বর ২০২১-এর মধ্যে রাজ্যের ব্যয় খাতে ৬০৪.৩০ কোটি টাকা খরচ করে মোট ৪,৬২৫.৫২ কিমি রাস্তা তৈরি এবং মেরামতের কাজ শেষ হয়েছে।

বাংলার গ্রামীণ সড়ক যোজনা-২ (BGSY-II) অধীনে অর্থবরাদ্দের কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং বাংলার সড়ক যোজনা-১ (BGSY-I) এর নির্মাণ কাজের ৯৫ শতাংশ শেষ করা হয়েছে। এর ফলে রাজ্য এখন বাংলার সড়ক যোজনা-৩ (BGSY-III) পর্বের কাজের জন্য বিবেচিত হয়েছে, তাই এর প্রস্তুতি পর্বের কাজও দ্রুতগতিতে চলছে এবং একই সঙ্গে বাংলার সড়ক যোজনার ১ ও ২ (BGSY-I&II) পর্বের কাজ আগামী ডিসেম্বর ২০২২-এর মধ্যে শেষ হয়ে যাবে।

'মিশন নির্মল বাংলা' কর্মসূচির অধীনে, ২০১২-১৩ সালে শুরুর সময় থেকে নিয়ে ২০২১-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলার সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েতে ৬৬,৩৪,৯৬৭টি গৃহশৌচালয় তৈরি করা হয়েছে। ফলে বাংলার সব গ্রাম পঞ্চায়েত এখন 'উন্মুক্ত শৌচমুক্ত' (ODF) বলে ঘোষিত হয়েছে। এছাড়া আরও ৬,২৫৭টি সর্বসাধারণের জন্য শৌচালয় নির্মিত হয়েছে। ৩৩১টি গ্রাম পঞ্চায়েতেও কঠিন ও তরল বর্জ্য নিষ্কাশন কর্মসূচি শুরু করা হয়েছে।

২০২১-২২ অর্থবর্ষে ৪,৮৯,৬৭৭টি পরিবারপিছু গৃহশৌচালয় তৈরির কাজ শেষ করা হয়েছে এবং ১,১৪১টি কমিউনিটি শৌচালয় নির্মিত হয়েছে।

রাজ্য সরকার ২০২০ সালে জাতীয় সামাজিক সহায়তা কর্মসূচি (NSAP)-র অধীনে রাজ্যের সমস্ত দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী মানুষজনের জন্য চলে আসা বিভিন্ন একক পেনশন প্রকল্পগুলিকে 'জয় বাংলা' প্রকল্পের আওতায় এক ছাতার তলায় আনার কাজ শুরু করেছে। ওই বছর ০১.০৪.২০২০ থেকে সরকার সামাজিক সুরক্ষা পেনশনের অর্থ সাহায্য ৪০০/৬০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১,০০০ টাকা করেছে।

উপভোক্তাগণ এখন মাসের ১০ তারিখের মধ্যেই পেনশনের প্রাপ্য টাকা পাওয়ার সুবিধা লাভ করেছেন। রাজ্য সরকার ন্যাশনাল ফ্যামিলি বেনিফিট স্কিম (NFBS)-এর অধীনে গ্রামীণ এলাকায় দুঃস্থ পরিবারের ১৮ থেকে ৬০ বছর বয়স পর্যন্ত একমাত্র রোজগেরে সদস্যের আকস্মিক মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ বাবদ এককালীন ৪০,০০০ টাকা নিকট আত্মীয়কে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। ২০২১-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত ২৩,১৬,০৫৮ জন সুবিধাভোগীকে এই সুবিধা দেওয়া হয়েছে এবং এর জন্য খরচ হয়েছে ২,৩৪৮ কোটি টাকা।

২০২১-এর নভেম্বর থেকে সরাসরি অর্থমূল্য প্রেরণ (DBT)-করার ব্যবস্থা চালু হয়েছে।

'পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য গ্রামীণ জীবিকা মিশন' (WBSRLM) কর্মসূচির অধীনে ৯৫.৮ লক্ষ গ্রামীণ মহিলাকে ৯,১০,৫৩৪টি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে স্বনিযুক্তির বন্দোবস্ত করেছে। একইসঙ্গে ৩,৩৪১টি মহিলা সংঘের কর্মপরিধি বাড়ানো হয়েছে এবং ৩,৩৩৩টি মহিলা সংঘকে ১৯৬১-র পশ্চিমবঙ্গ সমবায় সমিতি আইন মোতাবেক বহুমুখী প্রাথমিক সমবায় সমিতি (MPCO-S)-র সঙ্গে নথিবদ্ধ করা হয়েছে।

(WBSRLM) কর্মসূচির অধীনে ৬,৫৭,৫৬২টি স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে ২০২১-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত ৯৮৫.৩৩ কোটি টাকার অর্থ সাহায্য করা হয়েছে। ৩,২৭৯টি মহিলা সংঘকে গোষ্ঠী পরিচালিত কর্মোদ্যোগের (CIF) জন্য ৬৯০.৫৯ কোটি টাকার অর্থসাহায্য করা হয়েছে। মোট ৩,৩৩,৫০১টি স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে এই উদ্যোগের মাধ্যমে ২০২১-এর ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ১,৫৪৫.৬১ কোটি টাকার ঋণের ব্যবস্থা করেছে।

২০২০-২১ সালে ৯,৫৪,৯৫৪টি স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে ১২,৮৫০.৭২ কোটি টাকার ঋণ প্রদান করা হয়েছে। অন্যদিকে NRLM কর্মসূচির মাধ্যমে ৭,৯২,২৫৫টি স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে ব্যাংক মারফত ১২,৩৫৭.৫৪ কোটি টাকার ঋণের ব্যবস্থা করা হয়েছে ৩১ ডিসেম্বর অবধি। এর ফলে পশ্চিমবঙ্গ এখন দেশের মধ্যে স্বনির্ভর গোষ্ঠী উন্নয়নে চতুর্থ সেরা রাজ্যের খ্যাতি অর্জন করেছে।

স্বনির্ভর গোষ্ঠীর দ্বারা উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রী বাজারজাত করার জন্য কোলকাতার ঢাকুরিয়াতে 'সৃষ্টিশ্রী' নামে গ্রামীণ বাংলার শহুরে বাজার চালু করা হয়েছে। এছাড়াও স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির দ্রব্যসামগ্রী বিক্রি করার জন্য প্রতিবছর কোলকাতা এবং শিলিগুড়িতে সরস মেলার আয়োজন করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

'আনন্দধারা' নামের একটি কর্মসূচি তৈরির মাধ্যমে রাজ্যের ৩২,৪৪৪টি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর উদ্যোগে ৬৩.৯৪ লক্ষ বিদ্যালয় শিক্ষার্থীর স্কুল ইউনিফর্ম তৈরি করা হয়েছে এবং ৩৮৩.৬৫ কোটি টাকার ব্যাবসা করেছে ২০২০-২১ অর্থবর্ষে। একইরকমভাবে নারী ও শিশু কল্যাণ বিভাগের মাধ্যমে তৈরি করা খাবার (RTE) বানানোর ৬৮টি রন্ধনশালা তৈরি করা হয়েছে। যেখানে তৈরি খাদ্য রাজ্যের ICDS পরিচালিত অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে সরবরাহ করা হচ্ছে। এর জন্য স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি বছরে আনুমানিক ১৮ কোটি টাকার ব্যাবসা করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

২০২১-২২ অর্থবর্ষের ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত WBSRLM-প্রকল্পের অধীনে ১০৭.৪০ কোটি টাকা রাজ্যের তরফে মঞ্জুর করা হয়েছে এবং কেন্দ্রীয় সরকার থেকে ১৬১.১০ কোটি টাকা পাওয়া গেছে।

৩.৮ সেচ ও জলপথ পরিবহণ

রাজ্যের যত বেশি সম্ভব অঞ্চল, বিশেষত বন্যাপীড়িত অঞ্চলগুলিকে সেচের আওতায় নিয়ে আসার লক্ষ্যে ২০২০-২১ সাল বা তার আগে ১১৮টি ক্ষেত্রে কাজ শুরু হয়েছিল, যার বেশিরভাগ কাজই ২০২১ সালের ডিসেম্বরের মধ্যেই শেষ হয়েছে। এছাড়াও, কোভিড সংক্রমণ পরিস্থিতিতে প্রথম কয়েক মাস কাজ স্থগিত হয়ে গেলেও আরও ৩৫৬টি প্রকল্পের কাজ সময়ানুযায়ী চলছে।

২০২১-২২ বর্ষে দক্ষিণবঙ্গে মাঝারি ও ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পের অধীনে সংস্কার সাধন করে আরও ৬২,৯৩০ একর জমিকে সেচসেবিত এবং চাষযোগ্য করে গড়ে তোলা হয়েছে।

এছাড়াও, কংসাবতী রিজার্ভার প্রোজেক্ট, ময়ূরাক্ষী রিজার্ভার প্রোজেক্ট ও মেদিনীপুরের প্রধান ক্যানেল এই তিনটি মাঝারি সেচ প্রকল্পে ক্যানেলগুলির সংস্কারের কাজ শেষ হওয়ার মুখে।

খারিফ মরশুমে সেচ ব্যবস্থার মাধ্যমে ২১.২০ লক্ষ একর জমিকে চাষযোগ্য করা হয়েছে এবং রবি-বোরো মরশুমে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন (DVC) এবং সেন্ট্রাল ওয়াটার কমিশন (CWC)-এর সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে ৬.৪০ লক্ষ একর জমিতে সেচ ব্যবস্থার জন্য রিজার্ভারগুলিতে যথেষ্ট পরিমাণে জল ধরে রাখা হয়েছে। রবি-বোরো মরশুমে এত বড়ো অঞ্চলে সেচের ব্যবস্থাগ্রহণ বিগত ৫ বছরের মধ্যে সবচাইতে বেশি।

২০২১-এর মে মাসে 'যশ'-এর প্রাবল্যে রাজ্যের ৬টি জেলার ৪০টি ব্লকে বন্যারোধী পরিকাঠামোর ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। এছাড়াও ২০২১ মরশুমে অত্যধিক বৃষ্টি ও DVC চারবার অতিরিক্ত জল ছাড়ার পরিণামে রাজ্যের বিভিন্ন জেলার নদীপাড় ও পরিকাঠামোগুলির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এর মধ্যেও ৭২৪ কিমি নদীপাড় বাঁধানো, ৩০২টি আনুষঙ্গিক পরিকাঠামো গড়ে তোলা, ৩০০ কিমি সড়ক নির্মাণ, ১৭ কিমি ব্যাপী ফাটলগুলি মেরামতের কাজ সময়মতোই শেষ করা হয়েছে। যার ফলে এইসব অঞ্চলগুলি পরবর্তী জলপ্লাবনের হাত থেকে রক্ষা পাবে।

২০২১-২২ বর্ষে ৫৮ কিমি ব্যাপী অঞ্চলে বন্যা ও নদীপাড় ক্ষয় রোধ করার জন্য সংস্কার সাধন করা হয়েছে এবং ২৭৩ কিমি নদীখাত (ক্যানেল) খনন করা হয়েছে। এছাড়াও, বিগত বছরের মতো ২০২১-এর বর্ষায় ১,০৫০ কিমি নদীখাতগুলির রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে।

বিশ্বব্যাংক এবং এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্ট ব্যাংক (AIIB)-এর আর্থিক সাহায্যে 'ওয়েস্ট বেঙ্গল মেজর ইরিগেশন অ্যান্ড ফ্লাড ম্যানেজমেন্ট প্রোজেক্ট'-এর মাধ্যমে ৩,০১৫ কোটি টাকা ব্যয় করে ১৩টি চুক্তির মাধ্যমে ৫টি ক্ষেত্রে বন্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তদুপরি ৩৩ কিমি ব্যাপী নদীপাড়কে উঁচু ও মজবুত করা হয়েছে এবং নদীর ড্রেজিংসহ ৪৬ কিমি নদীখাতের সংস্কারসাধন করা হয়েছে। এছাড়াও, ৭টি চুক্তির মাধ্যমে ৭৫৯.১৮ কোটি

টাকা ব্যয় করে ৫টি ক্ষেত্রে বন্যা নিয়ন্ত্রণের কাজ এবং ১৭টি চুক্তির মাধ্যমে ৬২৩.৬২ কোটি টাকা ব্যয় করে ৬টি ক্ষেত্রে সেচ পরিকাঠামো নির্মাণের কাজ চলছে। এই কাজগুলি ২০২৫-এর ডিসেম্বরের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে।

এই বিভাগ দক্ষতা বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন সংস্কারমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। সর্বাধুনিক সফট্ওয়্যার ব্যবহার করে নকশা ও পরিকল্পনাগুলি প্রস্তুতির জন্য 'The Design & Research Wing' গঠন করা হয়েছে। বিভিন্ন প্রকল্পের পূর্ব ও পরবর্তী কাজের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা রাখার জন্য DGPS/RTK-নির্ভর সার্ভে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

কলকাতা এবং তৎসংলগ্ন অঞ্চল এবং হাওড়া মিউনিসিপ্যাল করপোরেশন অঞ্চলে নিকাশি পরিকাঠামোর উন্নয়নের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে ৩০০ কিমি ব্যাপী জায়গায় জরিপের কাজ শেষ হয়েছে। ড্রেজিং প্রকল্পগুলির মধ্যে ২৫০ কিমি নিকাশি নালার জরিপের কাজ নেওয়া হচ্ছে। আশা করা যায়, এই প্রকল্পগুলির কাজ আগামী মরশুমের মধ্যেই শেষ হবে।

৩.৯ জলসম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন

২০২১-২২ বর্ষে 'জল ধরো জল ভরো' প্রকল্পের অধীনে ৩৩,২১৬টি জলাশয় তৈরি করা হয়েছে। এর মধ্যে ৭,৪৪৪টি সমগোত্রীয় জলাশয়ের সংস্কার রয়েছে। এছাড়াও, ২০২১-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগের সহায়তায় ২৫,৭৭২টি জলাশয় তৈরি/সংস্কার হয়েছে।

রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলের ৬টি জেলায়; যথাক্রমে — বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম এবং পশ্চিম বর্ধমানে পতিত জমিগুলিকে উৎপাদনশীল করার লক্ষ্যে ২০২০-র মে মাসে 'মাটির সৃষ্টি' প্রকল্প চালু করা হয়েছে।

২০২০-র মে মাসের সূচনাকাল থেকে শুরু করে ২০২১-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়কালে 'মাটির সৃষ্টি' প্রকল্পের মাধ্যমে ৪,১২৩টি জায়গায় ১৯,০০০ একরে ক্ষুদ্র

পরিকল্পনার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, প্রায় ৩২,০০০ কৃষক অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। এছাড়াও ৩,২১০টি জায়গায় ১০,৬২৫ একর জমিতে ৩৬.৯১ লক্ষ চারাগাছ রোপণ করা হয়েছে। প্রায় ১,১০০ ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে হাপা/পিট/টিউবওয়েল ইত্যাদি। ৬৪৬টি জায়গায় শস্য উৎপাদনের ফলে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির ১.০৯ কোটি টাকা আয় হয়েছে। ৪৮৩টি জায়গায় মৎস্য চাষের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং এই প্রকল্পে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ৬৬.৯৬ লক্ষ শ্রম দিবস তৈরি হয়েছে।

এই বিভাগ 'জলতীর্থ' প্রকল্পের অধীনে খরাপ্রবণ জেলায় সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও বৃষ্টির জল সংরক্ষণের জন্য বিবিধ প্রকল্প রূপায়িত হচ্ছে। চলতি আর্থিক বছরে ২০২১-এর ডিসেম্বরের মধ্যে ১২০টি স্কিমের ৫,৪২৮ হেক্টর জমিকে সেচসমৃদ্ধ করে গড়ে তুলেছে।

গ্রামীণ পরিকাঠামো উন্নয়ন ফান্ড (Rural Infrastructure Development Fund) -এর অধীনে নাবার্ডের আর্থিক সহায়তায় ২০২১-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত ৮১৮টি ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে, যাতে ১৫,২৮৫ হেক্টর জমি সেচসেবিত হয়েছে।

ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাক্সিলারেটেড ডেভেলপমেন্ট অব্ মাইনর ইরিগেশন প্রোজেক্ট (WBADMIP)-এর অধীনে ২০২১-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়কালে ৩৯৫টি প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে। যার ফলে অতিরিক্তভাবে ২,৮৯৮ হেক্টর জমি সেচসেবিত হয়েছে। ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পগুলির জল পরিচালন ব্যবস্থা, কার্যপ্রণালী এবং রক্ষণাবেক্ষণের ফলে ২৩০টি ওয়াটার ইউজার অ্যাসোসিয়েশন (WUA)-এর ৮,৪০৭ টি পরিবার উপকৃত হয়েছে। কৃষি প্রকল্পে ২,৪৭০টি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ৩০,৬৮৯ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও, ৩,৫৪৪টি প্রদর্শনীর মাধ্যমে ১২,২৮৬টি উপকৃত পরিবারকে উন্নততর এবং আধুনিক কৃষি, উদ্যানপালন এবং মৎস্য চাষে উৎসাহিত করা হয়েছে, যাতে কৃষক পরিবারগুলির আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি ঘটে।

পুনর্ব্যবহারযোগ্য শক্তি-উৎসের ব্যবহার করে সৌর বিদ্যুতের মাধ্যমে ৩২৩টি ক্ষুদ্র সেচের কাজ শেষ হয়েছে, যাতে ৩,০৫৪ হেক্টর জমি সেচসেবিত হয়েছে। সিঞ্চন পদ্ধতি ব্যবহার করে ক্ষুদ্র সেচ ব্যবস্থার বৃদ্ধি ঘটানো হয়েছে। চলতি আর্থিক বর্ষে ২০২১-এর

ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়কালে ৮৮টি স্প্রিংকলার এবং ১৫টি ড্রিপ সেচ ব্যবস্থার কাজ শেষ হয়েছে, যারফলে যথাক্রমে ২৯০ হেক্টর ও ৪১ হেক্টর জমি সেচসেবিত হয়েছে। এগুলি সবই সৌরবিদ্যুৎ চালিত।

২০২১-২২ বর্ষের ডিসেম্বর ২০২১ অবধি ৮৩.৮৮ কিমি পুরোনো, ভগ্ন খাঁড়িগুলিকে সংস্কার করা হয়েছে, যারফলে ৪,৮৯২.৫ হেক্টর জমি সেচসেবিত হয়েছে। এই ব্যবস্থা গ্রহণ করার ফলে সামাজিক ক্ষেত্রে জলবায়ু সংক্রান্ত স্থিতিশীলতা এসেছে, ভূগর্ভের জলের পরিপূরণ হচ্ছে, জলের লবণাক্ততা কমেছে। সর্বোপরি পর্যাপ্ত বৃক্ষরোপণের ফলে নদী-বাঁধগুলির ক্ষয় অনেকটাই কমেছে এবং ঝড়ের প্রকোপ অনেকটাই রোধ করা সম্ভব হয়েছে।

৩.১০ সমবায়

বাংলার সমবায় আন্দোলন একটি কার্যকরী এবং সুগঠিত সাংগঠনিক প্রক্রিয়া। বাংলার ২৯ হাজার সমবায় সংস্থায় ৮১ লক্ষেরও বেশি সদস্য রয়েছেন। কৃষি, বিপণন, ক্রেতাভোক্তা, আবাসন এবং পরিষেবা ক্ষেত্রে এই বিভাগ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে চাকরিক্ষেত্রে প্রচুর নিয়োগের ব্যবস্থা করেছে।

সমবায় সমিতিগুলিতে সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নতুন ৪২,০৯২ জন কৃষককে বিভিন্ন Primary Agricultural Credit Society (PACS)-র অধীনে সদস্য হিসাবে নথিভুক্ত করা হয়েছে। ১০.৫৪ লক্ষ কৃষক সদস্যদের ২,৮৮০.৯২ কোটির অধিক টাকা শস্যঋণ দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও ২০২১-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত ১২,৫৪,৬৮২ সংখ্যক 'রুপে কিষান কার্ড' বিতরণ করা হয়েছে।

২৯৮৩টি নতুন স্বনির্ভর গোষ্ঠী গঠন করা হয়েছে এবং ক্রমপুঞ্জিত হারে বৃদ্ধি পেয়ে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সংখ্যা এসে দাঁড়িয়েছে ২,২৯,৩৬৩টিতে। ৪৮,০০৩টি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ৩,৮৬,৭৬৯ জন সদস্যকে ঋণ পাওয়ার লিঙ্কে নথিভুক্ত করা হয়েছে এবং ক্রমপুঞ্জিত হারে বৃদ্ধির ফলে ১,৯৯,৭৯৩টি ক্রেডিট লিঙ্কড স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ১৬,৫৪,৪৬৫ জন সদস্য ক্রেডিট লিঙ্ক-এর আওতায় এসেছে। চলতি আর্থিক বর্ষে ২০২১-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়কালে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের ৫৯১.৫২ কোটি টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে।

কর্মসাথী প্রকল্পে ৭.৯৫ কোটি টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে, যাতে ৪৫৮ জন উপকৃত হয়েছেন।

স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড প্রকল্পে ৩,৫৪৬ জন ছাত্রছাত্রীর ঋণ মঞ্জুর হয়েছে।

রাজ্যের গ্রামীণ ব্যাংকবিহীন অঞ্চলগুলিতে আর্থিক পরিষেবা দেওয়ার লক্ষ্যে রাজ্যের ২,৬৩১টি PACS-এ 'কাস্টমার সার্ভিস পয়েন্ট' (CSP) তৈরি করা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত ২,৩৪২টি PACS ২২৪.২৮ কোটি টাকার আর্থিক সহায়তা পেয়েছে।

রাজ্যের বিভিন্ন সমবায় সমিতিগুলিতে কৃষিজ খামারগুলির যন্ত্রপাতি এবং সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য 'ফার্ম মেশিনারি হাব' (কাস্টম হায়ারিং সেন্টার) গঠন করা হয়েছে। এই উপলক্ষ্যে ৩৭৯টি সমবায় সমিতি ১২৫.৬০ কোটি টাকা সহায়তা পেয়েছে। ২০২০-২১ সালের KMS-এ বিভিন্ন সমবায় সমিতির মাধ্যমে মোট ১৮.৬০ লক্ষ মেট্রিক টন ধান সংগ্রহ করা হয়েছে।

RKVY-এর অধীনে মোট ৪,৫০০ মেট্রিক টন ধারণক্ষমতাসম্পন্ন ৪৫টি গ্রামীণ শস্যাগার (গুদামঘর) নির্মাণ করা হচ্ছে। ৮.১০ কোটি টাকা ব্যয়ে এই শস্যাগারগুলির নির্মাণ কাজ চলতি আর্থিক বছরেই সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও ২,০০০ মেট্রিক টন ধারণক্ষমতাসম্পন্ন আরও ২০টি গ্রামীণ শস্যাগার নির্মাণের কাজ চলতি আর্থিক বছরেই শেষ হবে। রাজ্যের ৭৩টি সমবায় সংস্থায় 'ফার্ম মেশিনারি হাব' গঠনের কাজ শুরু হয়েছে।

RIDF/WIF-এর অধীনে ২৪০.২০ কোটি টাকা ব্যয় করে প্রতিটিতে ১০ হাজার মেট্রিক টন ধারণক্ষমতাসম্পন্ন ২৩টি গোডাউন নির্মাণের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। যারমধ্যে ১১টির নির্মাণ কাজ চলতি আর্থিক বছরে সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও, ৮২.১৬ কোটি টাকা ব্যয়ে আরও ২৫টি গোডাউন নির্মাণ করা হবে, যার মোট ধারণক্ষমতা ৫১,০০০ মেট্রিক টন। এই নির্মাণ কাজ আগামী আর্থিক বছরে শেষ হবে। এছাড়াও আরও ১৮টি গোডাউন, যার প্রতিটির ধারণক্ষমতা ১,০০০ মেট্রিক টন এবং ১৯টি 'সিড প্রসেসিং ইউনিট' গঠন করা হচ্ছে।

৩.১১ বন

দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উত্তর ২৪ পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুরের উপকূলবর্তী অঞ্চলকে প্রাকৃতিক বিপর্যয়, সামুদ্রিক ঝড় ও বিধ্বংসী তুফানের হাত থেকে রক্ষা করতে পরিবেশবান্ধব সীমানা নির্মাণের জন্য ১৫ কোটি ম্যানগ্রোভ ও অন্যান্য গাছ বসানো হয়েছে। এছাড়াও, বেসরকারি ও অসংগঠিত নার্সারীগুলি থেকে ৮০.৬৪ লক্ষ চারা গাছ জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। এতে ৫,৯৮২ হেক্টর জায়গায় নতুন বনসৃজন করা সম্ভব হয়েছে।

রাজ্য সরকার সবুজশ্রী প্রকল্পের মাধ্যমে বন বিভাগ ২০২১ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত নবজাতকদের বাবা-মাকে ৪৬.৩৪ লক্ষ চারাগাছ বিতরণ করেছে।

বন্যপ্রাণী ও মানব সংঘাতের নিরসনে বন বিভাগ বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। চোরাশিকারি দমন দল, সুসজ্জিত বনবাহিনী গঠন, গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলিতে ওয়াচ টাওয়ার নির্মাণ, র‍্যাপিড রেসপন্স দল গঠন ইত্যাদি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও, বিশেষভাবে তৈরি যান 'ঐরাবত' এবং বিদ্যুৎ সংযোগকারী সীমানা তার-এর ব্যবস্থাও করা হয়েছে। বন্যপ্রাণী দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত সাধারণ মানুষজনকে ৭.৪০ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে।

সুন্দরবনের বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ অঞ্চলের ৭৪৮টি বিভিন্ন জায়গায় ১,৪৯৬টি ক্যামেরা বসানো হয়েছে। যাতে করে প্রতিটি বাঘকে আকৃতি ও পায়ের ছাপ দেখে আলাদা করে চিহ্নিত করা যায়, এটি অল ইন্ডিয়া টাইগার এস্টিমেশন-এর একটি অংশ।

বদ্ধ জলের 'বাটাগুর বাসকা' ও লোনা জলের কুমিরের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। নিকট ভবিষ্যতে সুন্দরবনের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য এই দুই প্রজাতির জীবকে সুন্দরবনে ছাড়ার পরিকল্পনা রয়েছে।

খরাপ্রবণ জেলাগুলিতে জলতীর্থ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রধান নদীগুলিতে চেক ড্যাম তৈরি করা হয়েছে যাতে সেখানকার জমিগুলিতে আর্দ্রতা বৃদ্ধি পায়। ২০২১ সালের নভেম্বর মাস পর্যন্ত ১১৮টি প্রোজেক্ট তৈরি করা হয়েছে।

Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority (CAMPA) তৈরি করে হারিয়ে যাওয়া বনাঞ্চলে পুনঃবনসৃজনের জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং ৩১৭.৮১ হেক্টর অঞ্চলে বনসৃজন করা হয়েছে।

JICA-র অধীনে West Bengal Forest and Biodiversity Conservation Project (WBFBCP)-এর মাধ্যমে ৩,১০০ হেক্টর পুরোনো বনাঞ্চল এবং ৭৯ লক্ষ চারাগাছ রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে। পুরুলিয়া জেলায় ফরেস্ট মৌজা সীমানাকে ডিজিটাইজেশন করা হয়েছে।

The W.B. Forest Development Corporation Ltd. ৮০৪টি ই-অকশনের মাধ্যমে ২১,৫১৭ লট কাঠের লগ বিক্রি করতে পেরেছে, যার বিক্রয়মূল্য ১২২ কোটি টাকা।

West Bengal Zoo Authority অতিরিক্ত ৩০টি চিতল হরিণ বিভিন্ন বনাঞ্চলে ও অন্যান্য চিড়িয়াখানায় সরবরাহ করেছে। দার্জিলিং-এর পদ্মজা নাইডু হিমালয়ান জ্যুলজিকাল পার্কের অধীনে হার্বিভোর এনক্লোজার, ভেটেরিনারি ইউনিট ও স্নো-লেপার্ড এনক্লোজার তৈরির কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

সামাজিক পরিকাঠামো

৩.১২ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ

রাজ্যব্যাপী স্বাস্থ্য পরিকাঠামোকে প্রসারিত করা এবং স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নতিসাধন করাকে রাজ্য সরকার প্রভূত গুরুত্ব দিয়েছে। বিগত দশ বছরে রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সূচকগুলির প্রভূত উন্নতি হয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব ২০১১ সালে যেখানে ছিল ৬৮.১% সেখানে ২০২০-২১ সালে তা বেড়ে হয়েছে ৯৮.২%। প্রসূতি মৃত্যুর হার সুস্থ শিশুর জন্মের নিরিখে ২০১১ সালে প্রতি লাখে ছিল ১১৩। সেখানে ২০২১ সালে তা কমে হয়েছে ৯৮। অন্যদিকে ২০১১ সালে প্রতি হাজারে নবজাতক মৃত্যুর হার যেখানে ছিল

৩৪, সেখানে চলতি বছরে সেই হার কমে হয়েছে ২২। জাতীয়স্তরে যেটা এখনও ৩২। লক্ষ্যপূরণের থেকেও এগিয়ে গিয়ে ২০২১ সালে রাজ্যের ৯৬ শতাংশ শিশুর টিকাকরণ সম্পূর্ণ হয়েছে। ২০১১ সালে তা ছিল ৬৫ শতাংশ। এখন রাজ্যে ১৬,৭০৪ জন ডাক্তার, ANM নার্সসহ ৬৬,৯৮৩ জন নার্স, ৭,৮৮১ জন পার্শ্বচিকিৎসক, ৫৪,৯০০ জন আশাকর্মী স্বাস্থ্যপরিষেবার সঙ্গে যুক্ত আছে।

বিগত বছরগুলির তুলনায় স্বাস্থ্যদপ্তরের বাজেট বরাদ্দ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১০-১১ সালে যেটা ছিল ৩,৫৮৪ কোটি টাকা সেখানে ২০২১-২২ সালে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১৮,০৮১ কোটি টাকার অধিক।

বর্তমানে স্বাস্থ্যপরিষেবার সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জ হল কোভিড-১৯ মহামারী নিয়ন্ত্রণ। এই দপ্তর অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করছে। এর দরুন মহামারীর দ্বিতীয় ঢেউয়ে বহু জীবন বাঁচানো সম্ভব হয়েছে। কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ও ব্যবস্থাপনার জন্য সবমিলিয়ে এখনও পর্যন্ত রাজ্যে ১,৯১৩ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। ২০২১-২২ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত এই খাতে ইতিমধ্যেই ৭৬০ কোটি টাকা ব্যয়িত হয়েছে।

কোভিড-১৯ মহামারী উদ্ভূত হওয়ার সময় থেকেই রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে। সরকারি হাসপাতালের কোভিড শয্যা যা ১.০৪.২০২০-তে ৩,২৮০ ছিল তা ৮৭০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৩২,০৮১ হয়েছে। সেইসঙ্গে কোভিড CCU এবং HDU শয্যাও ৯৫০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৩৮৭টির জায়গায় ৪,২০০টি করা হয়েছে। এরমধ্যে কোভিড আক্রান্ত শিশুরোগীদের জন্য ১,২০০টি CCU এবং HDU শয্যা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। কোভিড আক্রান্ত সদ্যোজাত শিশুদের জন্য ৩৫০টি SNCU শয্যার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

কোভিড মহামারীর আবহে অক্সিজেনের চাহিদা পূরণ করতে ২৮টি হাসপাতালে তরল মেডিকেল অক্সিজেন প্লান্ট (LMO) বসানোর কাজ শুরু হয়েছে। যারমধ্যে ১৬টি প্লান্ট ইতিমধ্যেই কাজ শুরু করেছে। ৭৭টি হাসপাতালে Pressure Swing Adsorption

(PSA) প্লান্ট বসানোর কাজ চলছে যারমধ্যে ৬৮টি প্লান্টের কাজ শুরু হয়ে গেছে। এরফলে রাজ্যে কোভিড রোগীদের মধ্যে অক্সিজেনের ঘাটতি সম্পূর্ণভাবে মেটানো সম্ভব হবে।

রাজ্যের ২৬টি সরকারি হাসপাতালে কোভিড পরীক্ষাগার স্থাপন করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ১,৭০০ জন মেডিকেল অফিসার এবং ২,৮০০ জন নার্স বিশেষভাবে Critical Care এ প্রশিক্ষণ পেয়েছে। ৫৭,০০০ জন আশাকর্মী ও কোভিড যোদ্ধা যারা শিশুচিকিৎসা ও গোষ্ঠীসমন্বয়ের কাজে যুক্ত, তাদেরও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

শিশু চিকিৎসায় কোভিড প্রতিরোধ গড়ে তুলতে একটি 'কোভিড ম্যানেজমেন্ট টাস্কফোর্স' গঠন করা হয়েছে।

এছাড়াও, প্রত্যেক জেলায় সপ্তাহে ২৪ ঘণ্টাই রোগী ভর্তির ব্যবস্থা, ওষুধ ও পথ্য প্রয়োগ-পরামর্শদান (Telemedicine), মানসিক স্বাস্থ্যসংক্রান্ত পরামর্শদানসহ (Psychological Tele-consultation) নিখরচায় হাসপাতালে রোগী পরিবহণের অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মৃদু উপসর্গ বা উপসর্গহীন কোভিড আক্রান্তদের চিকিৎসা, পথ্যপ্রদান ও পরিবার থেকে আলাদা রাখতে রাজ্য সরকার পর্যাপ্ত সেফ হোমের ব্যবস্থা করেছে। নিকটবর্তী হাসপাতাল থেকে এই সেফ হোমগুলিতে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া ও রোগীর প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

রাজ্য সরকার ৫টি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালকে চিহ্নিত করে 'সেন্টার ফর এক্সিলেন্স' রূপে কোভিড আক্রান্ত শিশুদের বিশেষ পরিষেবা দেওয়ার কাজ শুরু করেছে। এছাড়াও ওই ৫টি সেন্টার থেকে রাজ্যের ৮৮টি সরকারি হাসপাতালে কোভিড মহামারী প্রতিহত করার নির্দেশ ও পরামর্শ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। রাজ্যে এপর্যন্ত ১১.৫ কোটি কোভিড টিকা দেওয়ার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এরমধ্যে ৬.৮ কোটি প্রথম ডোজ এবং ৪.৭ কোটি দ্বিতীয় ডোজ। রাজ্য সবচেয়ে কম টিকার ডোজ নষ্ট করে বেশিটাই সফল প্রয়োগ করার কাজ সুনিশ্চিত করেছে।

স্বাস্থ্যদপ্তর 'স্বাস্থ্যসাথী' প্রকল্প সবার মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রসারিত করতে পেরেছে। ২০২১-এর ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে ২.২ কোটি পরিবারকে এই প্রকল্পে সংযুক্ত করতে পেরেছে। শুরু থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ২৪.৮৫ লক্ষ সুবিধাভোগী এই প্রকল্পের মাধ্যমে চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছে। এরজন্য ব্যয় হয়েছে ৩,২১২.৭২ কোটি টাকা।

রাজ্যে ২০২১-এর ৪ জানুয়ারি থেকে 'চোখের আলো' নামে সকলের জন্য একটি চক্ষু চিকিৎসা প্রকল্প শুরু হয়েছে, বিশেষত চোখের ছানি অপারেশনসহ অন্যান্য জটিল চক্ষুচিকিৎসা পরিষেবার মাধ্যমে নবজাতক শিশু থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত সকলের অন্ধত্ব দূরীকরণের কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে রাজ্যে ১০,৩৫৭টি উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র, ২৭৩টি গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং ৭৫টি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে প্রাথমিক স্বাস্থ্যপরিষেবা প্রদান করা হচ্ছে। বিশেষত উচ্চরক্তচাপ, ডায়াবেটিস-সহ অন্যান্য অসংক্রামক রোগ এবং চক্ষু, ইএনটি, মুখগহ্বর ইত্যাদি বিভিন্ন রোগের স্বাস্থ্যপরিষেবা এবং বয়স্কদের চিকিৎসা এবং মানসিক চিকিৎসা দেওয়ার জন্য ৫,২০০টি উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র, ৭৮৩টি প্রাথমিক গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং ৪৩৬টি পৌর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রকে সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রে উন্নীত করা হয়েছে। বর্তমানে রাজ্যে ৫,২০০জন কমিউনিটি হেলথ আধিকারিক (CHOs) এই সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে পরিষেবা দিচ্ছেন। সরকার আগামী ৫ বছরে সমগ্র রাজ্যে আরও ৪,৬০০টি উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে।

২০২১-এ টেলিমেডিসিন স্বাস্থ্যপরিষেবা প্রদান করার জন্য 'স্বাস্থ্য ইঙ্গিত' কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে। এর মাধ্যমে ২,৩০০টি সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে ১৩,১২,১২৫ জন পরামর্শদাতা দূরভাষে চিকিৎসা পরিষেবা দিচ্ছেন।

২০১২ সালের ডিসেম্বর থেকে ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকান (FPMS) চালু করা হয়েছে এবং বর্তমানে এইরকম ১১৭টি ওষুধের দোকান থেকে নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে ৪৮-৮০ শতাংশ ছাড়ে ওষুধ বিক্রি করা হচ্ছে। ফলে দুঃস্থ ও অসহায় রোগী অনেক সস্তায় ওষুধ পাচ্ছেন। শুরুর সময় থেকে এপর্যন্ত ৭৩১.৯৩ লক্ষ প্রেসক্রিপশনের ভিত্তিতে সুবিধাভোগীগণ ২,১৬৯.৬৮ কোটি টাকার মূল্য-ছাড় পেয়েছেন।

রাজ্যের মেডিকেল কলেজ ও দ্বিতীয় পর্যায়ের স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে স্বল্পমূল্যে রোগনির্ণয় কেন্দ্র (FPDC) এবং ডায়ালিসিস কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এইরকম ১৫৩টি কেন্দ্র থেকে রোগীদের মধ্যে পরিষেবা প্রদান করা হচ্ছে, যারমধ্যে রয়েছে ১৮টি MRI কেন্দ্র, ৪৩টি CT Scan কেন্দ্র, ৩৫টি Digital X-ray কেন্দ্র, ১৩টি অডিও ভেস্টিবিউলার কেন্দ্র, ১টি PET Scan কেন্দ্র এবং ৪৩টি ডায়ালিসিস কেন্দ্র। এপর্যন্ত ১.২৪ কোটি রোগী কেন্দ্রগুলি থেকে বিনামূল্যে পরিষেবা পেয়েছেন এবং এর জন্য ব্যয় হয়েছে ৮৬৩.৯৯ কোটি টাকা।

২০১১ সালে রাজ্যে যেখানে ১০টি মেডিকেল কলেজ ছিল সেখানে ২০২১-২২ সালে তা বেড়ে ২৬টি হয়েছে। এরমধ্যে ৮টি বেসরকারি মেডিকেল কলেজও ধরা আছে। এগুলি ছাড়া বারাসাত, আরামবাগ, ঝাড়গ্রাম, তমলুক, উলুবেড়িয়া এবং জলপাইগুড়িতে আরও ৬টি মেডিকেল কলেজ ইতিমধ্যেই অনুমোদন পেয়েছে যার ফলে ৬০০টি MBBS আসনসংখ্যা বৃদ্ধি পাবে।

২০১১ সালে রাজ্যে ৪৫টি নার্সিং ট্রেনিং স্কুল ছিল, সেখানে ২০২১-২২ সালে রাজ্যে ১৬৯টি নার্সিং ট্রেনিং স্কুল (NTS) প্রশিক্ষণের কাজ করছে। অন্যদিকে ২০১১ সালের ১৭টি নার্সিং কলেজের জায়গায় ২০২১-২২ সালে ৯৯টি নার্সিং কলেজ রাজ্যে চালু আছে।

রাজ্যে এখন ৪১টি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল পরিষেবা প্রদান করছে। ৪২তম সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালটি পশ্চিম মেদিনীপুরের বেলদায় শীঘ্রই চালু হওয়ার পথে।

২০১১ সালের ৫৮টি ব্লাড ব্যাংকের তুলনায় রাজ্যে এখন ৮৭টি ব্লাড ব্যাংক কাজ করছে। আরও ৩৩টি ব্লাড কম্পোনেন্ট সেপারেশন ইউনিট (BCSU) সর্বক্ষণ কাজ করছে। অতিরিক্ত আরও ৫৫টি রক্ত সংরক্ষণকেন্দ্র (BSU) নিকটবর্তী ব্লাড ব্যাংকের সহকারী হিসেবে কাজ করছে।

৪৭টি ট্রমা কেয়ার (দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের) সেন্টার রাজ্যে চালু আছে। SSKM হাসপাতালে প্রথম পর্যায়ের ট্রমা কেয়ার ইউনিট কাজ শুরু করেছে। ৬টি আরও নতুন ট্রমা কেয়ার ইউনিট চালু হতে চলেছে।

রাজ্যের উদ্যোগে মুম্বইয়ের টাটা মেমোরিয়াল হসপিটাল (TMH)-এর সঙ্গে স্বাস্থ্যবিভাগের মউ (MoU) স্বাক্ষরিত হয়েছে, যাতে করে কোলকাতার IPGMER-এ এবং শিলিগুড়ির উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের একটি উন্নতমানের ক্যানসার চিকিৎসা হাব গড়ে তোলা যায়।

আয়ুষ (AYUSH) পদ্ধতিতে চিকিৎসা পরিষেবার প্রসার ঘটানোর কাজ শুরু হয়েছে। ফলে সমস্ত বয়সের রুগির মধ্যে এর চাহিদা বাড়ছে। স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অন্যান্য শাখাগুলি; যেমন— আয়ুর্বেদ, হোমিওপ্যাথি, ইউনানি এবং যোগা, এই সমস্ত শাখার প্রভূত উন্নতির দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে। হাওড়ার বেলুড়ে একটি যোগা ও নেচারোপ্যাথি এবং ডিগ্রি কলেজ ও হাসপাতাল তৈরি করা হয়েছে। এখান থেকে যোগা অ্যান্ড নেচারোপ্যাথি সায়েন্স-এ ব্যাচেলার ডিগ্রি প্রদান করা হয়। এর আসন সংখ্যা ৬০। ২০২১ সালের নভেম্বরে এখান থেকে OPD'র কাজ শুরু হয়েছে। ২৭১টি আয়ুষ সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে ভেষজ-উদ্যান তৈরি করার এবং যোগা প্রশিক্ষণের পরামর্শ দেওয়া হয়।

রাজ্যে এখন ১,০৬০টি শয্যাবিশিষ্ট ৫টি মানসিক হাসপাতাল চালু আছে। এছাড়াও, জেলা হাসপাতালগুলিতে মনোচিকিৎসক নিয়োগ করা হয়েছে, যারা IPD পরিষেবা দিয়ে মনোরোগীদের চিকিৎসা করছেন। কোলকাতার ইনস্টিটিউট অব্ সাইকিয়াট্রি-কে একটি উৎকর্ষ কেন্দ্ররূপে গড়ে তোলা হচ্ছে, যার সঙ্গে কোলকাতা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালকে আর একটি উৎকর্ষ কেন্দ্ররূপে গড়ে তুলে পারস্পরিক সমন্বয় রেখে মানসিক স্বাস্থ্যের চিকিৎসা পরিসেবার কাজ শুরু করা হচ্ছে।

৩.১৩ বিদ্যালয় শিক্ষা

মানবসম্পদ উন্নয়নের সুদৃঢ় ও স্থায়ী শ্রীবৃদ্ধির প্রতি লক্ষ্য রেখে শিক্ষা ক্ষেত্রে গুণমান বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে এবং উত্তরোত্তর ছাত্রবৃদ্ধি সামাল দিতে ২০১১ সাল থেকে আজ পর্যন্ত ৭,০৮৫টি নতুন বিদ্যালয় ভবন এবং ২,০৩,২০৮টি অতিরিক্ত শ্রেণি কক্ষ তৈরি করা হয়েছে। একইসঙ্গে ৪০,৪৭২টি ছাত্রী শৌচালয়, ২৪,০০১টি ছাত্র শৌচালয় এবং ৭,১৯২টি বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের (CWSN) শৌচালয় নির্মিত হয়েছে। বিগত সাড়ে দশ বছরে রাজ্য সরকার ৯.৭৩ কোটিরও বেশি ছাত্র-ছাত্রীকে বিনামূল্যে বিদ্যালয়ের পোশাক বরাদ্দ করেছে, তৎসহ প্রাক্-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তক বরাদ্দ করা হয়েছে।

২০২১ সালের ৩০শে জুন থেকে স্টুডেন্টস্ ক্রেডিট কার্ড প্রকল্প চালু করা হয়েছে। উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য এমনকি আন্তর্জাতিক স্তরের শিক্ষালাভের ক্ষেত্রেও এই সুবিধা প্রযোজ্য। ২০২১-২২ সালে এই প্রকল্পের অধীনে ২০,০০০ জন এর কাছাকাছি শিক্ষার্থী ৪১২.৮৯ কোটি টাকা শিক্ষাঋণ রূপে পাওয়ার ছাড়পত্র পেয়েছে এবং বাকি ঋণের আবেদনের অনুমোদনের জন্য দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

এছাড়াও, 'তরুণের স্বপ্ন' প্রকল্পের অধীনে সরকারি, সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত ও মাদ্রাসার দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে ই-লার্নিং মাধ্যমে পড়ার জন্য ট্যাব বা স্মার্টফোন কেনার জন্য এককালীন ১০,০০০ টাকার সহায়তা দেওয়া হয়েছে। ২০২১-২২ সালে এই প্রকল্পের অধীনে ৮,৭২,৫৩৬ জন শিক্ষার্থী এই প্রকল্পের সুবিধা লাভ করেছে।

কোভিড মহামারীর আবহে বিদ্যালয় শিক্ষাবিভাগ শিক্ষার ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে নানারকম বিকল্প মাধ্যমের ব্যবস্থা করে চলেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— (১) সক্রিয় অনুশীলনের মাধ্যমে শেখা (Learning through activity task) (২) ই-লার্নিং (৩) বাংলার শিক্ষা ক্লাসরুম (৪) প্রোগ্রাম ভিডিও (৫) মডেল প্রশ্নপত্র এবং (৬) বাংলার শিক্ষা দূরভাষ।

ওয়েস্ট বেঙ্গল কেরিয়ার পোর্টাল নামে— একটি ওয়েবসাইটের প্রবর্তন করা হয়েছে। যার মাধ্যমে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীরা আগামীদিনে কেরিয়ার সম্ভাবনার সুপরামর্শ, উচ্চশিক্ষা, প্রবেশিকা পরীক্ষা এবং মেধাবৃত্তি সংক্রান্ত তথ্য পেতে পারবে।

রাজ্যের ১০০ শতাংশ সরকারি বা সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়েই মিড-ডে-মিল কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। এর ফলে ১.১৫ কোটিরও বেশি ছাত্র-ছাত্রী বর্তমানে এই কর্মসূচির আওতায় এসেছে। মহামারীর আবহে তাদের শুকনো খাদ্যসামগ্রী বণ্টন করা হচ্ছে। এই প্রকল্পের অধীনে সমস্ত শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে সাবান, মাস্ক, হাতশুদ্ধি (Sanitizer) ইত্যাদিও দেওয়া হচ্ছে।

আরও বেশি সংখ্যক শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটাতে এবং তাদের বিদ্যালয়মুখী করতে বর্তমান আর্থিক বর্ষে ১,৪৩৯টি অতিরিক্ত ক্লাসরুম তৈরি করা হয়েছে এবং ৪২৩টি বিদ্যালয়কে ল্যাবরেটরি অনুদান দেওয়া হয়েছে।

ICT @ School Programme — কর্মসূচির অধীনে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক মিলিয়ে ৯,৩১০টি বিদ্যালয়কে এর আওতাভুক্ত করা হয়েছে।

বিশেষভাবে সক্ষম (CWSN) শিক্ষার্থীদের সক্ষমতা বাড়ানোর লক্ষ্য নিয়ে দৃষ্টিহীন শিক্ষার্থীদের জন্য ব্রেইল মাধ্যমের পুস্তক এবং ক্ষীণদৃষ্টিসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য বড়ো অক্ষরের পুস্তক মিলিয়ে মোট ১৬,০০০ পুস্তক বিতরণ করা হয়েছে। ৫৩,৬৯৮ জন বিশেষভাবে সক্ষম ছাত্রীদের ছাত্রবৃত্তি দেওয়া হচ্ছে। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক মিলিয়ে ২৯,১৪৯ জন বিশেষভাবে সক্ষম শিক্ষার্থীকে পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য সামগ্রীর জন্য অর্থ সাহায্য করা হচ্ছে।

সম্প্রতি নীতি আয়োগের ফাউন্ডেশন লিটারেসি 'নিউমেরাসি ইনডেক্স' সূচকের অধীনে বৃহত্তর রাজ্যগুলির তালিকায় পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা প্রসারে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেছে।

রাজ্যের বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগ নিজের তত্ত্বাবধানে তৈরি 'বাংলার শিক্ষা পোর্টাল' এবছর স্কচ গোল্ডেন অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেছে।

৩.১৪ উচ্চশিক্ষা

বিগত ১০ বছরে রাজ্যবাজেটে উচ্চশিক্ষা খাতে বরাদ্দ প্রায় ৮ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। যেখানে ২০১০-১১ বর্ষে বাজেট বরাদ্দ ছিল ১২০ কোটি টাকা, সেখানে ২০২১-২২ বর্ষে বাজেট বরাদ্দ হয়েছে ৯৯২ কোটি টাকা। বিগত ১০ বছরে রাজ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ১২ থেকে বেড়ে ৪২ হয়েছে। যারমধ্যে ৩১টি বিশ্ববিদ্যালয় সরকার পোষিত এবং ১১টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়।

আমাদের রাজ্যে ৫০৯টি সরকারি এবং সরকার পোষিত কলেজ রয়েছে। যারমধ্যে বিগত ১০ বছরে ৫১টি নতুন কলেজ গঠিত হয়েছে। যারফলে উচ্চশিক্ষায় আসনসংখ্যা প্রভূত বৃদ্ধি পেয়েছে। যেখানে ২০১০-১১ সালে ছাত্র-ছাত্রীসংখ্যা ১৩.২৪ লক্ষ ছিল, ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষে উচ্চশিক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীসংখ্যা ২১.৬১ লক্ষে এসে দাঁড়িয়েছে।

স্বামী বিবেকানন্দ মেরিট-কাম-মিনস স্কলারশিপ প্রকল্পে ২০১০-১১ বর্ষে বরাদ্দ ছিল ৩০.১০ কোটি টাকা এবং এতে ৭,৪২৩ জন ছাত্রছাত্রী বৃত্তি পেয়েছিল। ২০২০-২১ বর্ষে এই প্রকল্পে বরাদ্দ বৃদ্ধি পেয়ে ২০০.৯৬ কোটি টাকা হয়েছে এবং এতে ২,১১,৮৯১ জন ছাত্র-ছাত্রী উপকৃত হয়েছে।

২০২১-২২ বর্ষে স্বামী বিবেকানন্দ মেরিট-কাম-মিনস স্কলারশিপ পোর্টাল ১৬.১১.২০২১ তারিখে চালু হয়েছে। এখানে দুঃস্থ যেসমস্ত পরিবারের বার্ষিক আয় ২.৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত, সেইসব পরিবারের মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা আবেদন করার যোগ্য। এখনও পর্যন্ত ৬,১৯,৫৫৪ জন ছাত্র-ছাত্রী অনলাইনে আবেদনপত্র জমা করেছে।

রাজ্য সরকার ২০২১ সালের ৩০ জুন ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড প্রকল্প চালু করেছে। রাজ্যের ছাত্রছাত্রীরা উচ্চশিক্ষার জন্য রাজ্যের অভ্যন্তরে, অন্যরাজ্যে এমনকি বিদেশে শিক্ষারত অবস্থাতেও এই প্রকল্পের সুবিধা নিতে পারে। ১,১২,৭৪৫ জন ছাত্রছাত্রীর আবেদনপত্র জমা পড়েছে, যারমধ্যে ১,০৭,৮৯৯ সংখ্যক আবেদনকারীর আবেদন ব্যাংকে প্রেরণ করা হয়েছে। ব্যাংকগুলি ২০,০০০টি আবেদনকারীকে ৪১২.৮৯ কোটি টাকা ঋণ মঞ্জুর করেছে।

৩.১৫ কারিগরি শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন

এই বিভাগের সমস্ত শাখাতেই পাঠক্রম নক্‌শা, ইন্ড্রাস্ট্রি গেস্ট ফ্যাকালটি, ইন্টার্নশিপ, অ্যাপ্রেন্টিসশিপ এবং প্লেসমেন্ট-এর জন্য ইন্ড্রাস্ট্রি রিসোর্স অ্যান্ড প্লেসমেন্ট সেল গঠন করা হয়েছে।

উৎকর্ষ বাংলা প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন রকম নিযুক্তি নির্ভর প্রশিক্ষণ মডেল— নিশ্চিত নিযুক্তি প্রকল্প, শিল্পসংক্রান্ত প্রশিক্ষণ, নির্দিষ্ট লক্ষ্যমুখী প্রশিক্ষণ ইত্যাদির ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। সূচনালগ্ন থেকে ২৩ লক্ষেরও বেশি মানুষজনকে এই প্রকল্পের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

একটি নিযুক্তকারীদের পোর্টাল গঠন করা হয়েছে, যার মাধ্যমে তারা প্রশিক্ষিত ব্যক্তিদের তাদের সংস্থায় নিতে পারে। উৎকর্ষ বাংলা প্রকল্পের অধীনে পলিটেকনিক, আইটিআই এবং ভোকেশনাল ট্রেনিং কেন্দ্রগুলির উন্নয়ন করা হয়েছে। রাজ্যের ২৩টি জেলায় ৪৬৯টি কেন্দ্রে ৩৯৪ জন প্রশিক্ষণদাতা ৩২৯টি কর্মক্ষেত্রে প্রশিক্ষণে নিযুক্ত আছেন। ২০২১-২২ বর্ষে প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থায় ২,১০,৫৮৮ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। কর্মদিশা নামক একটি কেরিয়ার কাউন্সেলিং অ্যাপ চালু করা হয়েছে, যার মাধ্যমে কর্মপ্রার্থীদের নিযুক্তিসংক্রান্ত কর্মক্ষমতা পর্যালোচনা করা হয়। এরফলে ৪০ হাজারেরও বেশি কর্মপ্রার্থী উপকৃত হয়েছেন।

মডেল প্রতিষ্ঠান গঠনের পরিকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট সেল গঠন করা হয়েছে। মিরিক ও উলুবেড়িয়ায় AICTE অনুমোদিত দুটি নতুন সরকারি পলিটেকনিক ২০২১-এই তাদের পঠন-পাঠন চালু করে দিয়েছে। ২০১১-র জুন মাসে রাজ্যের ২৬টি সাব-ডিভিশনে কেবলমাত্র ৬৫টি পলিটেকনিক ছিল, যারমধ্যে ৪০টি ছিল সরকারি এবং বাকি ২৫টিতে ছাত্রদের নিজব্যয়ে কারিগরি শিক্ষা নিতে হত। বর্তমান সময়ে রাজ্যের ৫৮টি সাব-ডিভিশনে ১৮৫টি পলিটেকনিক রয়েছে। যারমধ্যে ৭৫টি সরকারি, ৩টি সরকার পোষিত,

২টি কেন্দ্রীয়ভাবে পোষিত এবং ১০৫টিতে নিজব্যয়ে শিক্ষা নিতে হয়। যেখানে ২০১১-র জুন মাসে পলিটেকনিক ছাত্রসংখ্যা ছিল ১৭,১৮৫ জন, সেখানে ২০২১-২২-এ ছাত্রসংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৯,৩৪০ জনে। এইসব নতুন পলিটেকনিকগুলিতে বিভিন্ন ধরনের নিত্যনতুন কারিগরি শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। কম্প্রিহেনসিভ ইন্সস্টিটিউশনাল ডেভেলপমেন্ট প্লানের অংশ হিসাবে সরকারি পলিটেকনিকগুলিতে ওয়েবসাইট ও পোর্টাল তৈরি করা হয়েছে। আলিপুরদুয়ারের দমনপুরে এবং হাওড়া জেলার দাশনগরে দুটি নতুন সরকারি পলিটেকনিক নির্মাণের কাজ চলছে, যা পরবর্তী শিক্ষাবর্ষেই চালু হয়ে যাবে। রাজ্যের পলিটেকনিকগুলিতে ইংরেজি শিক্ষার মান উন্নয়ন ও ইংরেজি কথোপকথনে সাবলীল করার লক্ষ্যে ব্রিটিশ কাউন্সিলের সহযোগিতায় বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

২০১১-র জুন মাসে রাজ্যে আইটিআইগুলিতে আসনসংখ্যা ছিল ১৭,৬৩৬টি, যা ২০২১-২২ সালে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮৭,৪৬০-এ। আলো হাব নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। LED লাইট সারানোর প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে। ওয়ার্কশপ ডিস্ট্রিবিউশনের কাজও শীঘ্রই শুরু হবে। ২০২১-এর ৪ অক্টোবর রাজ্যের ৬টি সরকারি আইটিআই-এ অ্যাপ্রেন্টিসশিপ মেলার আয়োজন করা হয়েছিল। এই মেলায় ৮৪টি শিল্প ও অন্যান্য সংস্থা অংশগ্রহণ করেছিল, যেখানে ৩০২৯ সংখ্যক আইটিআই পরীক্ষায় সদ্য উত্তীর্ণ এবং ৫৪৩ জন আরও নতুন অ্যাপ্রেন্টিস উপকৃত হয়েছেন। All India Trade Test (AITT-2020), যা ২০২১-র ফেব্রুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, সেখানে রাজ্যের ৭ জন আইটিআই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং ২ জন অ্যাপ্রেন্টিসশিপ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেছে।

অতিমারী অবস্থার মধ্যেও অনলাইনের মাধ্যমে পদ্ধতিগতভাবে ই-লার্নিং ডেলিভারি সফলভাবে রূপায়ণ করা সম্ভব হয়েছে। কাউন্সিলের ওয়েবসাইটে ৩,১২৮টি পাঠ্যবস্তু আপলোড করা হয়েছে। WBDVET নামক সুনির্দিষ্ট ইউটিউব চ্যানেলে ১,০৬৯টি ELM আপলোড করা হয়েছে। এইসমস্ত ELM-গুলি রাজ্যের বিদ্যালয় শিক্ষা-বিভাগের অধীনে 'বাংলার শিক্ষা পোর্টাল'-র সঙ্গে যুক্ত। আইটিআই ছাত্রদের জন্য CTS-এর ৯টি ট্রেড কোর্সে বাংলা ভাষায়

৪৭৮টি ই-লার্নিং পাঠক্রম ইউটিউবে আপলোড করা হয়েছে। ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষে কারিগরি শিক্ষার ১৮টি কোর্সকে National Skill Qualification Framework (NSQF) অনুযায়ী তৈরি করা হয়েছে এবং বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থায় যুক্ত করা হয়েছে। ২০২১-২২ বর্ষে উচ্চমাধ্যমিক স্তরেও ৩৬টি কারিগরি বিষয়কে NSQF-এর পাঠ্যসূচি অনুযায়ী তৈরি করা হয়েছে এবং উচ্চমাধ্যমিক স্তরের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থায় যুক্ত করা হয়েছে।

৩.১৬ ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ

রাজ্য সরকার বিভিন্ন ক্রীড়াক্ষেত্রে; যেমন — তিরন্দাজি, ফুটবল, টেনিস, টেবিল টেনিস ইত্যাদির পরিকাঠামো উন্নয়ন ও ক্রীড়া একাডেমি তৈরির জন্য যথেষ্ট পরিমাণ বিনিয়োগ করেছে। এছাড়াও, স্টেডিয়াম, সুইমিংপুল, মাল্টিজিম, মিনি ইন্ডোর গেমস্, রিক্রিয়েশন কমপ্লেক্স, ময়দানের উন্নতিকল্পেও বিনিয়োগ করেছে।

বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কিশোর প্রতিভাশালীদের সুযোগ দেওয়ার জন্য রাজ্যে প্রতিবছর স্টুডেন্ট ইয়ুথ সায়েন্স ফেয়ার এবং স্টুডেন্ট ইয়ুথ ফেস্টিভ্যাল-এর আয়োজন করা হয়। এগুলিতে রাজ্যের সব প্রান্ত থেকে প্রতিযোগীরা যোগদান করে। সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যুবক-যুবতীদের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য খেলোয়ারদের টিমস্পিরিট, নেতৃত্বদানের ক্ষমতা, নিঃস্বার্থতা ইত্যাদি বাড়ানোর জন্য রাখীবন্ধন উৎসব, বিবেক চেতনা উৎসব, সুভাষ উৎসব, পর্বতারোহণ ইত্যাদি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। সরকারি উদ্যোগে বিবেকানন্দ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন, নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়াম, রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়াম এবং কিশোরভারতী স্টেডিয়ামের উন্নয়নের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

এছাড়াও বেঙ্গল টেবিল টেনিস অ্যাকাদেমিকে কার্যকর করা হয়েছে। রাজ্যে খেলাধুলার সার্বিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে অনুদান প্রদান করা হয়েছে। 'খেলাশ্রী' প্রকল্পের অধীনে রাজ্যের বিভিন্ন ক্লাবকে বার্ষিক অনুদান দেওয়া শুরু হয়েছে। এছাড়াও, খেল সম্মান ও কোচিং ক্যাম্প চালানোর জন্য অর্থ সাহায্য করা হচ্ছে।

৩.১৭ তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক

রাজ্য সরকারের গুরুত্বপূর্ণ 'লোক প্রসার প্রকল্প'-এর (LPP) অধীনে এখনও পর্যন্ত ১.৯০ লক্ষেরও অধিক লোকশিল্পীর নাম নথিভুক্ত হয়েছে। উক্ত লোকশিল্পীদের পেনশন, রিটেইনার ফি এবং অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্য চলতি বছরে রাজ্য ইতিমধ্যেই ১৭৯ কোটি টাকারও অধিক প্রদান করেছে যা সরাসরি উপভোক্তার অ্যাকাউন্টে দেওয়া হয়েছে।

রাজ্য সরকার Social Welfare Scheme for Purohits (SWSP) চালু করেছে। এতে দরিদ্র পুরোহিত এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের; যথা— খ্রিস্টান, জৈন, বৌদ্ধ, পার্সি ও উপজাতিভুক্ত পুরোহিত ইত্যাদি দরিদ্র যাজকদের মাসিক ১,০০০ টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। চলতি বছরে ডিরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফার মোডের মাধ্যমে সরকার ২৫.৩২ কোটি টাকা মঞ্জুর করেছে এবং ২৮,১১৮ জন এক্ষেত্রে এই সুবিধা পেয়ে উপকৃত হয়েছেন।

'ওয়েস্ট বেঙ্গল পেনশন স্কিম ফর দ্য জার্নালিস্ট,২০১৮'-এর অধীনে ১২১ জন অবসরপ্রাপ্ত ষাটোর্ধ্ব সাংবাদিক মাসিক ২,৫০০ টাকা করে পেনশন পাচ্ছেন, যা তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সরাসরি পৌঁছে যাচ্ছে।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুরে সরকারের ১০ একর জমিতে টেলি একাডেমি কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হচ্ছে, যেখানে ইতিমধ্যেই ১৩০.৪২ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। আধুনিক সুবিধাযুক্ত ৪টি শুটিং ফ্লোর, তার সহযোগী জায়গা, প্রশাসনিক ভবন ইত্যাদি নির্মাণের কাজ শেষ হতে চলেছে এবং শীঘ্রই বাণিজ্যিকভাবে এখানে কাজ শুরু হয়ে যাবে। বাংলার একতা ও সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক বাতাবরণকে ছড়িয়ে দিতে 'বাংলা সংগীত মেলা' এক সাংস্কৃতিক প্ল্যাটফর্ম হিসাবে কাজ করছে। ২০২১-এর ২৫ ডিসেম্বর থেকে ২০২২-এর ১ জানুয়ারি একসঙ্গে কলকাতার ১১টি স্থানে কোভিড বিধি মেনে 'বাংলা সংগীত মেলা'র আয়োজন করা হয়েছে, যেখানে প্রায় ৬,০০০ শিল্পী, বাদ্যকার এবং অনুষ্ঠান পরিচালকরা অংশগ্রহণ করেছেন।

২৭তম কলকাতা ইন্টারন্যাশনাল ফিলম্ ফেস্টিভ্যাল (KIFF) সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হবে। যেখানে আনুমানিক ৪২টি দেশের ১৬১টি নির্বাচিত বিভিন্ন ধরনের চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হবে।

লিটারারি ও কালচারাল পেনশন প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্যের বয়স্ক দরিদ্র শিল্পীদের আর্থিক সহায়তা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই প্রকল্পের অধীনে ১২৬ জন শিল্পীকে মাসিক পেনশন দেওয়া হচ্ছে। থিয়েটার ও যাত্রার ক্ষেত্রে প্রাণসঞ্চার করার জন্য রাজ্য সরকার ৮৮১ জন যাত্রাশিল্পীকে এককালীন ২৫,০০০ টাকা করে আর্থিক সহায়তা করেছে এবং ৪০০টি থিয়েটার দলকে এককালীন ৫০,০০০ টাকা করে আর্থিক সহায়তা দিয়েছে।

রাজ্য সরকার হেরিটেজ সাইটগুলি রক্ষণাবেক্ষণে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে। বিগত বছরে শুধুমাত্র পুরোনোগুলির সংরক্ষণের কাজ ছাড়াও আরও ৭টি নতুন ক্ষেত্রে সংস্কার ও সংরক্ষণের কাজ করেছে। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— মালদার জগজীবনপুরে বৌদ্ধ মনাস্ট্রি, হুগলীর গোঘাটের বালিদেওয়ানগঞ্জে দুর্গামন্দির, বাজুয়া, সন্তোষপুরের ভগ্ন মসজিদ এবং কালিম্পং-এর গৌরীপুর ভবন।

রাজ্য সরকার গ্রুপ স্বাস্থ্যসুবিধা প্রকল্পের অধীনে সিনেমা, টিভি প্রোগ্রামের সমস্ত শিল্পী ও কর্মচারীদের গ্রুপ হেলথ্ ইন্সিউরেন্স-এর আওতায় নিয়ে এসেছে এবং তাদের পুরো প্রিমিয়ামের অর্থ দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। এখনও পর্যন্ত ৭,৩৫৫ জন প্রাথমিক সদস্য ও তাদের উপর নির্ভরশীল ৫ জন পরিবার সদস্যসহ এই প্রকল্পের আওতায় নথিভুক্ত হয়েছেন।

রাজ্য সরকার বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে উন্নীত করার লক্ষ্যে ধারাবাহিকভাবে সহায়তা ও উৎসাহ দান করে চলেছে এবং বিভিন্ন পূজা আয়োজকদের 'বিশ্ব বাংলা শারদ সম্মান' পুরস্কারে ভূষিত করেছে। এছাড়াও সাহিত্য, সংস্কৃতি, কলাশিল্প, লোকশিল্পে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য বহু শিল্পীকে 'সংগীত মহা সম্মান', 'সংগীত সম্মান', 'শিল্পী মহা সম্মান', 'শিল্পী সম্মান', 'শান্তিগোপাল ও তপনকুমার পুরস্কার' এবং 'বীণা দাশগুপ্ত পুরস্কারে' ভূষিত করেছে।

৩.১৮ জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিসেবা

রাজ্যের ওয়েলফেয়ার হোমের শিশু-কিশোরদের শিক্ষার মানোন্নয়ন ঘটাতে, এই দপ্তর ১টি সরকার পোষিত এবং ৬টি সরকারি ওয়েলফেয়ার হোমে পঠনকক্ষসহ গ্রন্থাগার তৈরি করেছে। সামুদ্রিক ঝড় 'যশ'-এর প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত বিভিন্ন আবাস ও আবাসিক স্কুলের ভগ্নপ্রাপ্ত অংশ সারিয়ে এবং নতুন করে গড়ে তোলার জন্য ৩.৩১ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে।

ওয়েলফয়ার হোমগুলির পরিকাঠামো মজবুত করতে ও বিশেষ বিদ্যালয়ের শৌচাগার তৈরি এবং হস্টেল ও স্কুলের ভবনগুলি সারিয়ে তুলতে ৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। সেখানকার বিশেষ স্কুলের দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ৫৪টি ট্যাব কম্পিউটার দেওয়া শুরু হয়েছে।

এই ধরনের আবাসিক স্কুলের বিশেষভাবে সক্ষম শিক্ষার্থী যারা ২০২১ সালে ন্যূনতম ৪০% নম্বর নিয়ে নবম ও আরও উচ্চ শ্রেণিতে উঠেছে তাদের জন্য মেধাবৃত্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। রাজ্যের ২,৭৯৩ জন বিশেষভাবে সক্ষম ছাত্রছাত্রীদের মেধাবৃত্তি দেওয়ার জন্য ৩.৮৭ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে।

কোভিড মহামারী আবহেও সমস্ত সাবধানতা মেনে ২০২১ সালের ৮ সেপ্টেম্বরের আন্তর্জাতিক স্বাক্ষরতা দিবসে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে বিশেষ সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে।

বস্তুগত পরিকাঠামো

৩.১৯ জনস্বাস্থ্য কারিগরি ও পানীয় জল

২০২৪ সালের মধ্যে রাজ্যের গ্রামীণ অঞ্চলে প্রতিটি গৃহে নলবাহিত শুদ্ধ পানীয় জল যথেষ্ট পরিমাণে সরবরাহ করে জনজীবনের উন্নয়ন তথা স্বাস্থ্যরক্ষা করার লক্ষ্যে রাজ্য সরকার 'জলস্বপ্ন' কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। ২০২১-২২ সালে এই কর্মসূচিতে ১৫.৭২ লক্ষ গৃহে নলবাহিত

পানীয় জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে, যা দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ। এখনও পর্যন্ত ৩০.৪২ লক্ষ গ্রামীণ গৃহে নলবাহিত পানীয় জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে।

৩০টি গ্রাম পঞ্চায়েতের ১,৬৬৮টি গ্রামে সব গৃহেই নলবাহিত পানীয় জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও এই প্রকল্পের আওতায় ৫৩,৪৩০টি বিদ্যালয়ে এবং ৩৫,৭৮৫টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রেও পানীয় জলের সংযোগ ব্যবস্থা হয়েছে।

গ্রামীণ অঞ্চলে শুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের লক্ষ্যে জলের গুণগত মান পরীক্ষা করার জন্য ২২০টি জল পরীক্ষা কেন্দ্র এবং গবেষণাগার চালু করা হয়েছে। এরমধ্যে ৫৩টি গবেষণাগার 'National Accreditation Board for Testing & Calibration Laboratories-এর দ্বারা স্বীকৃত। 'জলস্বপ্ন' প্রকল্পে কাজ করার জন্য, 'উৎকর্ষ বাংলা' প্রকল্পে ১,৯০০ যুবককে প্লাম্বার ও ফিটার হিসাবে গড়ে তোলার জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়াও আশাকর্মীদের 'ফিল্ড টেস্ট কিট'-এর মাধ্যমে জলের গুণগত মান যাচাইয়ের জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু হয়েছে।

JICA-র সহযোগিতা নিয়ে পুরুলিয়ায় জল সরবরাহের জন্য ১,২৯৬.২৫ কোটি টাকা ব্যয় করা হচ্ছে। ২০২৪-এর জুন মাসে এই প্রকল্পের কাজ শেষ হলে ৬.৩২ লক্ষ মানুষ উপকৃত হবেন। এছাড়াও উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বাঁকুড়া ও পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় ২, ২৬৮.৫০ কোটি টাকা ব্যয় করে ADB-র সহযোগিতায় পানীয় জল সরবরাহ প্রকল্পের কাজ চলছে। ২০২৪-এর ডিসেম্বর মাসে এই প্রকল্পের কাজ শেষ হলে ২৪.১১ লক্ষ মানুষ উপকৃত হবেন।

এই বিভাগ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলের মানুষজনকে পানীয় জল সরবরাহের জন্য প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত। আমফান, যশ ইত্যাদি সামুদ্রিক ঝড় এবং বন্যাপীড়িত অঞ্চলে এই বিভাগ ৫০ লক্ষ পানীয় জলের বোতল, ৩.৮৪ কোটি জলের পাউচ এবং ট্যাঙ্কের মাধ্যমে ৫৫ মিলিয়ন লিটার পানীয় জল সরবরাহ করেছে।

এই বিভাগ ২০২১-এর গঙ্গাসাগর মেলার সময় সেখানে অস্থায়ী বাসস্থান নির্মাণ, শুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ এবং নিকাশি পরিকাঠামো নির্মাণের ব্যবস্থা করেছে। এছাড়াও তরল ও কঠিন বর্জ্য নিকাশি ব্যবস্থা গ্রহণ করে তীর্থযাত্রীদের সুবিধার ব্যবস্থা করেছে।

৩.২০ পরিবহণ

কোভিড মহামারীর আবহে এবং লক-ডাউন পরিস্থিতিতে শ্রমিক এবং সাধারণ মানুষের যাওয়া-আসার সুবিধার জন্য বিপুল সংখ্যক যানবাহনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ওই সময়ে জরুরি পরিষেবা বজায় রাখার জন্য স্বাস্থ্যকর্মী, পুলিশ ও অন্যান্যদের যাতায়াতকে সুগম করতে রাজ্যপরিবহণ সংস্থাগুলির বাস কাজে লাগানো হয়েছিল।

২০২১-২২ সালে দক্ষিণবঙ্গ রাজ্য পরিবহণ সংস্থা (SBSTC)-এর অধীনে সবং পঞ্চায়েত সমিতির রুইনান বাস টার্মিনাস এবং ঝাড়গ্রাম বাস টার্মিনাস তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। উত্তরবঙ্গ রাজ্য পরিবহণ সংস্থার অধীনে দার্জিলিঙের লেবং কার্ট রোডের গোলাইবাজার বাসডিপো ও ওয়ার্কশপটি তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। একই সঙ্গে কোচবিহারের মাথাভাঙা বাস ডিপো উন্নয়নের কাজও শুরু হয়েছে। WBTC-এর অধীনে সল্টলেক সেক্টর-V-এর বাসডিপোর পুনর্গঠনের কাজ শুরু করা হয়েছে। সরশুনা, খিদিরপুর, বেলঘরিয়া, মানিকতলা, বেলগাছিয়া, নীলগঞ্জ ও হাবড়ায় অবস্থিত ডিপোগুলির পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ শেষ হয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় থাকা বাসস্ট্যান্ডগুলির পুনর্গঠন ও আধুনিকীকরণের কাজও হাতে নেওয়া হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ সল্টলেকের করুণাময়ীতে, কোলকাতার ৪৬ ও ৫৩ নং ওয়ার্ডে এবং জলপাইগুড়ির ধূপগুড়িতে অবস্থিত বাসস্ট্যান্ডগুলি উল্লেখ করা যেতে পারে। TOIP এবং অন্যান্য পরিকাঠামো তৈরির জন্য ২০২১-২২-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত সরকার ৩৩.৮৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে।

রাজ্যের জলপথ পরিবহণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ফেরিঘাটগুলির উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণ এবং SOP চালু করা সহ অন্যান্য প্রকল্পগুলির পরিকাঠামোগত উন্নয়নের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। SOP অনুযায়ী ৪৮১টি ফেরিঘাটে ৫৪৭টি 'জলসাথী' নৌযান যাত্রী পরিবহণে নিয়োজিত আছে।

২০২১-২২ বর্ষে ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্রান্সপোর্ট ইন্ডাস্ট্রি ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড (WBTIDCL)-এর অধীনে উত্তর ২৪ পরগনার দক্ষিণেশ্বর, ফতুল্লাপুর, তারাগুইনিয়া, বসিরহাট ও ঘোজাডাঙার ইতিন্ডা অঞ্চলের ফেরিঘাটগুলিতে, দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ড হারবার অঞ্চলে, নদিয়ার হুলোরঘাট এবং প্রাচীন মায়াপুরে, পূর্বমেদিনীপুরের নন্দীগ্রামের বিভিন্ন খেয়াঘাটে যাত্রী পরিবহণে স্বাচ্ছন্দ্য ফেরাতে বিভিন্ন পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ শেষ করা হয়েছে। বিভিন্ন প্রকল্প যার মধ্যে বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তাপ্রাপ্ত প্রকল্পও আছে সেইরকম অন্তর্দেশীয় জলপথ পরিহবণের পরিকাঠামোগত উন্নয়ন ও প্রসার ঘটাতে ৮৮.১২ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দ করা হয়েছে, এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— পূর্বমেদিনীপুরের কেন্দামারি, কোলকাতার মেটিয়াবুরুজ, উত্তর ২৪ পরগনার মণিরামপুর ও হালিশহর, দক্ষিণ ২৪ পরগনার নারায়ণপুর, ফলতা, বুরুল, রাইপুর ইত্যাদি।

বিশ্বব্যাংক-এর সহায়তায় West Bengal Inland Water Transport Logistics and Spatial Development Project রাজ্যের জলপথ পরিবহণ সংস্থাগুলির উন্নয়ন প্রকল্প রূপায়িত হতে চলেছে। এই আর্থিক সহায়তায় রাজ্যের জলপথ পরিবহণের ক্ষেত্রে ২৯টি নতুন জেটি নির্মাণ, ২২টি নতুন জলযান তৈরি, ৪০টি স্মার্ট টিকিট গেট বসানোর ব্যবস্থা করা হবে।

পরিবহণ ক্ষেত্রে 'পথনিরাপত্তা' কে সরকার সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। ২০২১-২২ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত পথনিরাপত্তা সংক্রান্ত বিভিন্ন উপকরণ, যেমন— পুলিশ ও অন্যান্য সরকারি সংস্থার জন্য ট্রাফিক মার্কিং উপকরণ, রেকার ভ্যান, সুউচ্চ বাতিস্তম্ভ, CCTV ক্যামেরার উপকরণ, ট্রাফিক সিগনালের উপকরণ ইত্যাদি কেনার জন্য ও জনসাধারণের সচেতনতা বাড়ানোর জন্য ৪.১৩ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। রাজ্যে এখন 'সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ' পথসচেতনতার স্লোগানটির নিরন্তর প্রচার করার ফলে পথদুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু ও আহত হওয়ার সংখ্যা আশানুরূপভাবে কমে গেছে।

পরিবহণ দপ্তর পরিবেশ ও জীবমণ্ডলের ভারসাম্য ধরে রাখতে একটি বিশেষ প্রকল্প হাতে নিয়েছে, যাতে করে রাজ্য পরিবহণ সংস্থাগুলির বাসগুলিকে CNG জ্বালানিতে পরিবর্তন করার কাজ শুরু করা যায়। প্রাথমিকভাবে SBSTC-র ১০০টি বাস এবং WBTC-র ৩০০টি বাসকে CNG জ্বালানিতে পরিবর্তন করা হচ্ছে।

'Ease of Doing Business'-কে আরও সফল করতে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সেইদিকে লক্ষ্য রেখে পরিবহণকর্মী ও পরিবহণ শিল্পে আবেদনকারীদের জন্য রাজ্যের সমস্ত মোটর ভেহিকেলস্ অফিসগুলিতে এখন থেকে অনলাইন পোর্টালের মাধ্যমে ড্রাইভিং লাইসেন্স নবীকরণ, আন্তর্জাতিক ড্রাইভিং পারমিট প্রদান, গাড়ির মালিকানা বদল, কূটনীতিকদের জন্য গাড়ির রেজিস্ট্রেশন করানো ইত্যাদি সমস্তরকম পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে প্রত্যক্ষ উপস্থিতি ছাড়াই। এরসঙ্গে IT-নির্ভর পদ্ধতিতে ই-চালান কাটা, ড্রাইভিং লাইসেন্সের স্মার্টকার্ড তৈরি, ইলেকট্রনিক উপকরণের সাহায্যে গাড়ির অবস্থান চিহ্নিতকরণ, যাত্রীবাহী যানবাহনের অবস্থান চিহ্নিতকরণ এবং গাড়ির ধোঁয়া নিষ্কাশন যন্ত্রাংশ পরীক্ষা ইত্যাদি সমস্ত কাজই সরাসরি সংযোগ ছাড়াই প্রচলন করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

পরিবেশের ভারসাম্য ধরে রাখতে রাজ্য পরিবহণ সংস্থা FAME-I প্রকল্পের অধীনে ৮০টি ইলেক্ট্রিক বাস সাফল্যের সঙ্গে রাস্তায় নামিয়েছে। ওই একই উদ্যোগ নিয়ে FAME-II প্রকল্পের OPEX মডেলে আরও ৫০টি ইলেক্ট্রিক বাস চালু করেছে। রাজ্য সরকার CESL-এর আরও ২,০০০টি ইলেক্ট্রিক বাস, পরিবহণ সংস্থাগুলির অধীনে FAME-II প্রকল্পে OPEX মডেলে চালাবার উদ্যোগ নিয়েছে। বাসগুলির চার্জের ব্যবস্থা করতে পরিবহণ সংস্থার ডিপোগুলিতে ইলেক্ট্রিক চার্জের সুবিধা প্রয়োগ করতে শুরু করেছে।

বেহালার মোটর ভেহিকেলস্ অফিসে আঞ্চলিক ড্রাইভিং ট্রেনিং সেন্টার, স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রাংশ পরীক্ষা ও সার্টিফিকেট প্রদান করা ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৩.২১ পূর্ত (PWD)

রাজ্যে সড়কপথের পারস্পরিক সংযোগ বাড়ানো, যাত্রী পরিবহণ, যান চলাচলের সুবিধা ও জ্বালানি খরচ কমানোর লক্ষ্যে চলতি অর্থবর্ষে, ১০ মিটার চওড়া ১৩৪ কিমি রাস্তা ২ লেনে শান বাঁধানো ও মজবুতিকরণ, ৭ মিটার চওড়া ৭৭ কিমি রাস্তাকে ২ লেনে প্রশস্ত করা, ১২৩ কিমি রাস্তাকে মধ্যবর্তী যান চলাচলের রাস্তারূপে ৫.৫০ মিটার চওড়া করে বানানোর কাজ করা হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন জেলায় ৭৫৭ কিমি রাস্তাকে মজবুত করা হয়েছে। ১৭টি সড়ক সেতু ও ১টি রেল সেতু (ROB) তৈরি করা হয়েছে। ১০৬টি পুরোনো জীর্ণ সেতুকে সংস্কার করা হয়েছে।

২০২১-২২ অর্থবর্ষে রাজ্য সরকার নদিয়া জেলার ছড়িগঙ্গা নদীর উপর পুরাতন ও ভগ্নপ্রায় কাঠের ব্রিজটির পরিবর্তে নতুন পাকা সেতুটির কাজ সম্পন্ন করেছে। এই সেতুটি সারাবছর নিত্য পরিবহণ ও যাত্রী চলাচলের সুবিধা প্রদান করছে। অন্যদিকে স্থানীয় অধিবাসীদের দীর্ঘদিনের চাহিদা পূরণ করতে দার্জিলিং জেলার মাটিগাড়া—হিলকার্ট রোডের সংযোগরক্ষাকারী পঞ্চানই ব্রিজ তৈরির কাজও শেষ হয়েছে। হুগলির কামারকুণ্ডুতে রেলব্রিজটি তৈরি করা হয়েছে। এর ফলে যাত্রী ও যানবাহনের সুরক্ষিত নিরাপদ ও বাধামুক্ত যাতায়াত সুগম হয়েছে।

লেকটাউন অঞ্চলের (VIP রোডের) কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভেনিউতে পথচারীদের রাস্তা পারাপারের জন্য একটি আন্ডারপাশ তৈরি করা হয়েছে, এর ফলে পথ সুরক্ষা ও যাত্রীনিরাপত্তা সুনিশ্চিত হয়েছে।

অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা নির্মাণ প্রকল্প, যেগুলি ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে, সেগুলি হল ১০২ কিমি বিস্তৃত সপ্তগ্রাম-ত্রিবেণী-কালনা-কাটোয়া সংযোগকারী রাস্তা, ৩১.৯৫ কিমি বিস্তৃত জামতলা-কিশোরিমোহনপুর-ভায়া-পেটকুলচগামী রাস্তা এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনার ১৫.৫৩ কিমি বিস্তৃত আমতলা-বারুইপুর রাস্তা, উত্তর ২৪ পরগনার ২৮.৫৩ কিমি লোয়ার বাগজোলা ক্যানাল রোড, পশ্চিম মেদিনীপুরের ১২ কিমি বিস্তৃত কলাবেড়িয়া-পিরাকাটা-ধানশোল-লালগড়

গামী রাস্তা এবং ২১.২৫ কিমি বিস্তৃত কেশপুর-চন্দ্রকোণা টাউন যাওয়ার রাস্তা, বাঁকুড়া জেলার গঙ্গাজলঘাটি থেকে এনায়েতপুরগামী ১৬ কিমি রাস্তা, হাওড়া জেলার বাগনান-শিরাকোল-কমলপুরগামী ২০.৬০ কিমি রাস্তা এবং হাওড়া জেলার বাগনান থেকে মানকুড় গামী ৯.০১ কিমি রাস্তা, পূর্বমেদিনীপুরের গোবর্ধনপুর-ইটাবেড়িয়াগামী ১৪.৮৩ কিমি রাস্তা এবং দার্জিলিং জেলার ১০.২৮ কিমি ইস্টার্ন বাইপাশ রাস্তা।

পূর্তবিভাগ 'বৈতরণী' প্রকল্পের অধীনে রাজ্যের বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে এখনও পর্যন্ত ৬৬৭টি শ্মশানের পরিকাঠামোগত নির্মাণ কাজ শেষ করে ফেলেছে। এগুলির মধ্যে ১০০টি শ্মশানের নির্মাণ কাজ ২০২০-২১ সালে শেষ করা হয়েছে এবং ২০২১-২২ অর্থবর্ষের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে ২৬টির নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে।

পূর্তবিভাগ রাজ্যের সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা পুরোনো ব্রিজগুলির স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার কাজ শুরু করেছে এবং সেই মতো মেরামত ও পুনর্গঠনের কাজও হাতে নিয়েছে। ২৫০টি ব্রিজের সংস্কার ও প্রয়োজনমতো মেরামতির কাজ শেষ হয়েছে।

এছাড়া, অনেকগুলি বড়ো বড়ো নির্মাণ প্রকল্পের কাজ পূর্ণ উদ্যোমে চলছে, যেমন— কলকাতার পুরোনো ভগ্নপ্রায় টালা রেলব্রিজটির পুনর্গঠনের কাজ, পশ্চিম বর্ধমানের শিবপুর থেকে বীরভূমের কেন্দুলীর সঙ্গে সংযোগরক্ষাকারী অজয় নদের উপর নদীব্রিজ, জলপাইগুড়ির গাজোলডোবা ট্যুরিজম হাবের সঙ্গে যুক্ত গাজোলডোবা হাব ব্রিজ, কল্যাণীতে হুগলি নদীর উপর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সেতুর পাশে ৬ লেনের কেবল্ স্টেড্ সুবিধাযুক্ত ব্রিজ, বাঁশবেড়িয়ায় রেলব্রিজ। এছাড়া হুগলি জেলায় মগরা পর্যন্ত ৪ লেনের রাস্তার সঙ্গে নদিয়ার বড়োজাগুলির ২১ কিমি রাস্তাকেও যুক্ত করার কাজ চলছে। বেলঘড়িয়া এক্সপ্রেসওয়ে এবং কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের জন্য ৬ লেন বিশিষ্ট এলিভেটেড কানেক্টর বানানোর কাজ চলছে।৩৫.৩৪ কিমি দীর্ঘ কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়েকে ৪/৬ লেনে বর্ধিত করার কাজ চলছে। হুগলির আরামবাগ রোডকে পুরসুরা-চাঁপাডাঙা পর্যন্ত ৪ লেনের রাস্তা হিসাবে

তৈরির কাজ চলছে। পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরের পাঁশকুড়া-ঘাটাল বরাবর রাস্তাকে মজবুত ও চওড়া করার কাজ চলছে। উত্তর ২৪ পরগনা ও নদিয়ার মধ্যে সংযোগ-রক্ষাকারী বঁনগা-চাকদহ রোডকে ৪ লেনের রাস্তা হিসাবে তৈরির কাজ চলছে। আলিপুর ধনধান্য প্রকল্পের অধীনে ২,৪০০ আসনবিশিষ্ট একটি ইনডোর অডিটোরিয়াম তৈরির কাজও পুরোদমে চলছে।

৩.২২ ভূমি ও ভূমিসংস্কার এবং শরণার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন

নাগরিক পরিষেবার সামঞ্জস্য এবং একত্রীকরণ করার উদ্দেশ্যে সরকার বিশেষ জোর দিয়েছে। সেই অভিলক্ষ্যে ভূমি দপ্তর দ্রুততার সঙ্গে জমির নামপত্তন ও চরিত্র পরিবর্তনের আবেদনগুলির নিষ্পত্তি করছে। ২০২১-এর ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ৬৮,৮১,৪৯০টি নামপত্তন (মিউটেশন) ও ১,১০,৫০৯টি জমির চরিত্র পরিবর্তনের কাজ শেষ করেছে।

সরকার সমস্ত উদ্বাস্তু শিবির ও কলোনিগুলিকে বৈধকরণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সেখানকার বৈধ অধিবাসীদের নিঃশর্ত মালিকানাধীন দলিল স্বত্ব (Free Hold Title Deeds) দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যাতে RR কলোনিগুলিতে পরিকাঠামোগত সুযোগসুবিধা নিশ্চিতকরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এছাড়াও, রাজ্যের সরকারি জমিতে বহু দরিদ্র পরিবার কয়েক দশক ধরে বসবাস করেছে। সরকার 'যে যেখানে আছে' তার ভিত্তিতে সেইসব বসবাসকারীদের হাতে জমির পাট্টা, নিজ গৃহ নিজ ভূমি পাট্টা এবং দীর্ঘমেয়াদি পাট্টা তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে।

সরকার ধারাবাহিকভাবে এই সিদ্ধান্তে অনড় রয়েছে যে "কোনোভাবেই বলপূর্বক কারও জমি অধিগ্রহণ করা হবে না এবং কাউকে তার জমি থেকে উচ্ছেদ করা হবে না"। সরকারি প্রকল্পে জমির প্রয়োজন হলে জমিক্রয় নীতি অনুসারে জমি ক্রয় করা হবে, যা সম্পূর্ণ স্বচ্ছতার সঙ্গে এবং ওই জমির মালিকের ইচ্ছা ও সহমতের ভিত্তিতে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের বিনিময়ে।

কোভিড অতিমারীর আবহে জমির মালিকদের অপ্রদেয় ভূমি রাজস্বের ভার লাঘব করা হয়েছে। বর্তমান আর্থিক বছরের ৩০/০৬/২০২১ তারিখের মধ্যে ১৪২৬ বঙ্গাব্দের জন্য ভূমিরাজস্ব প্রদান করলে ৬.২৫ শতাংশ হারে ভূমি রাজস্বের উপর দেয় সুদ মুকুব করা হয়েছে।

এই বিভাগের জমি সংক্রান্ত ওয়েবসাইটটি পুনর্গঠন করে ব্যবহারকারীদের জন্য সহজ করা হয়েছে। অন্যদিকে জমি সম্পর্কিত মৌলিক তথ্য ও খতিয়ান মোবাইল ফোনের মাধ্যমে সকলের কাছে পৌঁছে দিতে 'জমির তথ্য' নামে একটি কার্যকরী মোবাইল অ্যাপ চালু করা হয়েছে। 'ই-ভূচিত্র' নামে একটি তথ্যভাণ্ডার গঠন করা হয়েছে যেটি ব্যবহারকারীদের মধ্যে যথেষ্ট উপযোগী হিসেবে সাড়া ফেলে দিয়েছে। এটি অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং ব্যবহৃত অ্যাপলিকেশন বলে পরিগৃহীত হয়েছে। যা ভারত সরকারের 'MeitY' প্রকাশিত তথ্য থেকে সুস্পষ্ট হয়েছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে যে, ২০২১-২২ আর্থিক বছরে সমগ্র দেশে মোট ১২৫,২২,৬৪,৯৫০টি ই-ট্রানজাকশনের মধ্যে শুধু পশ্চিমবঙ্গেই ৮০,৭৬,২১,২৫৫টি সংঘঠিত হয়েছে। (সূত্র : http.//etaal.gov.in)।

৩.২৩ বিদ্যুৎ

বর্তমান আর্থিক বর্ষে ৩.৭৪ লক্ষ নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ চালু হওয়ার ফলে রাজ্যে এখন ২১১ লক্ষ উপভোক্তা বিদ্যুৎ পরিষেবা পাচ্ছেন। ৫৮৪২টি কৃষিক্ষেত্রে এখন বৈদ্যুতিক পাম্প সেট চালু করা হয়েছে। সুসংহত বিদ্যুৎ উন্নয়ন প্রকল্প (IPDS) এবং 'সেচবন্ধু/ দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রাম-জ্যোতি যোজনা' (DDUGJY)-র অধীনে মোট ১৩০টি নতুন 33/11 কিলো ভোল্ট বিদ্যুৎ সাবস্টেশন তৈরি করা হয়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনেও দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রাম জ্যোতি যোজনার (DDUGJY) মাধ্যমে ১৪টি বিদ্যুৎবিহীন গ্রামে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয়েছে।

২০২১-২২ অর্থবর্ষে আরও ৭টি 33/11 কিলোভোল্ট শক্তিসরবরাহ ক্ষমতাসম্পন্ন সাবস্টেশন তৈরি করা হয়েছে, যেগুলির প্রকৃত ক্ষমতা ৬৭.৮ MVA। এছাড়াও, ওই একই সময়ে চালু থাকা ৫টি 33/11 কিলোভোল্ট ক্ষমতাসম্পন্ন সাবস্টেশনগুলির কার্যক্ষমতা অতিরিক্ত বিদ্যুতের চাহিদা মেটানোর জন্য ১৮.৯ MVA বাড়ানো হয়েছে।

২০২১-২২ সালে LT AB কেবিলে অতিরিক্ত ১৫০ CKM প্রযুক্তি প্রয়োগ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর ফলে দুর্ঘটনা এড়ানো এবং বিদ্যুতের বাণিজ্যিক অপচয় রোধ করা

যাবে। উপভোক্তাদের মূল্যবান সময়ের কথা ভেবে ২০২১-২২ সালে প্রথাসিদ্ধ সময়ের বাইরে এবং ছুটির দিনেও বিদ্যুৎ বিলের অর্থমূল্য জমা করার জন্য আরও ৩১টি ATP (Any Time Payment) সুবিধাযুক্ত কাস্টমার্স সার্ভিস সেন্টার (CCCs) কিয়স্ক বসানো হয়েছে।

গঙ্গার নীচ দিয়ে যাওয়া আমাদের গর্বের ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো প্রকল্পের অধীনে হাওড়া স্টেশন থেকে দানেশ শেখ লেন পর্যন্ত বিদ্যুৎ সরবরাহকারী ২২০ কিলোভোল্টের সাবস্টেশনটির মাধ্যমে কোলকাতা মেট্রোরেলওয়ে কর্পোরেশন লিমিটেড (KMRCL)-এর ৮.৫ কিমি বিস্তৃত রেল সুড়ঙ্গের মধ্যে 33 কিলোভোল্টের দুটো সার্কিটে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়ার কাজ সাফল্যের সঙ্গে শেষ হয়েছে।

নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পরিষেবা নিশ্চিত করতে রাজ্যের 33/11 কিলোভোল্টের সমস্ত সাবস্টেশনগুলিকে বছরে দুবার 'কন্ডিশান বেসড্ মনিটরিং' পদ্ধতিতে পরীক্ষা করার কাজ শুরু হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ উন্নয়ন সংস্থা (WBSEDCL) তাদের অধীক্ষেত্রে বিপুল সংখ্যক উপভোক্তার ১০,৮৯৩টি কার্যকরী মিটারের বিদ্যুৎ বিল প্রস্তুত করতে AMR পদ্ধতিকে কাজে লাগিয়ে MDAS ব্যবস্থা চালু করেছে।

পূর্ব বর্ধমান জেলাতে 132/33 কিলোভোল্টের GIS টিকে 150 MVA ক্ষমতা সম্পন্নরূপে তৈরি করে চালু করা হয়েছে। ফলে ওই জেলায় এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের উপভোক্তাগণ এই সাবস্টেশনের বিদ্যুৎ পরিষেবা পাচ্ছেন। ওই একই সময়ে মোট ৫৯৪.৮৮ MVA ট্রান্সফর্মেশন ক্ষমতা বৃদ্ধি ও প্রয়োগসহ অতিরিক্ত ৩৩.০৫৬ CKM ট্রান্সমিশন লাইন বসানোর কাজও শেষ হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ উন্নয়ন সংস্থা (WBPDCL) ২০২০-২১ সালের ২৩,৮৭৪ মেগা ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদনের তুলনায় ৩৭ শতাংশ বৃদ্ধি করে ২০২১-২২ সালে ৩২,৭২৪ মেগা ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপন্ন করেছে।

পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ উন্নয়ন সংস্থা (WBPDCL) গত এপ্রিল থেকে নভেম্বরের মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতার ৬৯.৩৬% গড়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে অন্যান্য সংস্থাকে পিছনে ফেলে দিয়েছে (NTPC ৬৯.৩১%,কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী সংস্থাগুলির ৬৮.১১% এবং রাজ্য পর্যায়ে ৫০.৮০%)। ২০২১-এর এপ্রিল থেকে আগস্ট পর্যন্ত সাঁওতালডিহি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র সমগ্র ভারতের নিরিখে বিদ্যুৎ উৎপাদনে প্রথম স্থান অধিকার করেছে (৯২.৭৯%)। সাঁওতালডিহি ২০২১-এ কনফেডারেশন অব্ ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রি (CII) থেকে শক্তি উৎপাদন ব্যবস্থাপনায় ২২তম জাতীয় উৎকর্ষতা পুরস্কার (NAE) পেয়েছে।

দেশের সমস্ত কয়লা ক্ষেত্রগুলি বর্তমানে চালু থাকায় কোল ইন্ডিয়ার উপর নির্ভরশীলতা এখন অনেক কমে এসেছে। পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ উন্নয়ন সংস্থা বিভিন্ন আবদ্ধ কয়লাখনিগুলি থেকে কয়লার সরবরাহ পেয়ে থাকে। WBPDCL-এর মোট প্রয়োজনীয় কয়লার ৬২ শতাংশই এই খনিগুলি থেকে সংগৃহীত হয়।

দুর্গাপুর প্রজেক্ট লিমিটেড (DPL) এর ট্রান্স দামোদর কোলমাইন থেকেও কয়লা উৎপাদন শুরু হয়েছে। মোট ৩,১৪,১২০ মেট্রিক টন কয়লা উৎপন্ন হয়েছে। দেওচা-পাচামি-দেওয়ানগঞ্জ -হরিণসিংহ অঞ্চলের নতুন কয়লা ব্লকের ১.২ বিলিয়ন মেট্রিক টন সঞ্চিত কয়লার খনি-উত্তোলন পর্যায়ের কাজ শুরু হয়েছে। এই কয়লা ব্লকের ভূমি সংস্কারমূলক কাজকর্ম মঞ্জুর করা হয়েছে, যার জন্য ১০,০০০ কোটি টাকায় রিহ্যাবিলিটেশন প্যাকেজের ব্যয়বরাদ্দ মঞ্জুর করা হয়েছে। একবার কয়লা উৎপাদন শুরু হয়ে গেলে সমগ্র রাজ্য এবং তার আশেপাশের অঞ্চলের আর্থিক উন্নতির পথ সুগম হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

৩.২৪ পৌর ও নগরোন্নয়ন

এই বিভাগ নগরাঞ্চলের স্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিবেশবান্ধব বর্জ্য নিষ্কাশনী ব্যবস্থা (STP), বায়ুর গুণমান পরীক্ষা করার ব্যবস্থা এবং কঠিন বর্জ্য নিষ্কাশন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

৪৩টি গঙ্গাতীরবর্তী নগরসহ রাজ্যের সকল ১২৫টি নগরাঞ্চলের ২,৯৩৮টি ওয়ার্ডেই বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনায় কঠিন বর্জ্য নিষ্কাশনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। গৃহস্থালির পরিবেশবান্ধব

ও পরিবেশ দূষণকারী বর্জ্য আলাদা করে ফেলার জন্য ৯৪ লক্ষ রঙিন ডাস্টবিনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। 'নির্মলসাথী' নামক সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টায় স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির ৫,২৮৫ জন মহিলা এইকাজে অংশগ্রহণ করেছেন। প্রায় সকল নগরাঞ্চলে ৯৭ শতাংশ ক্ষেত্রে বাড়ি-বাড়ি ঘুরে কঠিন বর্জ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। প্রায় ৫৮ লক্ষ বাড়িতে ৩৯,৭৫২ জন 'নির্মল বন্ধু' বাড়ি-বাড়ি ঘুরে কঠিন বর্জ্য সংগ্রহ করছেন। ৭৮টি ড্যাম্প সাইটে পরিবেশ-সহায়ক এবং দূষণ প্রতিরোধী ব্যবস্থা গ্রহণ করে জমি পুনরুদ্ধারের কাজ চলছে।

ভাটপাড়া (৬০ MLD), কল্যাণী (২০ MLD), গয়েশপুর, বজবজ (৬০ MLD), ব্যারাকপুর (২৪ MLD) এবং হালিশহর (১৬ MLD) ইত্যাদি নগরে তরল বর্জ্য নিষ্কাশনী ব্যবস্থা (STP) পুরো মাত্রায় চালু হয়েছে। উত্তর ২৪ পরগনা, হুগলী ও হাওড়া জেলায় ২৫৭ MLD ক্ষমতাসম্পন্ন পুরোনো ১৫টি STP-র সংস্কার সাধনের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও নবদ্বীপ, কাঁচরাপাড়া, বহরমপুর ও জঙ্গীপুরে যথাক্রমে ১০,১৮,৩.৫ ও ১৩ MLD ক্ষমতাসম্পন্ন তরল বর্জ্য নিষ্কাশনী ব্যবস্থা গড়ে তোলা হচ্ছে। এছাড়াও এই বিভাগ নগরাঞ্চলে সবুজায়ন বৃদ্ধি, জলাশয়গুলির সংরক্ষণ, বিদ্যুৎ সাশ্রয়কারী রাস্তার আলো ও অন্যান্য পরিবেশবান্ধব ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদি কাজ হাতে নিয়েছে।

লাটাগুড়িতে ৯.২ কোটি টাকা ব্যয় করে পরিবেশবান্ধব নেচার পার্ক তৈরি করার কাজ পুরোদমে চলছে। একইসঙ্গে পশ্চিম মেদিনীপুরের নির্দিষ্ট অঞ্চলে পরিবেশবান্ধব পর্যটন এবং কৃষিজ শিল্প গড়ে তোলার জন্য 'মোহাবানী উন্নয়ন পর্ষদ' গড়ে তোলা হয়েছে।

রাজ্য সরকার রাজ্যের শহরগুলিতে জল সরবরাহের ক্ষেত্রে বিশেষ উন্নতি সাধন করেছে। এরফলে ২০২৩ সালের মধ্যে শহরগুলির ১০০ শতাংশ বাড়িতেই নলবাহিত পানীয় জল সরবরাহ করতে সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ। চলতি আর্থিক বছরে কলকাতার ধাপায় ১২২ কোটি টাকা ব্যয় করে 'জয়হিন্দ জল প্রকল্প-র মাধ্যমে অতিরিক্ত ২০টি MGD 'ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট' গড়ে তোলা হচ্ছে।

রাজ্যের তীর্থ অঞ্চলগুলির উন্নয়ন ঘটিয়ে তীর্থ পর্যটনের প্রসারে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কালীঘাট মন্দির ও সংলগ্ন ক্ষেত্রের সংস্কার, তারকেশ্বরে দুধপুকুর সংস্কার, ফুরফুরা শরীফের প্রধান মাজার সংস্কার, তারাপীঠ মন্দির সংলগ্ন অঞ্চলে পরিবেশগত উন্নয়ন, গঙ্গাসাগরে কপিলমুনি আশ্রমের নাটমন্দিরের সামনে 'থিম পার্ক' নির্মাণ ইত্যাদি— যেখানে পরিকাঠামো নির্মাণে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও সতীপীঠগুলির মধ্যে তীর্থ পর্যটনের উন্নয়নে সুরথেশ্বর টালায় নতুন প্রকল্পের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

রাজ্যে নাগরিকদের সরল পদ্ধতিতে পরিষেবা দেওয়ার লক্ষ্যে ই-গভর্নেন্স ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। রাজ্যব্যাপী 'জিওগ্রাফিক্যাল ইনফরমেশন সিস্টেম অ্যান্ড সিটিজেন্স' পোর্টাল চালু করা হয়েছে, যেখানে একজানলা পদ্ধতিতে (ই-গৃহ নকশা) অনলাইনে বাড়ি তৈরির পৌর বিভাগের প্ল্যান মঞ্জুর করা যাবে।

রাজ্যের সকল নগরাঞ্চলে ২৩১টি কেন্দ্রে দরিদ্র মানুষদের ভর্তুকি দিয়ে স্বাস্থ্যকর খাবার দেওয়ার জন্য 'মা' ক্যান্টিন চালু করা হয়েছে। যেখানে প্রতিদিন গড়ে ৪৮,০০০ মানুষ খাদ্যগ্রহণ করছেন। এতে রাজ্যের ব্যয় হচ্ছে ১১৫ কোটি টাকা।

৩.২৫ আবাসন

রাজ্যের চা-বাগানগুলির অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর স্থায়ী কর্মীদের, যাদের থাকার জন্য পাকা ঘর নেই তাদের জন্য 'চা-সুন্দরী' প্রকল্পের মাধ্যমে পাকা বাসস্থান নির্মাণের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। এই উপলক্ষ্যে ২০২১ সালে ৪টি অঞ্চলে ১,১৭১টি বাসস্থান নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। এগুলি হল দেখলাপাড়া, মুজনাই, তোর্সা এবং মানাবাড়ি।

আবাসন ক্ষেত্রে 'নিজশ্রী' প্রকল্পের অধীনে নিম্নবিত্ত (LIG) ও মধ্যবিত্তের (MIG) জন্য আবাসন নির্মাণে নজর দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই নরমপুর-মেদিনীপুর এবং খড়গপুর-ইন্দা এই দুটি স্থানে আবাসন নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে এবং এই স্থানে বসবাসের ছাড়পত্রও দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও (১) উত্তর ২৪ পরগনার অশোকনগর, (২) দুর্গাপুর-ফুলঝোড়,

(৩) আসানসোল-গোবিন্দপুর (৪) কল্যাণী-নদিয়া, (৫) হলদিয়া-বাসুদেবপুর, (৬) বাঁকুড়া সদর এবং (৭) বিষ্ণুপুর-বাঁকুড়া—এই ৭টি অঞ্চলেও আবাসন নির্মাণের কাজ চলছে।

রোগীর পরিজনদের সুবিধার্থে ২০২১ সালেই ৬টি নৈশাবাস তৈরি করা হয়েছে এবং আরও ৮টি নৈশাবাস তৈরির কাজ চলছে।

কর্মরতা মহিলা যারা একা এবং শহরে বসবাসের বাসস্থান নেই, তাদের জন্য 'কর্মাঞ্জলি' প্রকল্পের অধীনে ন্যূনতম ভাড়ায় পরিষেবার লক্ষ্যে কর্মরতা মহিলা আবাস গঠনের কাজ চলছে। ২০২১ সালেই মেদিনীপুরে ৪৮টি শয্যাবিশিষ্ট, হলদিয়ায় ৪৮টি শয্যাবিশিষ্ট এবং সাগরে ৬০টি শয্যাবিশিষ্ট ৩টি মহিলা আবাস তৈরি হয়ে গেছে। এছাড়াও কাঁথিতে ৭০টি শয্যাবিশিষ্ট আরও একটি মহিলা আবাস নির্মাণের কাজ চলছে।

রাজ্য সরকারি কর্মীদের জন্য ৩টি জায়গায় ২০২১ সালেই রেসিডেন্সিয়াল হাউজিং এস্টেট (RHE) নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে। এগুলি হল— (১) আলিপুরদুয়ার কোর্ট রাইস মিল-৩২টি ফ্ল্যাট (B ও C টাইপ), (২) কর্ণজোড়া - ১২টি ফ্ল্যাট ও (৩) বুনিয়াদপুর-১২টি ফ্ল্যাট। এছাড়াও ২০২১ সালেই (১) তুফানগঞ্জ-৮টি ফ্ল্যাট, (২) আরামবাগ-৮টি ফ্ল্যাট ও মিলনপল্লী শিলিগুড়িতে-৮টি ফ্ল্যাট বিশিষ্ট ৩টি আবাসন নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। আরও ৭টি জায়গায় আবাসন নির্মাণের কাজ চলছে। এগুলি হল— (১) ডায়মন্ড হারবার (১৬টি ফ্ল্যাট), (২) নিমতৌড়ি (৯৬টি ফ্ল্যাট), (৩) কালিম্পং (৮টি ফ্ল্যাট), (৪) বাছুরডোবা (৭২টি ফ্ল্যাট), (৫) কাঁথি (৪৮টি ফ্ল্যাট), (৬) আলিপুরদুয়ার টাউন (কোর্ট রাইস মিল A ও D টাইপ, ৩২টি ফ্ল্যাট), (৭) রাঁচি রোড (৩২টি ফ্ল্যাট)।

সাধারণ যাত্রীর সুবিধার্থে রাজ্য সরকার রাজ্যের অভ্যন্তরে জাতীয় এবং রাজ্য সড়কগুলিতে প্রতি ৫০ কিমি অন্তর একটি করে পথসাথী নির্মাণ করছে। এই পথসাথীগুলিতে শৌচালয়, বাথরুম, ডর্মিটরি, রেস্তোরাঁ এবং গাড়ি রাখার জায়গা রয়েছে। বর্তমানে ৭০টি 'পথসাথী' তৈরি ও চালু রয়েছে।

রানিগঞ্জ কয়লাখনি অঞ্চলে অগ্নি ও অন্যান্য বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষজনের পুনর্বাসনের জন্য এই বিভাগ জেলা প্রশাসন এবং ভারত সরকারের কয়লা মন্ত্রকের সহযোগিতায় আসানসোল-দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্ষদকে (ADDA) নোডাল এজেন্সি হিসাবে ধরে বাসস্থান নির্মাণের কাজ হাতে নিয়েছে। এক্ষেত্রে ১১,০৭২টি ফ্ল্যাট নির্মাণের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে ৮,৮১৬ ফ্ল্যাট নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে এবং ১৬০টি সম্পূর্ণ তৈরি ফ্ল্যাট আসানসোল-দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্ষদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

৩.২৬ অ-প্রচলিত ও পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি-উৎস

WBREDA এবং WBGEDCL হল এই বিভাগের কার্যনির্বাহ করার জন্য প্রধান দুটি অঙ্গ। ভজনঘাটে জমিতে ১০ মেগাওয়াট শক্তিসম্পন্ন সৌরবিদ্যুৎ পি.ভি. পাওয়ার প্ল্যান্ট ২০২১-এর মার্চ মাসেই চালু হয়ে গেছে এবং রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের গ্রিডে বিদ্যুৎ পরিবাহিত হচ্ছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে ২০২১ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদকে (WBSEDCL) ১০.১৫ মিলিয়ন ইউনিট বিদ্যুতের জোগান দেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পে ব্যয় হয়েছে ৫০.০৮ কোটি টাকা। WBREDA-এর সহযোগিতায় ২০২০-২১ অর্থবর্ষে ৪৬.৪৪ কোটি টাকা ব্যয় ধরে ৯৯০টি বিদ্যালয়ের ছাদে সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য গ্রিড সংযুক্ত পি.ভি. পাওয়ার প্ল্যান্ট বসানোর প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবর্ষেই ১৬৯টি বিদ্যালয়ের ছাদে গ্রিড সংযুক্ত সৌরবিদ্যুৎ প্ল্যান্ট বসানো হয়েছে। এছাড়াও, অতিরিক্ত ১০০টি বিদ্যালয়ে অনুরূপ কাজ চলছে এবং আশা করা যায় ২০২২-এর ৩১ মার্চের মধ্যেই এই কাজ শেষ হয়ে যাবে। 'আলোশ্রী' ফেজ-২ প্রকল্পে আরও ৯টি প্রতিষ্ঠানে ১,৩৪০ কিলোওয়াট শক্তিসম্পন্ন সৌরবিদ্যুৎ প্ল্যান্ট বসানোর কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। আশা করা যায়, এই কাজও ২০২২-এর ৩১ মার্চ মাসের মধ্যেই শেষ হবে। এছাড়াও, নিউ টাউনের 'আকাঙ্ক্ষা হাউজিং কমপ্লেক্স'-এর ৭টি বাড়িতে GRTSPV বিদ্যুৎ প্ল্যান্ট বসানোর কাজ চলছে, যা ২০২২-এর জানুয়ারি মাসেই সম্পূর্ণ হবে।

এই বিভাগ প্রত্যন্ত গ্রামীণ অঞ্চলে মহিলাদের সমবেতভাবে জীবিকা নির্বাহের ও তাদের আয় বৃদ্ধির জন্য প্রযুক্তিগতভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়েছে। তাছাড়া, পুরুলিয়া জেলার

মানবাজার-১ উন্নয়ন ব্লকে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির মহিলাদের পরিবারের সাহায্যার্থে ২২টি সৌরচালিত সেচ পাম্প তথা টিউবওয়েল বসিয়েছে। টিউবওয়েল বসানোর খরচ উপকৃত পরিবারগুলিই দিয়েছে।

সামাজিক ক্ষমতায়ন

৩.২৭ নারী ও শিশু উন্নয়ন এবং সমাজ কল্যাণ

মহিলাদের আর্থিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে, ২০২১-এর আগস্ট থেকে 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' নামে একটি অন্যতম বৃহৎ সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প চালু করা হয়েছে। রাজ্যের অধিবাসী ২৫ থেকে ৬০ বছর বয়সী এবং 'স্বাস্থ্যসাথী' প্রকল্পের সঙ্গে নাম নথিভুক্ত থাকা সমস্ত মহিলাই এর আওতায় আসতে পারবেন। তবে যারা কোনো সরকারের অধীনে বেতন বা পেনশন ভোগ করেন তারা এর আওতায় আসতে পারবেন না। এই প্রকল্পের অধীনে তপশিলি জাতি ও উপজাতিভুক্ত মহিলারা মাসে ১০০০ টাকা করে এবং সাধারণ (জেনারেল) মহিলারা মাসে ৫০০ টাকা করে পাবেন। চলতি অর্থবর্ষের আগস্ট-সেপ্টেম্বরে 'দুয়ারে সরকার' কর্মসূচি-তে এই প্রকল্পে নাম নথিভুক্তকরণের কাজ শুরু হয় এবং ৩১.১২.২১ তারিখ পর্যন্ত গৃহীত ১.৬৪ কোটি আবেদনের মধ্যে ১.৫৩ কোটি আবেদনপত্র ছাড়পত্র পায়। এই প্রকল্পে এপর্যন্ত ৩,৪৫৬ কোটি টাকারও বেশি প্রদান করা হয়ে গেছে।

২০২১-২২ সালে 'অঙ্গনওয়াড়ি' প্রকল্পের অধীনে রাজ্যের ৬ বছর বয়স পর্যন্ত ৭৩.৯১ লক্ষ শিশু এবং ১৫.৩৭ লক্ষ গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়েদের জন্য প্রতিমাসে নিজ গৃহস্থানে রেশন সামগ্রী পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে যাতে, তাদের পুষ্টিপূরণে কোনো সমস্যা না হয়।

২০২১-২২ সালে শিশুসুরক্ষা পরিষেবার অধীনে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ৩৮৫৮ জন শিশুকে ১৯টি সরকার পরিচালিত এবং ৫২টি NGO পরিচালিত শৈশবাবাসে (CCI) থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এগুলির মধ্যে ২১টি শৈশবাবাস বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের জন্য নির্দিষ্ট।

রাজ্যে শিশুদের দত্তক নেওয়া সংক্রান্ত কাজের জন্য ৩টি সরকারি ও ২১টি NGO পরিচালিত সংস্থা (SAAs) কাজ করছে। ২০২১-২২ সালে ২০৭ জন শিশুকে দত্তকরূপে তাদের নতুন অভিভাবককে প্রত্যর্পণ করা হয়েছে যাদের মধ্যে ১৮৪ জন শিশু এদেশে এবং ২৩ জন শিশু অন্তর্দেশীয় দত্তকরূপে নতুন পরিবারে হস্তান্তরিত হয়েছে। ৮৬৪ জন শিশুকে একাধিক অভিভাবকত্ব প্রদানকারীর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। যার মধ্যে ৬৭৮ জনকে সম্পূর্ণ বাধামুক্ত ও নিঃশর্তে অর্পণ করা হয়েছে এবং ১৮৬ জন শিশুকে শুধু পুনর্বাসনের জন্য প্রত্যর্পণ করা হয়েছে।

রাজ্য সরকারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ 'কন্যাশ্রী প্রকল্প' এবছর নবমবর্ষে পদার্পণ করল। এপর্যন্ত রাজ্যে ১৩ থেকে ১৯ বছর বয়স পর্যন্ত ৭৫ লক্ষ কিশোরী কন্যাকে এই প্রকল্পের আওতাভুক্ত করা সম্ভব হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবর্ষে এখনও পর্যন্ত এই প্রকল্পে ২২,৭৯,০০২ জন কন্যাকে বার্ষিক অনুদান বাবদ ১০০০ টাকা (কন্যাশ্রী-১) করে দেওয়া হয়েছে এবং ৫,২৫,৬৩২ জন কন্যাকে এককালীন অনুদান (কন্যাশ্রী- ২) হিসাবে ২৫,০০০ টাকা করে দেওয়া হয়েছে।

'রূপশ্রী প্রকল্প'-র অধীনে ২০২১-২২ সালে ২.১১ লক্ষ বিবাহযোগ্য এবং দুঃস্থ পরিবারের মেয়েদের জন্য বিবাহ উপলক্ষ্যে এককালীন ২৫,০০০ টাকা করে অনুদান বাবদ দেওয়া হয়েছে।

সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের অন্তর্গত বিধবা ভাতা প্রকল্প (WPS) এবং বার্ধক্যভাতা প্রকল্পে (OPS)-র অধীনে যথাক্রমে ৬,৮০,৫৬৪ জন ও ১৬,৮৯,৬৫৭ জন সুবিধাভোগীকে মাসিক ১০০০ টাকা হারে পেনশন প্রদান করা হয়েছে।

মানবিক পেনশন প্রকল্পে শারীরিকভাবে ন্যূনতম ৪০ শতাংশ অক্ষমতা সম্পন্ন মানুষজনকেও মাসিক অর্থ সাহায্য করা হয়ে থাকে। ৪,৮৫,০০০ জন সুবিধাভোগীকে এই পেনশন উপলক্ষে ৩৭৩ কোটি টাকার বেশি প্রদান করা হয়েছে।

৩.২৮ সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা

২০২১-২২ বর্ষে এখনও পর্যন্ত ১,২৩৯ কোটি টাকার বেশি ব্যয় করে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্যের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সার্বিক উন্নতির জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

২০১৯-২০ বর্ষে ঐক্যশ্রী ছাত্রবৃত্তি চালু করা হয়েছিল। ২০২১-২২ বর্ষে ৫৩ লক্ষেরও বেশি আবেদনপত্র জমা পড়েছে। যারমধ্যে রাজ্য সরকার চলতি বছরেই ১২.৪৭ লক্ষেরও বেশি ছাত্রবৃত্তিমূলক অনুদান প্রদান করেছে।

স্বনিযুক্তির মাধ্যমে কাজের সুযোগ বাড়ানোর উদ্দেশে ক্ষুদ্র উদ্যোগী ও স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে নির্ধারিত সময়ের জন্য ঋণ এবং DLS (ক্ষুদ্র ঋণ) দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে চলতি বছরে ৬৭,৫০০ জনকে ক্ষুদ্র ঋণ দেওয়া হয়েছে।

মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার আধুনিকীকরণের উদ্দেশ্যে এবং সময়োপযোগী শিক্ষণের জন্য দু-দফায় ৩০০টি মাদ্রাসায় ৬০০ 'স্মার্ট ক্লাসরুম' এবং ই-বুক চালু করা হয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের কম্পিউটার শিক্ষায় দক্ষ করে তোলা এবং তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য ১১৫টি মাদ্রাসায় কম্পিউটার ল্যাবরেটরি গড়ে তোলা হয়েছে। সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত, মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্র (MSK) এবং শিশু শিক্ষা কেন্দ্র (SSK) ও মাদ্রাসাগুলির সকল ছাত্রছাত্রীকে বিনামূল্যে বই বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়াও, সরকার পোষিত, মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্র, শিশু শিক্ষা কেন্দ্র এবং মাদ্রাসাগুলির প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণির সকল ছাত্রছাত্রীকে বিনামূল্যে স্কুল ড্রেস, স্কুল ব্যাগ এবং জুতা দেওয়া হয়েছে।

সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলগুলির পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য ৩ ধরনের প্রকল্পের কাজ শুরু করা হয়েছে। এগুলি হল— MsDP, IMDP এবং MDW। চলতি বছরে বিভিন্ন জেলায় MsDP-র জন্য ১৭.২৬ কোটি টাকা ব্যয় করা হচ্ছে। এছাড়াও, ১৪টি জেলার ৩২টি ব্লকে IMDP প্রকল্পে মোট ১৪.৫৮ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে এবং রাজ্যের ২৩টি জেলার বিভিন্ন ব্লকে MDW প্রকল্পগুলির জন্য ৮৭ কোটি টাকারও বেশি মঞ্জুর করা হয়েছে।

সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য ৫৪৬টি ছাত্রাবাস নির্মাণ করা হচ্ছে। যারমধ্যে ৪২৪টি ছাত্রাবাস চালু হয়ে গেছে। এগুলি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ছাত্রপিছু বার্ষিক ১০,০০০ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে।

সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে যুবসম্প্রদায় ও স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির সদস্যদের স্বনিযুক্তির সুযোগ বাড়ানোর উদ্দেশ্যে এবং কুটিরশিল্পী ও কৃষকদের বিপণনের সুবিধার জন্য ৩০৫টি 'কর্মতীর্থ' (মার্কেটিং হাব) তৈরি করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই ২২৩টি 'কর্মতীর্থ' চালু হয়ে গেছে এবং আরও ৫৪টির কাজ ফেব্রুয়ারি (২০২২)-র মধ্যেই শুরু হয়ে যাবে। বাকি ২৮টি কর্মতীর্থ-র নির্মাণ কাজ বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে।

এই প্রকল্পগুলি ছাড়াও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সার্বিক উন্নয়নের জন্য আরও কিছু প্রকল্পের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্মাণকাজ, সংখ্যালঘুদের জন্য মাইনরিটি ভবন নির্মাণ, নিউটাউনে তৃতীয় 'হজ হাউজ' নির্মাণ, কবরস্থলগুলির সীমানা প্রাচীর নির্মাণ, ইংরেজি মিডিয়াম মাদ্রাসা স্থাপন ইত্যাদি। এছাড়াও, এই বিভাগ সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীদের ঋণ দেওয়া, তাদের কারিগরি শিক্ষা ও দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য প্রতিষ্ঠিত NGO-গুলিকে আর্থিক সহায়তা করা, অসহায় মহিলাদের জন্য বাসস্থান নির্মাণ ইত্যাদি বিভিন্ন কর্মসম্পাদনের মাধ্যমে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উন্নয়নে নিরন্তর কাজ করে চলেছে।

৩.২৯ অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ

এখন রাজ্যের সমস্ত মহকুমা কার্যালয় থেকে অন-লাইন প্রযুক্তির মাধ্যমে জাতিগত শংসাপত্র প্রদান করা হচ্ছে। ২০২১-২২-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত সবমিলিয়ে ৩৫,২৪,০৪৯টি জাতিগত শংসাপত্র প্রদান করা হয়েছে,— যার মধ্যে তপশিলি জাতির জন্য ২৪,০১,৩৪৩টি, তপশিলি উপজাতিভুক্তদের জন্য ৫,১৭,১০০টি এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির জন্য ৬,০৫,৬০৬টি। মোট প্রদত্ত শংসাপত্রের মধ্য থেকে ১৩,৩১,৮৯২টি শংসাপত্র 'দুয়ারে সরকার' কর্মসূচির মাধ্যমে প্রদান করা হয়েছে।

‘তপশিলি বন্ধু’ নামে মহতী পেনশন প্রকল্পের আওতায় ৬০ বা তদূর্ধ্ব তপশিলি সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষজনের জন্য মাসিক ১,০০০ টাকা করে অগ্রিম পেনশন দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ২০২১-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত ১০.২৩ লক্ষ উপভোক্তাকে এই সুবিধা প্রদান করা হয়েছে এবং এর জন্য ৯০০ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে।

২০১৪-১৫ সাল থেকে চালু হওয়া তপশিলি জাতিভুক্ত ছাত্রছাত্রীদের জন্য ‘শিক্ষাশ্রী’ নামের বিশেষ মেধাবৃত্তি প্রদান কর্মসূচির মাধ্যমে রাজ্যের পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত সকল তপশিলি শিক্ষার্থীকে ছাত্রবৃত্তি দেওয়া শুরু হয়েছে। শুরু থেকে এপর্যন্ত ৯,৬৫,৭১০ জন শিক্ষার্থী বার্ষিক ৮০০ টাকা করে ছাত্রবৃত্তি পাচ্ছে, আর এর জন্য এযাবৎ খরচ হয়েছে ৭৭.২৬ কোটি টাকা।

২০১৫-১৬ সাল থেকে রাজ্যের সরকারি এবং সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত বিদ্যালয় ও মাদ্রাসার সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের ‘সবুজ সাথী’ প্রকল্পের অধীনে সাইকেল দেওয়ার কর্মসূচি চালু হয়েছে। যাতে করে ছাত্রছাত্রীরা উচ্চতর শিক্ষায় প্রবেশ করতে পারে। অনগ্রসরশ্রেণি কল্যাণ বিভাগের অন্তর্গত ‘পশ্চিমবঙ্গ তপশিলি জাতি, তপশিলি উপজাতি ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি উন্নয়ন ও অর্থ নিগম’ এই সাইকেল দেওয়ার কর্মসূচি রূপায়ণ করে থাকে। চলতি অর্থবর্ষে, ২০২০ এবং ২০২১ শিক্ষাবর্ষের ২১.৩৩ লক্ষ নবম শ্রেণির শিক্ষার্থীকে ‘সবুজ সাথী’-র আওতায় সাইকেল প্রদান করা হয়েছে। শুরু থেকে নিয়ে এপর্যন্ত ১.০২ কোটি ছাত্রছাত্রী সাইকেল হাতে পেয়েছে।

রাজ্য সরকার ২০২০-২০২১ সালের স্পেশাল সেন্ট্রাল অ্যাসিসটেন্স (SCA to Scheduled Caste Sub-Plan)-এর অধীনে ৫৫,০০০ জন তপশিলি যুবক-যুবতীকে স্বনিযুক্তিমূলক কর্মসংস্থানের অন্তর্ভুক্ত করেছে এবং আরও ১৮,৯০০ জন ছাত্রছাত্রীকে কর্মসংস্থানমুখী দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ দেবার ব্যবস্থা করেছে। এর জন্য খরচ হয়েছে ৯০.১০ কোটি টাকা।

২০২১-২২ সালে সবমিলিয়ে ১,৪৪০ জন তপশিলি সম্প্রদায়ভুক্ত (তপশিলি জাতি-১১৫১জন এবং তপশিলি উপজাতি - ২৮৯জন) উচ্চাকাঙ্ক্ষী শিক্ষার্থীদের জন্য ৩৬টি

প্রশিক্ষণকেন্দ্রে JEE/NEET/WBJEE–2022 পরীক্ষার প্রস্তুতিমূলক প্রশিক্ষণের বন্দোবস্ত করা হয়েছে।

একটি বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত জনগোষ্ঠীর সঠিক উন্নতির কথা মাথায় রেখে 'নস্যা শেখ উন্নয়ন পরিষদ' নামে একটি পর্ষদ গঠন করা হয়েছে। এটা নিয়ে রাজ্যে এ পর্যন্ত ১৭টি জনগোষ্ঠী উন্নয়ন ও কল্যাণ এবং সংস্কৃতি পরিষদ গঠিত হয়েছে।

৩.৩০ জনজাতি উন্নয়ন

২০২১-২২ সালে বিভাগীয় উদ্যোগে ১,৮১,০০০ জন জনজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীকে 'শিক্ষাশ্রী' ছাত্রবৃত্তির আওতায় আনা হয়েছে। ওই একই সময়সীমায় ৩০,০৮৫ জন জনজাতি সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রীকে প্রি-ম্যাট্রিক (নবম এবং দশম শ্রেণি) এবং ৯৭,৭০৭ জন জনজাতিভুক্ত ছাত্রছাত্রীকে পোস্ট ম্যাট্রিক ছাত্রবৃত্তির জন্য নথিভুক্ত করা হয়েছে।

বিভিন্ন পাহাড়ি উপজাতি ও অন্যান্য জনজাতিভুক্ত সম্প্রদায়ের নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিকাশ এবং সম্প্রদায়গত স্থিতিশীল উন্নয়নের ধারাকে ধরে রাখতে রাজ্যে বর্তমানে ৬টি জনজাতি সংস্কৃতি ও উন্নয়ন পর্ষদ গঠন করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবর্ষে পর্ষদগুলিকে তাদের ভবন নির্মাণ, কমিউনিটি হল ও যুব-আবাস তৈরি, পানীয় জলের বন্দোবস্ত করা এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক উৎসব পরিচালনার জন্য ৭৪.৫৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

০১.০৪.২০২০ তারিখ থেকে 'জয় জহর' শিরোনামে ৬০ বছর বা তার বেশি বয়সের জনজাতিভুক্ত মানুষদের জন্য মাসিক ১,০০০ টাকা করে বার্ধক্যভাতা (OPS) দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। কোনোরকম কোটা সংরক্ষণ ছাড়াই এই প্রকল্প সবার জন্য চালু করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবর্ষে এপর্যন্ত ২,৭৮,৮১৭ জন নথিভুক্ত সুবিধাভোগীর পেনশন খাতে ২৩১.০৩ কোটি টাকা ব্যয়িত হয়েছে। অনুমান করা যাচ্ছে যে চলতি অর্থবর্ষে ২,৮৫,০০০ জন সুবিধাভোগীকে এর আওতায় আনা যাবে।

'কেন্দুপাতা সংগ্রাহক সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প ২০১৫' (KLCSSS 2015)-এর অধীনে ৩৫,০০০ জন জনজাতিভুক্ত ব্যক্তিকে নথিভুক্ত করা হয়েছে। এই নথিভুক্ত মানুষদের ৬০ বছর বয়স পূর্ণ হলে বা আকস্মিক মৃত্যু হলে অথবা আহত হলে এবং মাতৃত্বকালীন সুবিধা ও চিকিৎসার সুবিধাসহ জীবিকার জন্য সরকার বিভিন্ন সময়ে এককালীন অর্থসাহায্য দিয়ে থাকে।

রাজ্যে ২০০টির মতো 'জহর থান' (জনজাতি উপসনালয়)-কে বেড়া দিয়ে ঘিরতে ২ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

দরিদ্র ও মেধাবী জনজাতিভুক্ত ছাত্রছাত্রীদের JEE (Main), NEET, WBJEE পরীক্ষায় বসার জন্য রাজ্যব্যাপী ৩৬টি কোচিং সেন্টারে অনুশীলন করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বছরে ২৫০ জন ছাত্রছাত্রী সেখানে পড়ার সুযোগ পাবে। এই কোচিং সেন্টারে অনুশীলনের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন IIT, মেডিক্যাল এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে পারবে।

৩.৩১ শ্রমিক কল্যাণ

রাজ্যের মোট শ্রমিকদের ৯৩ শতাংশই অসংগঠিত ক্ষেত্রে নিযুক্ত। বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসংগঠিত শ্রমিকদের এক ছাতার তলায় নিয়ে এসে তাদের সামাজিক সুরক্ষা দেওয়ার জন্য ২০১৭ সালে 'সামাজিক সুরক্ষা যোজনা' (SSY) চালু করা হয়েছে।

পূর্বে এই প্রকল্পের অধীনে উপভোক্তাদের যে মাসিক ২৫ টাকা করে দিতে হত, রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তাদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের পুরো টাকাটাই এখন সরকার বহন করবে। অর্থাৎ ২০২০ সালের ১ এপ্রিল থেকে পুরো অর্থমূল্য মাসিক ৫৫ টাকা করে রাজ্য সরকার প্রদান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই স্কিমের নাম দেওয়া হয়েছে 'বিনামূল্যে সামাজিক সুরক্ষা যোজনা' (BMSSY)। রাজ্যের BMSSY প্রকল্পে নিবন্ধিত অসংগঠিত শ্রমিকগণ নিজস্ব কোনো টাকা খরচ না করেই এই প্রকল্পের পুরো সুবিধা পাবেন।

প্রতি বছর জানুয়ারি মাসে সারা রাজ্যজুড়ে 'সামাজিক সুরক্ষা মাস' পালন করা হয়। এই উপলক্ষ্যে রাজ্যের অসংগঠিত শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের আওতায় নিয়ে আসার জন্য ২০১৪ সাল থেকে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় শ্রমিক মেলার আয়োজন করা হচ্ছে।

দীর্ঘ লক-ডাউন/কর্মবিরতি এবং অন্যান্য কারণে বন্ধ থাকার ফলে কাজ হারানো শ্রমিকদের আর্থিকভাবে সাহায্য করার জন্য রাজ্য সরকার 'Financial Assitance to Workers in Locked Out Industries' (FAWLOI) নামে একটি প্রকল্প চালু করেছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে কাজ হারানো শ্রমিকদের মাসিক ১,৫০০ টাকা করে আর্থিক সাহায্য করা হচ্ছে। এছাড়াও পূজা, ঈদ ও অন্যান্য খাতে বার্ষিক আরও এককালীন ১,৫০০ টাকা দেওয়া হচ্ছে। ২০২১-২২ অর্থবর্ষের, ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত সময়কালে ১৭৫টি শিল্প সংস্থার ২৭,৪২৬ জন শ্রমিককে মোট ২৫.৯৪ কোটি টাকার অর্থ সাহায্য দেওয়া হয়েছে।

'এমপ্লয়মেন্ট ব্যাঙ্ক' রাজ্যের নিজস্ব 'জব পোর্টাল'। এখানে চাকুরিপ্রার্থী, নিয়োগকারী সংস্থা, প্লেসমেন্ট এজেন্সি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও প্রশিক্ষণ দেওয়া সংস্থাগুলি অন্‌লাইনের মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ করে নিতে পারে। ২০২১-এর ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ৩৮,০৮,৩৭৮ জন কর্মপ্রার্থী এবং ৭৬৯ জন নিয়োগকারী সংস্থা 'এমপ্লয়মেন্ট ব্যাংক পোর্টালে' নথিভুক্ত হয়েছে।

যুবশ্রী-র অধীনে রাজ্য সরকার ২০১৩ সালের অক্টোবর থেকে এমপ্লয়মেন্ট ব্যাঙ্কে নিবন্ধিত এক লক্ষ চাকরিপ্রার্থীকে বেকার সহায়তা প্রদান করেছে যাতে চাকরিপ্রার্থীরা তাদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করতে পারে বা তাদের দক্ষতা উন্নত করে স্ব-নিযুক্তির জন্য উদ্যোগী হতে পারে। এই নথিভুক্ত ১ লক্ষ কর্মপ্রার্থীকে এই প্রকল্পের অধীনে মাসিক ১৫০০ টাকা করে স্টাইপেন্ড দেওয়া হচ্ছে। যুবশ্রী প্রকল্পের অধীনে ২০২১-এর ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত, ১,৮১,৪৭৭ জন কর্মপ্রার্থীকে এই আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে।

এছাড়াও, এই বিভাগ কর্মপ্রার্থীদের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য বিশেষ কোচিং-এর ব্যবস্থা করেছে, কারিগরি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ দেওয়ারও ব্যবস্থা করেছে। তদুপরি কর্মজীবনে প্রবেশের জন্য পরামর্শ এবং অনুপ্রেরণামূলক আলোচনার আয়োজন করেছে।

৩১ মার্চ ২০২১ পর্যন্ত রাজ্যের ESI বিমার নথিভুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ১৯,৫২,২৭০ জনে এসে দাঁড়িয়েছে। কোভিড-১৯ অতিমারী রুখতে এবং চিকিৎসার জন্য রাজ্যের ১৩টি ESI হাসপাতাল ও চিকিৎসালয়ে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা

হয়েছে। রাজ্যের ১৩টি ESI হাসপাতালেই কোভিড টিকাকরণের ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। এছাড়াও রাজ্যের ১০টি ESI হাসপাতালে ২০টি শয্যাবিশিষ্ট 'হাই ডিপেন্ডেন্ট ইউনিট' (HDU) চালু করা হয়েছে। গৌড়হাটি ESI হাসপাতালে 'লিকুইড মেডিকেল অক্সিজেন প্ল্যান্ট' গড়ে তোলা হয়েছে। বাল্টিকুরি ESI হাসপাতালে ৩০০ শয্যাবিশিষ্ট একটি নতুন ভবন তৈরি ও চালু করা হয়েছে। রাজ্যের বাল্টিকুরি, উলুবেড়িয়া ও ব্যান্ডেল— এই তিনটি ESI হাসপাতালকে কোভিড-১৯ চিকিৎসা সংক্রান্ত পরিষেবার জন্য বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

৩.৩২ স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি

পশ্চিমবঙ্গ স্বরোজগার সহায়ক প্রকল্প (WBSSP)-র অধীনে বিভিন্ন স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে বাজারচলতি সুদের ভার লাঘব করতে সরকার মাত্র ২ শতাংশ সুদ ধার্য করে ঋণের ব্যবস্থা করেছে। ২০২১-২২ অর্থবর্ষে সামান্য হারে সুদের সুবিধা দিয়ে ৩০,৩৪০ টি স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে সূচিত নোডাল ব্যাঙ্কগুলি থেকে ১০ কোটি টাকা ঋণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

MGNREGS এবং মৎস্যচাষ, প্রাণীসম্পদ বিকাশ, কৃষি ও উদ্যানপালনের মতো বিভিন্ন কর্মসূচির সঙ্গে সমন্বয় সাধন করে, ক্ষুদ্র উদ্যোগ প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন স্বনির্ভর গোষ্ঠী এবং কর্মহীন যুব সমাজকে স্বরোজগারমুখী করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবর্ষে ১,৮৭১টি স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও ১,৭৪২ জন স্ব-উদ্যোক্তাকে ৩২৭টি প্রকল্পের মাধ্যমে রোজগার সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে ৯.৮৪ কোটি টাকার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে ৩৫টি স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে তাদের ক্যান্টিন চালাতে নানাধরনের বাসনপত্র ও উপকরণ দিয়ে সহায়তা করা এবং পরবর্তী পর্যায়ে কিচেন শেড তৈরির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্ব-উদ্যোক্তাদের তৈরি জিনিসপত্র বাজারজাত করার জন্য রাজ্যের ২২টি জেলা/মহকুমা স্তরে এবং একটি রাজ্য স্তরের সবলা মেলার আয়োজন করা হয়েছে।

৩.৩৩ উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন

রাজ্য সরকার উত্তরবঙ্গে বেশকিছু উল্লেখযোগ্য উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণ করেছে। এই বিভাগ আলিপুরদুয়ার জেলাতেই বেশকিছু মুখ্য প্রকল্পের কাজ শেষ করেছে। এগুলি হল— (ক) জয়গাঁও কলেজের পরিকাঠামোগত উন্নয়ন, (খ) শহিদ ক্ষুদিরাম কলেজের পরিকাঠামোগত

উন্নয়ন, (গ) ফালাকাটা মার্কেট কমপ্লেক্সের উন্নতি সাধন, (ঘ) ফালাকাটা কলেজে উন্নতমানের শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ, (ঙ) বীরপাড়া কলেজে বিজ্ঞান ব্লকের উন্নতি সাধন, (চ) আলিপুরদুয়ার সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং ও ম্যানেজমেন্ট কলেজে শিক্ষাসংক্রান্ত এবং প্রশাসনিক ব্লকের উন্নতি সাধন, (ছ) লালপানী নদীর উপর কম্পোজিট সেতু নির্মাণ।

এছাড়াও, রাজ্য সরকারের উদ্যোগে কোচবিহার জেলাতেও বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের কাজ শুরু হতে চলেছে; যেমন — (ক) মারুগঞ্জ হাটের উন্নয়ন, (খ) রবীন্দ্রভবনের সংস্কার, (গ) পুন্ডিবাড়ির হাটের উন্নয়ন, (ঘ) পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকাঠামোগত উন্নতি সাধন, (ঙ) খাগড়াবাড়িতে জাতীয় সড়ক ৩১-এর উপর ট্রাক টার্মিনাসের উন্নতি সাধন, (চ) পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ও ছাত্রীদের জন্য পৃথক-পৃথক ছাত্রাবাস নির্মাণ, (ছ) স্টেডিয়াম কমপ্লেক্সের ভিতর সুইমিং পুল নির্মাণ, (জ) উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রযুক্তি ফ্যাকাল্টির শিক্ষা ভবন নির্মাণ, (ঝ) উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের জন্য আবাস নির্মাণ, (ঞ) কোচবিহার সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ছাত্রাবাস নির্মাণ।

উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং জেলাতেও রাজ্য সরকার বেশকিছু কাজ করেছে এবং আরও কয়েকটি ক্ষেত্রে কাজ চলছে। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, সূর্যসেন মহাবিদ্যালয়ে শিক্ষা ভবনের উন্নতি সাধন।

জলপাইগুড়ি জেলাতেও এই বিভাগ বেশকিছু উল্লেখযোগ্য প্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণ করেছে। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রকল্পগুলি হল— (ক) PD মহিলা কলেজ ভবনের উন্নতি সাধন, (খ) জলপাইগুড়ি স্পোর্টস কমপ্লেক্সের গ্যালারি-A ও B-এর আচ্ছাদনগুলির দৃঢ়ীকরণ, (গ) ধূপগুড়িতে অডিটোরিয়াম নির্মাণ, (ঘ) মালবাজার অডিটোরিয়ামের উন্নয়ন, (ঙ) বানারহাট মার্কেট কমপ্লেক্সের উন্নতি সাধন, (চ) চালসা মঙ্গলবাড়ি বাজার নির্মাণ, (ছ) আনন্দচন্দ্র কলেজে বিজ্ঞান ব্লকের নির্মাণ এবং (জ) মালবাজার সুভাষিণী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় ভবনের উন্নতি সাধন ইত্যাদি।

মালদা জেলায় জোথ প্রীতিতে ভাগীরথী নদীর উপর সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়াও, নাঘারিয়াতে কালিন্দী নদীর উপর বোর পাইল সেতু নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে।

উত্তর দিনাজপুর জেলার সিংহনাথ ঘাটে বোর পাইল সেতু নির্মাণ এবং শ্রী অগ্রসেন মহাবিদ্যালয়ের বর্ধিত অংশের নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে।

৩.৩৪ সুন্দরবন বিষয়ক

২০২১-২০২২ অর্থবর্ষে বিভাগীয় উদ্যোগে সুন্দরবন অঞ্চলে ১৩১.৯১ কিমি রাস্তা তৈরির কাজ শেষ হয়েছে। এরমধ্যে ৬৩.৯৭ কিমি রাস্তা ইট-বাঁধাই, ৫৬.৬৫ কিমি রাস্তা কংক্রিট রাস্তা এবং ১১.২৯ কিমি রাস্তা বিটুমিনাস রাস্তা তৈরি হয়েছে।

এই অঞ্চলের উকিলের হাট এবং বৈদ্যপাড়া ব্রিজ দুটির কাজ শেষ হয়েছে এবং আরও ১৫টি ব্রিজ তৈরির কাজ দ্রুতগতিতে চলছে। একইসঙ্গে একটি জেটির নির্মাণ কাজও শেষ করা হয়েছে।

এইসব নির্মাণ পরিকাঠামো ছাড়াও সুন্দরবন অঞ্চলে আরও ৩০৬টি পরিকাঠামোগত নির্মাণ কাজের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। আর এর জন্য ব্যয় ধরা হয়েছে ১১৫ কোটি টাকা। সাম্প্রতিক সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় 'যশ'-এর প্রভাবে সুন্দরবন অঞ্চলের ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার মেরামত ও পুনর্বাসনের জন্য ৩৭ কোটি টাকারও বেশি অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

সুন্দরবন অঞ্চলের মৎস্যজীবীদের লোনা জলের মাছ চাষে উৎসাহ দিতে দপ্তর থেকে ৩০,০০০ জন সুবিধাভোগীকে IMC মাছের মীন এবং মৎস্যখাদ্য বিতরণ করা হয়েছে। ৩১.১২.২১-এর মধ্যে ১০,৬৯৪ জন সুবিধাভোগী ইতিমধ্যেই এই প্রকল্পের সুবিধা লাভ করেছে।

সুন্দরবন অঞ্চলের ভূমিক্ষয় ও সামুদ্রিক ঝড় প্রতিরোধ করতে ৫৬০ হেক্টর জমি জুড়ে ঝাউ ও ম্যানগ্রোভ-জাতীয় গাছ (৪৪০ হেক্টর জমিতে ম্যানগ্রোভ এবং ১২০ হেক্টর জমিতে ঝাউ গাছ) লাগানোর কর্মসূচি সম্পূর্ণ হয়েছে।

৩.৩৫ পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন বিষয়ক

পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন বিষয়ক বিভাগ রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলে বসবাসকারী প্রধানত তপশিলি জাতি ও তপশিলি উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলের মানুষের উন্নয়নের জন্য পরিকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প, জীবিকার জন্য বিবিধ প্রকল্প এবং জঙ্গলমহল উৎসবের মতো সাংস্কৃতিক উৎসব সংগঠিত করেছে। পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন বিষয়ক দপ্তরের অধীনে ৭টি পশ্চিমাঞ্চলীয় জেলার ৭৪টি ব্লকের ৬৪৮টি গ্রামপঞ্চায়েত কেন্দ্রিক ১২,৫৫৮টি জনজাতি অধ্যুষিত গ্রামকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ সব মিলিয়ে প্রায় ২২.২৮ লক্ষ হেক্টর এলাকা দপ্তরের এক্তিয়ারে।

বিভাগীয় উদ্যোগে এই অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবিকা এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে লক্ষ্যে বিবিধ পরিকাঠামো নির্মাণের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে, যেমন— কংক্রিট-বাঁধানো রাস্তা তৈরি, ব্রিজ, কালভার্ট, কমিউনিটি সেন্টার, স্কুলবাড়ি তৈরি, ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প, সৌর বিদ্যুৎ এবং জলাধার নির্মাণসহ পানীয় জল সরবরাহ ইত্যাদি।

সপ্তম জঙ্গলমহল উৎসবে স্থানীয় শিল্পীদের জনজাতি সংস্কৃতির প্রতি উৎসাহ ও আগ্রহ বাড়াতে বিভিন্ন ধরনের সুর ও বাদ্যযন্ত্র দেওয়া হয়েছে।

এই অঞ্চলের পুরুলিয়া জেলার ১০টি ব্লকে জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগের উদ্যোগে প্রতিটি এককভাবে সৌরবিদ্যুৎচালিত ৫০০টি কমিউনিটি অঞ্চলে পানীয় জল সরবরাহের (PWSS) ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর জন্য খরচ হয়েছে ৪২.৫ কোটি টাকা।

শাসন

৩.৩৬ স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক

কোভিড মহামারি যে কেবল জনস্বাস্থ্যের উপর আতঙ্কের ছায়া ফেলেছে তাই নয় রাজ্যবাসীর জীবন-জীবিকা, সমাজ ও অর্থনীতির উপরও গভীর প্রভাব ফেলেছে। এই প্রেক্ষিতে মহামারী উদ্ভব হওয়ার পর থেকেই রাজ্যের পুলিশ প্রশাসন নিরন্তর কাজ করে চলেছে। পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের ১৬,৮১৩ জন পুলিশকর্মী ও তাদের সহযোগী স্বেচ্ছাসেবক মহামারীর কবলে পড়ে আক্রান্ত হয়েছেন এবং তাদের মধ্যে ৮৪ জন কর্মী প্রাণ হারিয়েছেন।

সময়োচিত দাবি মেনে পুলিশ প্রশাসনের পরিধি পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত হয়েছে। কলকাতা পুলিশের অধীনে গল্ফগ্রিনে একটি নতুন থানা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এছাড়াও পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ অধীনে মালদা পুলিশজেলার অধীনে কালিয়াচক পুলিশ-সাব ডিভিশন গঠন করা হয়েছে এবং মুর্শিদাবাদ পুলিশ-জেলার অধীনে রেজিনগর পুলিশ সার্কেল তৈরি করা হয়েছে।

কলকাতা পুলিশের ট্রাফিক পরিষেবা আরও নিয়মনিষ্ঠ ও সুগঠিত করতে একাধিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে; যেমন — আরও বেশি করে CCTV ক্যামেরা বসানো, স্বয়ংক্রিয় নম্বর প্লেট চিহ্নিত করার মেশিন (ANPR) বসানো, লালবাতি উল্লঙ্ঘনকারী গাড়ি চিহ্নিত করার মেশিন (RLVD) বসানো, অত্যধিক গতিশীল গাড়ি চিহ্নিত করার মেশিনসহ আধুনিক সিগন্যাল উপকরণ বসানো ইত্যাদি। সঠিক ও নিয়মিত ট্রাফিক তথ্য হাতে পেতে VMSs পরিকাঠামো ব্যবহার করা হচ্ছে।

কলকাতা পুলিশ প্রশাসন বিপন্মুক্তির জন্য ১০০/১১২ নম্বর ডায়াল করার ব্যবস্থাকে আরও প্রসারিত করার লক্ষ্যে ‘নির্ভয়া’ নামক মহিলা সুরক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করেছে। নির্ভয়া কর্মসূচির অধীনে CCTV ক্যামেরা নির্ভর নজরদারি এবং ভিডিও কনফারেন্সিং-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। কলকাতা পুলিশের সাইবার ক্রাইম ব্রাঞ্চ-এর অপরাধ দমনমূলক কাজকর্মকে আরও বেশি করে হার্ডওয়ার নেটওয়ার্কের আওতায় আনার জন্য ২০টি লগার ক্লায়েন্ট নোড সফ্টওয়ার (Logger Client Node Software) লাইসেন্স ক্রয় করা হয়েছে।

রাজ্যের ‘ইকোনোমিক অফেন্সেস ডাইরেক্টরেট-এর অধীনে আইন ভঙ্গকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠান/কোম্পানির কার্যকলাপের বিরুদ্ধে ৪৬টি অভিযোগ দাখিল হয়েছে। বিভিন্ন অবৈধ আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নজরদারি ও তদন্ত করে ২০টি অভিযোগের চার্জশিট দাখিল হয়েছে। বেশকিছু অবৈধ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে সেগুলি নিষ্পত্তি করা হচ্ছে। একইসঙ্গে এইসকল কোম্পানির অধীনে ৬২৭৭ জন আমানতকারীকে তাদের প্রাপ্য অর্থ ফেরত দেওয়ার কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

অন্যদিকে পরিকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য— দার্জিলিং জেলার কার্শিয়াঙে একটি মডেল আর্বান পুলিশ থানা, হাওড়ার শিবপুর থানা, বিধানগরে একটি মহিলা থানা, পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনিতে দুটি CIF প্রশিক্ষণ হস্টেল এবং কসবায় অবস্থিত SAP-র চতুর্থ ব্যাটেলিয়নের জন্য একটি ইউনিট মেস তৈরি করা হয়েছে।

কলকাতার ফরেন্সিক সায়েন্স ল্যাবরেটারির কাজে আরও গতি আনতে বিভিন্ন ধরনের অগ্রণীমূলক কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। যেমন — DNA নির্ধারণ করতে জেনেটিক বিশ্লেষণ ও সেরোলজি নির্ণয় সহায়ক উপকরণের ব্যবহার বাড়ানো হচ্ছে। দুর্গাপুরে প্রস্তাবিত নূতন আঞ্চলিক ফরেন্সিক সায়েন্স ল্যাবরেটারির অফিস নির্মাণের প্রাথমিক কাজ শেষ করা হয়েছে।

৩.৩৭ কর্মিবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার

রাজ্য সরকার তৃণমূলস্তরে সরকারিভাবে নাগরিক পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে SDO, BDO, সাব-ইন্সপেক্টর অব্ স্কুল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, সরকারি গ্রন্থাগার এবং স্থানীয় পৌরসংস্থার অফিসগুলিতে ৩,৫৬১টি 'বাংলা সহায়তা কেন্দ্র' (BSK) চালু করেছে যেখানে ৭,১২২টি DEO 'বাংলা সহায়তা কেন্দ্র'-র মাধ্যমে সরকারিভাবে নাগরিক পরিষেবা পৌঁছানোর ব্যবস্থা করেছে। যারফলে ৫.১৬ কোটিরও বেশি ক্ষেত্রে পরিষেবা দেওয়া গেছে। এখনও পর্যন্ত বাংলা সহায়তা কেন্দ্র-র মাধ্যমে ৩৮টি সরকারি বিভাগের অধীনে ২৬৮টি ক্ষেত্রে পরিষেবা দেওয়া সম্ভব হয়েছে। BSK-র পরিষেবাগুলির মধ্যে জনপ্রিয় পরিষেবাগুলি হল— কোভিড টিকাকরণের নথিভুক্তিকরণ, আধার কার্ডের জন্য e-KYC ব্যবস্থা গ্রহণ, ডিজিটাল রেশনকার্ড এবং স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পে শংসাপত্রের জন্য আবেদনপত্র গ্রহণ, জাতি শংসাপত্র ও কোভিড রোগী সম্পর্কীয় তথ্য প্রদান।

রাজ্য সরকার বিভিন্ন বিভাগে সমান্তরালভাবে যুগ্মসচিব ও বিশেষ সচিব পদে পরামর্শদাতা হিসাবে বিশেষজ্ঞ নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু করেছে। যার প্রধান উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন বিভাগে তাদের পেশাদারি দক্ষতা কাজে লাগিয়ে কর্মসম্পাদন করা। এই ধরনের ৫০ জন বিশেষজ্ঞ কনসালটেন্ট নিয়োগের কাজ চলছে।

বিভিন্ন জেলা এবং সাব-ডিভিশন লেভেলে প্রশাসনিক কাজের উন্নয়নের জন্য এবং কাজের পরিবেশকে সুন্দর রাখতে এই বিভাগ বেশকিছু পরিকাঠামো নির্মাণের ব্যবস্থা নিয়েছে।

২০২১-২০২২ সালে এই বিভাগ প্রায় ১৬১ কোটি টাকা ব্যয় করে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নিমতৌড়িতে জেলাশাসকের প্রশাসনিক ভবন ও বাসস্থান তৈরি করেছে। এছাড়াও, জমিসংস্কার করে সড়ক নির্মাণ, কংক্রিটের রাস্তা নির্মাণ, অন্তঃ ও বহিঃনিকাশি ব্যবস্থা করা হয়েছে। মেদিনীপুর ডিভিশনে ডিভিশনাল কমিশনারের অফিস ভবন ও বাসস্থান তৈরি করা হয়েছে।

এছাড়াও বেশকিছু প্রকল্পের কাজ চলছে। যেমন— বর্ধমান ডিভিশনে ৬ তলা নতুন প্রশাসনিক ভবন নির্মিত হচ্ছে। ঝাড়গ্রামে প্রশাসনিক ভবন কমপ্লেক্স নির্মাণের কাজ চলছে, মাল সাব ডিভিশনের প্রশাসনিক ভবন নির্মাণের কাজ চলছে, এবং কাঁথিতে সাব-ডিভিশনাল অফিস ক্যাম্পাসের প্রশাসনিক ভবন তৈরি করা হচ্ছে।

এই বিভাগের অধীনে আরও বেশকিছু প্রকল্পের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— (১) মানবাজারে অবস্থিত SDO অফিস ভবন নির্মাণ, (২) ঝালদাতে অবস্থিত SDO অফিস ভবন নির্মাণ, (৩) হলদিয়ায় অবস্থিত SDO ভবন নির্মাণ, (৪) আসানসোলের কল্যাণপুরে কালেক্টরেট কমপ্লেক্স নির্মাণ।

ই-গভর্নেন্স ব্যবস্থার জন্য এই বিভাগ জাতীয়স্তরে বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে। আমাদের রাজ্য 'কম্পিউটার সোসাইটি অব্ ইন্ডিয়া' (CSI)-র জাতীয় ই-গভর্নেন্স-২০২১-এর অধীনে 'অ্যাওয়ার্ড অব্ অ্যাপ্রিসিয়েশন' পেয়েছে। এছাড়াও, এই বিভাগ 'Enterprise Mobility for Integrated Covid Management System'-এর অধীনে 'ডিজিটাল টেকনোলজি সভা এক্সিলেন্স পুরস্কার' পেয়েছে।

৩.৩৮ বিপর্যয় ব্যবস্থাপন ও অসামরিক প্রতিরক্ষা

বিপর্যয় ব্যবস্থাপন ও অসামরিক প্রতিরক্ষা বিভাগের প্রধান দায়িত্ব হল জরুরি ভিত্তিতে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় সক্রিয়ভাবে উদ্ধার কার্য চালানো।

বর্তমানে রাজ্যে ৪২৫টি বন্যাদুর্গতদের আশ্রয়স্থল এবং ২৭০টি ত্রাণসামগ্রী রাখার গুদাম ঘর আছে। এছাড়াও ICZMP, NCRMP-II এবং PMNRF-এর অধীনে পূর্বমেদিনীপুর, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে ২২১টি মাল্টিপারপাস সাইক্লোন শেল্টার তৈরি হয়েছে।

২৬ মে, ২০২১-এর ভয়ঙ্কর সামুদ্রিক ঝড় 'যশের' প্রভাবে দীঘার উপকূলীয় অঞ্চলে ব্যাপক ভূমিধস নেমেছিল। বিপর্যয় ব্যবস্থাপন বিভাগ দারুণ তৎপরতার সঙ্গে ওই অঞ্চলের ২০.৩৫ লক্ষ অধিবাসীকে ঝড়ের পূর্বেই নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজ করেছে। ঝড়-কবলিত লক্ষ-লক্ষ মানুষের প্রাণরক্ষা করা সম্ভব হয়েছে। এর ফলে এই ঝড়ের প্রভাবে রাজ্যের ১৮টি জেলার ২কোটির বেশি লোক প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতির শিকার হয়েছে। বিপর্যয় পরবর্তী ত্রাণ ও উদ্ধারকার্যও দ্রুততার সাথে করা হয়েছে। দপ্তর থেকে ত্রাণ কার্যে ৩,৭৫৩.১৬ মেট্রিক টন SGR চাল, ৫৫.৯০ লক্ষ প্লাস্টিক প্যাকেটে জল, ১,৮১৫.৪৮ মেট্রিক টন শিশুখাদ্য (বেবিফুড), ২,৫২৫.২৩ মেট্রিক টন চিড়া, ৭৭৮.২১ মেট্রিক টন গুড় এবং ২৩,৭৩৪ টি বিপর্যয় মোকাবিলা কিট (DM kit) সরবরাহ করা হয়েছে। সেইসঙ্গে ১৬.১৮ লক্ষ মাস্ক এবং ৫৯,১১৬ লিটার স্যানিটাইজার দুর্গতদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। আগাম সতর্কবার্তার প্রচার, সচেতনা সৃষ্টি, উদ্ধার, ত্রাণ ও পুনর্বাসন প্রভৃতি যথাযথ সময়ে কার্যকর করার মাধ্যমে এই বিভাগ জীবনহানি ও সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি প্রভূত পরিমাণে হ্রাস করতে পেরেছে। ঝড়ের প্রকোপ থেকে মানুষজনকে উদ্ধার করতে ১৫,২১৫ টি ত্রাণশিবির খোলা হয়েছিল। একইসঙ্গে ২৯৫টি দ্রুত উদ্ধারবাহিনী, ৪২টি রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (SDRF), ৪৬টি জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (NDRF), এবং ১৭টি স্থলবাহিনীর সেনাদলসহ ৭টি নৌবাহিনীর দল সমগ্র উদ্ধারকার্যে নিয়োজিত ছিল। এই দলে ৯৭১ টি মেডিকেল টিম যুক্ত ছিলেন। এই সমগ্র কাজে ৪৩১.৩৯ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল যা থেকে দুর্গতদের মধ্যে যাদের ঘরবাড়ি, ফসল, গৃহপালিত পশু, মাছ চাষ, ফলের বাগান ইত্যাদি নষ্ট হয়েছে তাদের ক্ষতিপূরণ বাবদ এবং বিভিন্ন পরিকাঠামোগত পুনর্নির্মাণের কাজে ব্যয়িত হয়েছে।

বিপর্যয় ব্যবস্থাপন বিভাগ চলতি অর্থবর্ষে ঝড়বিধ্বস্ত দুর্গতদের জন্য ২০.৭৮ লক্ষ ত্রিপল, ৬.৮৩ লক্ষ শাড়ি, ৩.৭৯ লক্ষ ধুতি, ৫.৩৪ লক্ষ বিছানার চাদর এবং ৯.০১ লক্ষ বাচ্চাদের পোশাক দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। এছাড়াও, বিপর্যয়ে প্রাণ হারানোর ক্ষতিপূরণ বাবদ ১৩৯০ টি মৃত্যুর ক্ষেত্রে নিকট আত্মীয়দের জন্য সর্বমোট ১৮.৯৩ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

২০২০-র মার্চ থেকে বিপর্যয় ব্যবস্থাপন বিভাগ কোভিড-১৯ মহামারী রোধে 'স্টেট এক্সিকিউটিভ কমিটি অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটি-র বিভিন্ন কর্মসূচীর সমন্বয় সাধন করেছে। ওই সময় লক ডাউন ঘোষণা হবার পর থেকেই মহামারীর দুর্বিষহ অচল অবস্থা শুরু হয়। মহামারীর কবল থেকে সাধারণ মানুষকে উদ্ধার ও সহায়তা দেবার জন্য নবান্ন সচিবালয়ের SEOC (State Emergency Operation Centre) থেকে কন্ট্রোলরুম খোলা হয়। রাজ্যব্যাপী ৩,৮৫১ জন অসামরিক প্রতিরক্ষা সেবক শারীরিক দূরত্ববিধি-সহ অন্যান্য কোভিড সুরক্ষা বিধি কার্যকর করতে বিভিন্ন সংস্থাকে সাহায্য করেছে।

বিপর্যয় ব্যবস্থাপন বিভাগের অধীনে ২৩টি জেলাকেন্দ্রিক জরুরি পরিষেবা কেন্দ্র এবং একটি রাজ্যকেন্দ্রিক জরুরি পরিষেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে তথ্য আদান-প্রদান এবং প্রয়োজনীয় প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার মাধ্যমে কোভিড মহামারী এবং 'যশ' ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী বিপর্যয়ের হাত থেকে জনসাধারণকে রক্ষা করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। পরিযায়ী শ্রমিকদের সুরক্ষা ও সুবিধা দেওয়ার জন্য 'স্নেহের পরশ' নামে একটি পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে এবং ভারতীয় রেলের সহায়তায় দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অভিবাসী শ্রমিকদের গমনাগমনে সুবিধা দেওয়া হয়েছে।

চলতি অর্থবর্ষের ৩১.১২.২১ পর্যন্ত বিপর্যয় ব্যবস্থাপন বিভাগের চেষ্টায় কোভিড-১৯ মহামারী এবং 'যশ' ঝড়ের প্রকোপ থেকে রাজ্যবাসীকে সুরক্ষা দিতে সর্বমোট ১,১৯৪ কোটি টাকার বেশি ইতিমধ্যেই ব্যয়িত হয়েছে। মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের আদেশানুসারে প্রত্যেক কোভিডে মৃত্যুর ক্ষতিপূরণ বাবদ রাজ্য সরকার এককালীন আর্থিক সাহায্যরূপে প্রতি মৃতের

নিকট আত্মীয়কে ৫০,০০০ টাকা করে দিয়েছে। ২০২১-এর ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট ৬১.২৭ কোটি টাকা ১২,২৫৪ জন সুবিধাভোগীকে প্রেরণ করা হয়েছে।

জুলাই ২০২১-এর শেষ সপ্তাহ থেকে আগস্টের প্রথম সপ্তাহ এবং সেপ্টেম্বর ২০২১ থেকে অক্টোবর ২০২১ পর্যন্ত দুই পর্যায়ে বন্যাজনিত কারণে রাজ্যের সমস্ত জেলায় প্রভূত ক্ষতি হয়। এইজন্য সমগ্র বর্ষাকালে এই বিভাগ মারফত নিয়ত সতর্কীকরণ, উদ্ধার ও ত্রাণের কাজ করা হয়। সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০২১ সালে প্রচুর বৃষ্টিপাতের ফলে পাহাড়ি অঞ্চলে ধস নামে। ৭০টি মোটরচালিত বোট, ১২৬ জন 'অগ্রগামী' উদ্ধারকর্মী এবং ৩০৫ জন বিপর্যয় মোকাবিলা কর্মী এইসময় ২০টি জেলায় নিযুক্ত ছিল। সেইসঙ্গে কলকাতার জন্য আরও ১২টি মোটরচালিত বোটসহ যথেষ্ট সংখ্যক উদ্ধারকর্মী প্রস্তুত রাখা হয়েছিল। দুর্গাপুজোর সময় প্রতিমা বিসর্জন পর্বে ২০টি বোট, ৫০জন অগ্রগামী উদ্ধারকর্মী, ২জন ডাক্তার এবং ২৫৯জন বিপর্যয় মোকাবিলা স্বেচ্ছাসেবী নিয়োজিত ছিল। ছটপুজোর সময় কলকাতার ৯টি কেন্দ্রে এবং গঙ্গার পার্শ্ববর্তী জেলাগুলোতে মোটরবোট, 'অগ্রগামী' দল ও চালকসহ SCUBA উদ্ধারবাহিনী প্রস্তুত ছিল।

২০২১-২২ সালে অসামরিক প্রতিরক্ষা বিভাগের সক্রিয়তা ও উদ্ধারকার্যকে ত্বরান্বিত করতে উদ্ধার ও ত্রাণে তৎপর ৪৪টি দ্রুত উদ্ধারকারী দল (QRT) যানসহ, ৮৬টি স্পিডবোটসহ ৬৬,৫৩৪ জন প্রশিক্ষিত অসামরিক স্বেচ্ছাসেবীকে যুক্ত করা হয়েছে। একইসঙ্গে ৫০টি বায়ুস্ফীত বোট ও ২৫টি বুলেট চেইন করাতের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৩.৩৯ অগ্নিনির্বাপণ ও জরুরি পরিষেবা

২০২১-২২ অর্থবর্ষে রাজ্য সরকার সমগ্র রাজ্যজুড়ে অগ্নি সুরক্ষা সংক্রান্ত বিবিধ প্রকার উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ শুরু করেছে; যেমন— রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ ও জনবহুল অঞ্চলে নতুন দমকল কেন্দ্র স্থাপন করা, অগ্নিদমন-জাতীয় বিবিধ প্রয়োজনীয় উপকরণ ও দমকল কর্মী বহনের জন্য গাড়ি ক্রয় ইত্যাদি। এই ধরনের অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি দমকল কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নাগরিকদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে।

২০১১-১২ সালে রাজ্যে যেখানে ১০৯টি দমকল বিভাগ চালু ছিল সেখানে বর্তমান সময়ে ১৫৪টি দমকল বিভাগ রাজ্যে কর্মরত। এছাড়াও ৬টি নতুন দমকল দপ্তর তৈরির কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেছে এবং কাজও শুরু করেছে। এগুলি হল— নিশিগঞ্জ, গঙ্গাসাগর, বেলডাঙা, নিউটাউন, নিউ ব্যারাকপুর এবং গলসি। এই বছরেই কাশিপুর দমকল কেন্দ্রের নতুন ভবন তৈরির কাজ শেষ হয়েছে।

পূর্বস্থলী ও পাঁশকুড়ায় অবস্থিত নতুন দমকল বিভাগ তৈরির কাজ এবং কলকাতার মানিকতলা অফিসের নতুন ভবন নির্মাণের কাজ শেষের পথে। খুব শীঘ্রই এর কাজ শুরু হয়ে যাবে।

চলতি অর্থবর্ষে অগ্নিনির্বাপণ বিভাগ অত্যাধুনিক ও উন্নতমানের অগ্নিদমন উপকরণ ও তার সরঞ্জাম কেনার ব্যবস্থা করেছে। এগুলি হল ২৫০টি BA সেট কার্বন কম্পোজিট; ২৫০টি রিচার্জ সুবিধাযুক্ত LED বসানো সার্চ লাইট, ৪টি জল ও ফেনা ছেটানোর ট্রলি, ২০টি রোটারি হ্যামার ড্রিল, ২০টি ডিমোলিশন হ্যামার এবং ১০টি পেট্রোল চালিত বুলেট চেইন করাত ইত্যাদি।

৩.৪০ সংশোধনাগার প্রশাসন

দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুরে কেন্দ্রীয় সংশোধনাগার নির্মাণের কাজ চলছে। ইতিমধ্যেই প্রধান অংশের কাজ শেষ হয়েছে এবং খরচ হয়েছে ১১১.০৩ কোটি টাকা। ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষের মধ্যেই এই কাজ সম্পূর্ণভাবে শেষ হবে।

প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারের আবাসিকদের স্থানান্তরিত করতে বারুইপুরে আরও একটি নতুন সংশোধনাগার নির্মাণের কাজ চলছে। এই নির্মাণ কাজে মঞ্জুর হওয়া ৬৪.১৫ কোটি টাকার মধ্যে এখনও পর্যন্ত ৫৬.১৫ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। আশা করা যায়, ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে এই কাজ সম্পূর্ণ হবে।

ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ হাউজিং অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড (WBPH & IDCL)-এর মাধ্যমে পূর্বমেদিনীপুরের নিমতৌড়িতে একটি নতুন জেলা সংশোধনাগার নির্মাণের কাজ চলছে।

এছাড়াও, মালদার চাঁচলে একটি মহকুমা-সংশোধনাগার তৈরির কাজ চলছে। এখনও পর্যন্ত এইক্ষেত্রে ৮.২৮ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে।

প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারের কর্মচারী এবং আধিকারিকদের জন্য বারুইপুরে কোয়ার্টার নির্মাণ করা হচ্ছে। এই কাজে এখনও পর্যন্ত ১১.২৭ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষেই এর কাজ শেষ হয়ে যাবে।

বারুইপুর রেঞ্জে ডিআইজি অফিসের জন্য একটি (জি+২) তিনতলা বাড়ি নির্মাণ করা হচ্ছে। এছাড়াও, দক্ষিণ ২৪ পরগনায় বারুইপুর প্রেসিডেন্সি জেল কমপ্লেক্সে আধিকারিকদের জন্য অতিথি নিবাস নির্মাণ ও সংশ্লিষ্ট কাজগুলি শুরু করা হয়েছে। এই কাজে ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে এবং আশা করা যায় ২০২২-২৩ অর্থবর্ষেই এই কাজ শেষ হয়ে যাবে।

বালুরঘাটের কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে উৎপাদন বিভাগের ভবন তৈরির কাজ শেষ হয়েছে।

রাজ্যের বিভিন্ন সংশোধনাগারে ৬৭৭ জন পুরুষ ও মহিলা ট্রেনি ওয়ার্ডার্সকে নিয়োগ করা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত তাদের মধ্যে ২০০ জনকে সাধারণ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

২০২১-এর এপ্রিল থেকে নভেম্বর মাসের মধ্যে অনলাইনের মাধ্যমে ৫৫,৯৪০ জন বিচারাধীন ব্যক্তিকে ই-কোর্ট মডিউলে বিচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ই-মুলাকাত মডিউলের মাধ্যমে সংশোধনকেন্দ্রের সহ-আবাসিকদের তাদের পরিবারের সঙ্গে ভার্চুয়াল সাক্ষাতকারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ২০২১-এর এপ্রিল থেকে নভেম্বর মাসের মধ্যে ২৮১৮ জন বন্দি এতে উপকৃত হয়েছেন।

কোভিড-১৯ অতিমারী প্রতিরোধে এই বিভাগ সংশোধনাগারগুলিতে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। সমস্ত সংশোধনাগারগুলিতেই PPE কিট, হ্যান্ড স্যানিটাইজার, ডিসপোজেবল গ্লাভস্, ফেসমাস্ক, ডিসপোজেবল টুপি, IR থার্মোমিটার,

পালস্ অক্সিমিটার ইত্যাদি জরুরি ভিত্তিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে দেওয়া হয়েছে। এরমধ্যে ফেসমাস্কগুলি তৈরি হয়েছে কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে এবং সেগুলি রাজ্যের সকল সংশোধনাগারগুলিতে সরবরাহ করা হয়েছে।

রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ এবং কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সহযোগিতায় কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারগুলির বন্দি আবাসিক ও কর্মচারীদের জন্য ভ্যাকসিন শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে।

৩.৪১ পরিসংখ্যান ও পরিকল্পনা

ষোড়শ বিধানসভার পূর্ণমেয়াদে (২০১৬-২১) 'বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প' (BEUP)-এর অধীনে ৮৯১ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে যার মধ্যে কলকাতা কর্পোরেশনভুক্ত অঞ্চলসহ সমগ্র জেলার উন্নয়নকল্পে ৮৫৫ কোটি টাকা (৯৫.৯৬%) খরচ করা সম্ভব হয়েছে। অন্যদিকে ষোড়শ লোকসভার পূর্ণমেয়াদে (২০১৪-১৯) সাংসদ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প (MPLADS)-এর অধীনে বরাদ্দকৃত ৯০৫ কোটি টাকার জায়গায় ৯৩৬.১৫ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে। অর্থাৎ মোট খরচের হারের নিরিখে ১০১.৪৭% অর্থ, যেখানে জাতীয় হার ১০০.০১%।

সারা রাজ্যের 'দুয়ারে সরকার' — প্রথম পর্বের কর্মসূচির অধীনে ৩২৮৩০টি শিবির খোলা হয়েছিল। এখান থেকে ২.৭৫ কোটিরও বেশি নাগরিক বিভিন্ন ধরনের নাগরিক পরিষেবা পেয়েছেন। দ্বিতীয় পর্বের 'দুয়ারে সরকার' কর্মসূচির অধীনে ১০৪,৪৩৫টি শিবির খোলা হয়েছে এবং ৩.৬৯ কোটি নাগরিক বিভিন্ন ধরনের পরিষেবা পেয়েছেন।

'পাড়ায় সমাধান' কর্মসূচির অধীনে ২০২১-এর ২ জানুয়ারি থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলা কর্মসূচীতে ১০,১৮০টির মতো প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এগুলির মধ্যে ছিল রাস্তা ও ব্রিজের ছোটোখাটো মেরামত থেকে শুরু করে, জলের লাইন সারাই, পানীয় জলের সমস্যা সমাধান, রাস্তার আলোর ব্যবস্থা করা, স্বাস্থ্য, সেচ ও নিকাশি ব্যবস্থার সমাধান ইত্যাদি। কমবেশি ২ কোটি নাগরিক এই কর্মসূচি থেকে উপযুক্ত সুবিধা লাভ

করেছেন। দ্বিতীয় পর্বের 'পাড়ায় সমাধান' (২০২১-এর ১৬ থেকে ৩১ আগস্ট) কর্মসূচিতে প্রায় ২৩,০০০ প্রকল্প নেওয়া হয়েছে।

পরিকল্পনা দপ্তর 'স্টেট স্পেসিয়াল ডাটা সেন্টার (SSDC)' নামে একটি তথ্যভাণ্ডার চালু করেছে যেখানে রাজ্যের বিভিন্ন দপ্তর ও জেলাস্তরের সরকারী কার্যালয়ের তথ্যসূচি/ মানচিত্র ইত্যাদির একটি সমন্বিত তথ্যভাণ্ডার সবার জন্য উপলব্ধ হয়েছে। এছাড়াও রাজ্য ও জেলাস্তরের এ ধরনের আরও তথ্যভাণ্ডার (SDSDC) চালু করার কাজ চলছে।

ব্যুরো অব্ অ্যাপ্ল্যায়েড ইকোনামিক্স অ্যান্ড স্ট্যাটিসটিক্স (BAE&S)-এর প্রধান কাজ হল ১৯টি প্রধান ফসলের জন্য জমির পরিমাণ, ফলন ও উৎপাদনের অনুমিত পরিমাণ নির্ধারণ, স্টেট ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট, ডিস্ট্রিক্ট ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট, শিল্প উন্নয়নের সূচক (IIP), রাজ্য ও জেলা পরিসংখ্যান সংক্রান্ত পুস্তক প্রকাশন, বিবিধ পরিসংখ্যানমূলক সংক্ষিপ্ত তথ্য প্রস্তুত করা ইত্যাদি। যা ২০২১-২২ সালে প্রধান কাজ হিসাবে এই বিভাগ সম্পন্ন করেছে।

৩.৪২ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং জৈবপ্রযুক্তি

এই বিভাগের অধীনে ৪৮৭টি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং জৈবপ্রযুক্তি সংক্রান্ত গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ চলছে। এছাড়াও ২০২১-২২ সালে অতিরিক্ত ২৯টি নতুন প্রকল্পের জন্য আর্থিক সংস্থানের অনুমোদন করা হয়েছে। যাতে করে রাজ্যের বিভিন্ন সরকারপোষিত সংস্থায় সর্বব্যাপী বিজ্ঞানমূলক গবেষণা প্রসার লাভ করে। মূলত কৃষি, রসায়ন বিজ্ঞান, প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান, শারীরবিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান, পরিবেশ, ইঞ্জিনিয়ারিং ও প্রযুক্তি প্রভৃতির ক্ষেত্রে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে।

এটি S & T -এর নেতৃত্বে উদ্যোগ, বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও উদ্ভাবনের প্রচার, গবেষণার মাধ্যমে উৎপন্ন পণ্যের বাণিজ্যিকীকরণ এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি করার জন্য একটি উপযোগী পরিবেশ তৈরি করতে সাহায্য করবে। এই বিভাগ কলকাতার ইন্ডিয়ান ইন্সস্টিটিউট অব্ ম্যানেজমেন্ট-এর সহযোগিতায় একটি উদ্যোগ ও উদ্ভাবন পার্ক (Entrepreneur &

Innovation Park) পরিচালনা করে। এছাড়াও এই বিভাগ 'ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কাউন্সিল অব্ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি'-র মাধ্যমে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও উপযোগী কেন্দ্র 'Technology Development and Adaptation Centre' (TDAC) গড়ে তোলার জন্য ইন্ডিয়ান ইন্সস্টিটিউট অব্ ম্যানেজমেন্ট-এর সঙ্গে যৌথ সহযোগিতায় মৌ (MoU) স্বাক্ষর করেছে।

গবেষণাজাত উন্নতমানের উৎপাদিত পণ্যের সুযোগ বৃদ্ধির জন্য ২০২১ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি 'টেকনোলজি হান্ট' গঠন করে সেখানে অর্থ বিনিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফলস্বরূপ নতুন অনুধাবন এবং গবেষণা, নেতৃত্বদানের ক্ষমতা, দলীয় সামর্থ্য, উদ্ভাবনী ক্ষমতা, বিপণনের সুযোগ, কার্যকরণের সহজ ব্যবস্থা, রাজ্যের উপর সামাজিক প্রভাব ইত্যাদি বিষয়ের উপর জোর দিয়ে ৯টি প্রকল্প নির্বাচন করা হয়েছে।

ভারত সরকারের জৈবপ্রযুক্তি বিভাগের অনুমোদিত 'জাতীয় জৈবপ্রযুক্তি পার্ক'-এর অধীনে 'কলকাতা বায়োটেক পার্ক' (KBP) গঠন করা হচ্ছে। যেখানে জৈবপ্রযুক্তিগত শিল্প, উদ্ভাবনী ক্ষেত্রগুলি রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নত করা, বিনিয়োগ আকর্ষণ করা এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করা ইত্যাদির ব্যবস্থা রয়েছে। রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এবং গবেষণা সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানগুলির যৌথ সহযোগিতায় প্রযুক্তিগত ও ব্যবসায়িক সহায়তা দানের জন্য Biotechnology Industry Reaserch Assistance Council (BIRAC)-এর আর্থিক পরিষেবায় Bio Incubators Nurturing Entrepreneurship for Scaling Technologies (Bio-NEST) চালু করা হয়েছে।

২০২১-২২ বর্ষে Jagadish Bose National Science Talent Search (JBNSTS) প্রকল্পে ৫০ জন ছাত্রীকে 'সিনিয়র বিজ্ঞানীকন্যা মেধাবৃত্তি' দেওয়া হয়েছে, যেখানে ব্যয় হয়েছে ৯৮.৯৫ লক্ষ টাকা। এছাড়াও ১.৪২ কোটি টাকা ব্যয় করে ৫০ জন ছাত্রকে 'সিনিয়র ট্যালেন্ট সার্চ' প্রকল্পে বৃত্তি দেওয়া হয়েছে। তদুপরি ২০০ জন

ছাত্রকে 'জুনিয়র ট্যালেন্ট সার্চ' বৃত্তি এবং ৫০ জন ছাত্রীকে 'জুনিয়র বিজ্ঞানীকন্যা মেধাবৃত্তি' দেওয়ার জন্য ২০২১-২২ সালে মোট ১.১৯ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

Patent Information Centre (PIC)-এর অধীনে ৪০টি ক্ষেত্রে বিচার বিবেচনা করে ২৯টি ক্ষেত্রে পেটেন্টকে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে কোভিড-১৯ সংক্রান্ত ৯টি পেটেন্ট রয়েছে। এছাড়াও, ৭টি কপিরাইট ও ৫টি ট্রেডমার্কের কাজও শেষ হয়েছে। এই কেন্দ্রের মাধ্যমে ১০টি IPR সচেতনতামূলক প্রোগ্রাম করা হয়েছে, ২টি GI আবেদনপত্র জমা পড়েছে এবং ২৫৬টি অনুমোদিত GI স্টেকহোল্ডারকে সুবিধা দান করা হয়েছে। এছাড়াও ৩২জন অনুমোদিত GI-এর রেজিস্ট্রিকরণ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় ব্যাচে ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইটস, টেকনোলজি ও বিজনেস ম্যানেজমেন্টের ৩টি নতুন কোর্স চালু হচ্ছে। IPR অনুমোদিত সার্টিফিকেট, অ্যাডভান্সড সার্টিফিকেট ও পিজি ডিপ্লোমা কোর্সে MAKAUT-এ ২৭ জন ছাত্রছাত্রীর নাম নথিভুক্ত হয়েছে।

৩.৪৩ পরিবেশ

রাজ্য সরকার রাজ্যের উপকূলবর্তী এলাকাগুলিকে সামুদ্রিক ঝড়ের বিপর্যয় থেকে রক্ষা করার জন্য বিশেষজ্ঞ দল তৈরি করে, তাদের পরামর্শ অনুযায়ী পরিবেশবান্ধবভাবে বৃক্ষরোপণ, নদীবাঁধ সংস্কার, নদীর পাড় উঁচু করা ও বাঁধানো, খাল সংস্কার ইত্যাদি কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

সুপার সাইক্লোন 'আমফান'-এর বিধ্বংসী তাণ্ডবে কলকাতা শহরের বহু গাছ ভেঙে পড়েছিল। শহরের সবুজায়নের জন্য পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ (বোর্ড) বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। কলকাতা শহরের বিভিন্ন জায়গায়, বিধান নগর ও নিউটাউনে অতি অল্প সময়ের মধ্যে ১৭,০০০ চারাগাছ লাগানো হয়েছে।

এই বিভাগ রাজ্যের ৭টি Non Attainment City (NAC)-তে অর্থাৎ কলকাতা, হাওড়া, আসানসোল, ব্যারাকপুর, দুর্গাপুর, হলদিয়া এবং রানীগঞ্জ শহরে নির্মল বায়ু ব্যবস্থার জন্য বিশেষ কার্যকরী ব্যবস্থা নিয়েছে। এছাড়াও, এই বিভাগ বনবিভাগের সহযোগিতায়

এই ৭টি শহরে বায়ুদূষণ রোধ করার জন্য বিশেষ বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। ২০২২-এর মার্চ মাসের মধ্যেই ২ বছরের বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ১,১২,০০০টি চারাগাছ লাগানো হয়েছে।

এই বিভাগ ১৮টি সহযোগী দপ্তরের মাধ্যমে ২০২১-২০৩০ সালের আবহাওয়া পরিবর্তনজনিত অবস্থার মোকাবিলা করার জন্য বিশেষ রাজ্য অ্যাকশন পরিকল্পনার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

পরিবেশ বিভাগ দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার প্রশাসন এবং গঙ্গাসাগর-বকখালি উন্নয়ন পর্ষদের সহযোগিতায় ২০২১ সালের গঙ্গাসাগর মেলাকে পরিবেশবান্ধব ও প্লাস্টিকমুক্ত মেলা হিসাবে তুলে ধরতে পেরেছে।

এই বিভাগ রাজ্যের মধ্যে ১১টি বিভিন্ন জায়গায় জীববৈচিত্র্য-উদ্যান গড়ে তুলেছে। পশ্চিমবঙ্গ জু-অথোরিটির সহযোগিতায় শিলিগুড়ির বেঙ্গল সাফারি পার্কে মুক্ত বায়ুতে প্রজাপতি সংরক্ষণের ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে।

পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ (WBPCB) রাজ্যব্যাপী ৫৪টি সর্বাধিক দূষণ সৃষ্টিকারী কারখানা (GIP)-র উপর স্বয়ংক্রিয় পর্যবেক্ষণ ও নজরদারির অনলাইন ব্যবস্থা চালু করেছে। কলকাতার বানতলায় অবস্থিত বানতলা লেদার কমপ্লেক্সের কমন এফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্লান্ট (CETP) বসানোর কাজ শুরু করেছে। এখানে ২০টি MLD প্লান্ট (৪টি মডিউল বিশিষ্ট ৫টি MLD প্লান্ট) পূর্ণ ক্ষমতায় কাজ করছে।

দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ NIC-র সাহায্য কাজে লাগিয়ে অনলাইন মাধ্যমে ছাড়পত্র প্রদান ও পর্যবেক্ষণের কাজ শুরু করেছে। ২০২১-এর এপ্রিল থেকে DIC-গুলির মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান তৈরির ছাড়পত্র (CE), উৎপাদন শুরুর ছাড়পত্র (CFO) দেওয়া ও তাদের উপর নজরদারি করার অনলাইন ব্যবস্থা চালু করেছে।

পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের IT & E বিভাগের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ও বৈদ্যুতিন বর্জ্যগুলির ব্যবস্থাপনা করার জন্য একটি বিশেষ

ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে। পর্ষদ ও WBEIDCL একত্রে একটি প্রকল্প শুরু করেছে যার মাধ্যমে রাজ্যের বার্ষিক ই-ওয়েস্ট উৎপাদনের অনুমান নির্ধারণ করা যাবে।

পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ কলকাতা, হাওড়া, বিধান নগর, নিউটাউন ইত্যাদি শহরাঞ্চলে ধুলিকণা ও ধোঁয়াজনিত দূষণ কমাতে ১৬টি স্প্রিংক্লার যানকে ব্যবহার করছে। এগুলি শীতের মরশুমে শহরের দূষণ কমাতে সক্ষম।

এই পর্ষদ (WBPCB) রাজ্যের ভূতল জলপ্রবাহকে দূষণমুক্ত রাখতে গঙ্গা, দামোদর, মহানন্দা, রূপনারায়ণ, তিস্তা, তোর্সা ও অন্যান্য নদীপ্রবাহ ও হ্রদ অঞ্চলে জলপ্রবাহের গুণমান রক্ষার কাজে বিশেষ নজরদারির কাজ শুরু করেছে।

পর্ষদ (WBPCB) কলকাতা, পানপুর, মালদা ও শিলিগুড়ি অঞ্চলে R & D'র প্রচেষ্টায় শব্দের তীব্রতা ও প্রবাহমাত্রা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে শব্দদূষণ কমিয়ে আনার কাজ শুরু করেছে।

পশ্চিমবঙ্গ জীববৈচিত্র্য পর্ষদ রাজ্যের ৬টি জেলায় মৎস্য-বৈচিত্র্যের উপর তথ্যসংগ্রহের কাজ করছে। এছাড়াও EKW অঞ্চলে অণুজীব, ইল প্রজাতির পতঙ্গ, মাসিড মাছি ইত্যাদির তথ্য আহরণের কাজও শুরু হয়েছে। জীববৈচিত্র্য পর্ষদের অধীনে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে বিশদ তথ্যসংগ্রহ, পর্যালোচনা করার পর বাংলার ঐতিহ্যবাহী ধানের উপর একটি সিডব্যাংক তৈরি করা হয়েছে।

রাজ্য সরকার ইন্টিগ্রেটেড ম্যানেজমেন্ট প্লান্ট (IMP) ২০২১-২০২৬-এর অধীনে পূর্ব কলকাতার জলাভূমি অঞ্চলে ১১০.৭০ কোটি টাকা ব্যয়ে ওই অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবিকা নির্বাহের লক্ষ্যে এবং স্থায়ী উন্নয়নের কথা ভেবে জলাভূমি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছে।

ইনস্টিটিউট অব্ এনভায়রনমেন্ট স্টাডিজ অ্যান্ড ওয়েটল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট রাজ্যের উপকূলীয় অঞ্চলে কোস্টাল রেগুলেশন জোন নোটিফিকেশন-২০১৯-এর অধীনে সামুদ্রিক উপকূলভাগের স্থায়ী উন্নতির কাজ শুরু করেছে।

ছোটো, মাঝারি ও বৃহৎ শিল্প

৩.৪৪ ক্ষুদ্র, ছোটো ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগ এবং বস্ত্র

ভারতের ক্ষুদ্র, ছোটো ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগ (MSME) মানচিত্রে পশ্চিমবঙ্গের উজ্জ্বল অবস্থান। সমগ্র দেশে ছোটো ও মাঝারি শিল্পোৎপাদনে আমাদের রাজ্যের অবদান ১৪ শতাংশ এবং মহিলা স্ব-মালিকানাধীন উদ্যোগী ও তাদের উৎপাদিত দ্রব্যের নিরিখেও এই রাজ্য দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেছে। বিগত ১০ বছর যাবৎ সরকার উদ্যোগ সংস্থাগুলির উন্নতি সাধনে, তাদের দক্ষতা উন্নয়নে, ক্লাস্টার উন্নয়নে, অভিন্ন সুবিধা প্রদানে, বিক্রয় প্রদর্শনী কেন্দ্র স্থাপনে, বাজারনির্ভর ঋণদানে এবং উৎপন্ন দ্রব্যের বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন মেলা এবং এক্সপো আয়োজন করেছে। এছাড়া, অনলাইন সিস্টেমের প্রবর্তন, ব্যাবসায়িক পরিবেশ সৃষ্টির নিমিত্ত উদ্যোক্তাদের হাতেকলমে সাহায্যের ব্যবস্থাকেন্দ্র স্থাপন প্রভৃতির মাধ্যমে রাজ্যে ছোটো ও মাঝারি শিল্পের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটেছে। রাজ্যে এখন অনলাইনের মাধ্যমেও দ্রব্যগুলি প্রদর্শিত হচ্ছে এবং জেলাগুলিতেও প্রদর্শনের আয়োজন চালু হয়েছে ফলে সংস্থাগুলির দ্রব্য বিপণনে অনেক সুবিধা পাওয়া গেছে।

২০২১-২২-এর তৃতীয় ত্রৈমাসিকের মধ্যে ১,১৬,০০০টির উপরও বেশি ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ সংস্থা তাদের নাম রেজিস্ট্রেশন করিয়েছে এবং সংস্থাগুলিতে প্রায় ১৬,০০,০০০ জন কর্মীর কর্মসংস্থান সুনিশ্চিত হয়েছে।

চলতি অর্থবর্ষের (২০২১-২২) এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে সংস্থাগুলিকে ব্যাঙ্কের মাধ্যমে ৪৫,৭৮২ কোটি টাকা ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই ঋণদান গত অর্থবর্ষ ২০২০-২১-এর একই সময়ের বরাদ্দের চেয়ে ৩৬ শতাংশ বেশি।

ক্যালকাটা লেদার কমপ্লেক্সের বিভিন্ন পরিকাঠামো নির্মাণের কাজও হাতে নেওয়া হয়েছে। মেগা লেদার ক্লাস্টার কর্মসূচির অধীনে CLC কমপ্লেক্সের সঙ্গে আশেপাশের অঞ্চলের সড়ক যোগাযোগ পরিকাঠামো বৃদ্ধি করা হয়েছে। ৪টি নতুন Common Effluent Treatment Plant (CETP)-এর কাজ চালু হয়েছে। Institutional Limited Partners Association (ILPA) অঞ্চলের Sewerage

Treatment Plant (STP)-এর উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ এবং CETP-গুলির অধীনে থাকা ৪টি ক্ষুদ্র চর্মশিল্পের কর্মপরিধি বাড়ানোর কাজ চলছে।

স্কীম অব্ অ্যাপ্রুভড ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক-২০২০ (SAIP) প্রকল্পের অধীনে উদ্যোগ সংস্থাগুলির অনুমোদন প্রাপ্তির কাজ আগের থেকে আরও সরলীকৃত করা হয়েছে। যার দরুন এখন ২০ একর জায়গার পরিবর্তে ৫ একর আয়তনবিশিষ্ট জমিতেই কর্মোদ্যোগ চালু করা যাবে। এখানে যে উদ্যোগগুলি চালু হয়েছে তার মধ্যে গুদামঘর তৈরি, লজিস্টিক প্রকল্প, পশু ও মৎস্য খামার ইত্যাদি অন্যতম। এখনও পর্যন্ত ১৩টি বেসরকারি উদ্যোগ সংস্থা এই শিল্পোদ্যান প্রকল্পের সুবিধা লাভ করার আগ্রহ প্রকাশ করেছে। এছাড়া ব্যক্তি মালিকানাধীন উদ্যোগপতিদের জন্য ৫০টি স্থানে প্রতিটি ৫ একরের অধিক জমিতে SAIP পার্ককে শিল্প স্থাপনের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শিল্পোন্নয়ন নিগম (WBSIDCL) শিল্পোদ্যোগীদের সুবিধাজনক মুশকিল আসানের কথা বিবেচনা করে শিল্পসহায়ক অন্যান্য ছাড়পত্র পাওয়ার ব্যবস্থাকে এক ছাতার তলায় এনে প্রকল্পের নিয়মবিধিকে সহজতর করেছে। এখন থেকে এক ছাদের তলায় অগ্নিসুরক্ষার অনুমোদন (NOC), রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের (WBPCB) অনুমতি পত্র এবং জমি হস্তান্তর ও মালিকানা হস্তান্তর সংক্রান্ত ছাড়পত্র ইত্যাদি একইসঙ্গে উপলব্ধ হবে।

বস্ত্র উৎপাদনে রাজ্যকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে, বিশেষ করে স্কুল ইউনিফর্ম তৈরির জন্য 'পাওয়ারলুম ইনসেনটিভ প্রকল্প' চালু করা হয়েছে। এই প্রকল্পে (বাংলাশ্রী প্রকল্পের অধীনে প্রদত্ত অন্যান্য সুবিধাগুলি ছাড়াও) ১ জানুয়ারি ২০২২-এর পরে স্থাপিত প্রথম ২০০০টি অত্যাধুনিক 'শাটল লেস' তাঁত যন্ত্রের জন্য ২০% মূলধনি ভর্তুকি প্রদান করা হবে। বস্ত্রবিভাগ নদিয়া, উত্তর ২৪ পরগনা এবং উত্তর দিনাজপুরে ৩টি সুসংহত বস্ত্র শিল্পোদ্যান তৈরির কাজ শুরু করেছে। স্কুলের ইউনিফর্ম তৈরির কাজের জন্য ৪৫টি পোশাক নির্মাণ ক্লাস্টার এবং ৪২৬টি যন্ত্রচালিত তাঁতশিল্প কেন্দ্রকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

এই রাজ্যে উদ্যোগপতিদের অর্থলগ্নি বাড়ানোর সুযোগ তুলে ধরতে 'সিনার্জি অ্যান্ড বিজনেস ফ্যাসিলিটেশন' কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছিল। যেখানে ২,২০০টিরও বেশি উদ্যোগ সংস্থা অংশগ্রহণ করেছিল।

চলতি অর্থবর্ষে তন্তুজ ২৪ লক্ষ শাড়ি, ধুতি ও বেডশিট উৎপাদন ও সরবরাহ করে বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরকে প্রভূত সাহায্য করেছে। সেইসঙ্গে কোভিড মহামারীর আবহে বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে ৬০ লক্ষ কোভিড সুরক্ষা উপকরণ সরবরাহ করেছে। এছাড়াও, তন্তুজ বিভিন্ন তাঁতশিল্পীদের কাছ থেকে ৭.৫ কোটি টাকার শিল্পদ্রব্য ক্রয় করেছে যার দরুন ৬০ লক্ষ শ্রমদিবস তৈরি করা সম্ভব হয়েছে এবং ১৬,০০০জন তাঁতশিল্পীর দিনপ্রতি রোজগার সুনিশ্চিত হয়েছে। উল্লেখ্য তন্তুজ ২০২১-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত ২৬১ কোটি টাকার ব্যাবসা করেছে। এছাড়াও আকর্ষণীয় নকশা তোলার উৎকর্ষতা স্বরূপ ভারত সরকারের বস্ত্রমন্ত্রক থেকে এ বছরের জাতীয় পুরস্কার লাভ করেছে। মঞ্জুষা ২০২১-২২ সালে বারাসাত, বেহালা এবং বালুরঘাটে তিনটি নতুন বিপণি খুলেছে এবং ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত ৬৭ কোটি টাকার ব্যবসা করেছে।

রাজ্য শিল্পোন্নয়ন নিগমের (WBSIDC) উদ্যোগে ৮০টি ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ সংস্থাকে বিভিন্ন শিল্পোদ্যানে জায়গা দেওয়া হয়েছে। এদের মধ্যে থেকে কয়েকটি সংস্থার মাধ্যমে ২.১৮ লক্ষ লিটার হ্যান্ড স্যানিটাইজার বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে সরবরাহ করা হয়েছে এবং ২.৭ কোটি সাবান মিড-ডে-মিল প্রকল্পের মাধ্যমে সরবরাহ করা হয়েছে। ২০২১-এর এপ্রিল থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে উদ্যোগ সংস্থাগুলির পণ্য বিপণনের জন্য বিভিন্ন মেলা ও এক্সপোর আয়োজন করা হয়েছে।

Ease of Doing Business (EoDB)-এর মাধ্যমে গৃহীত ব্যবস্থায় রাজ্য দ্রুততার সঙ্গে বিবিধ নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করতে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। এরফলে ব্যাবসা পত্তনের জন্য প্রয়োজনীয় নীতি পালনের বাধ্যবাধকতা কমানো সম্ভব হয়েছে। এপর্যন্ত রাজ্যের বিভিন্ন বিভাগে ৫০০ রকমের বাধ্যবাধকতা চিহ্নিত করা হয়েছে এবং তারমধ্যে ৪৬০-এর উপর পালনীয় বাধ্যবাধকতা কমিয়ে ফেলা হয়েছে।

একজানালা ব্যবস্থার মাধ্যমে বিল্ডিং প্ল্যান সংক্রান্ত অনুমোদন (NOC) পুরসভাগুলির মাধ্যমে দেওয়ার কাজ আরও সহজতর হয়েছে।

৫ কোটি টাকা পর্যন্ত পরিবেশ সহায়ক শিল্পোদ্যোগের ক্ষেত্রে Consent to Establish (CTE) এবং Consent to Operate (CTO) শংসাপত্র ও অন্যান্য ব্যাবসায়িক অনুমোদন (CLC tanneries ছাড়া) প্রদানের সময়সীমা কমিয়ে ৩ দিন করা হয়েছে। শ্রমআইন এবং পরিবেশ সংক্রান্ত ছাড়পত্রের জন্য কেন্দ্রীয় পরিদর্শন ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। ওষুধ নির্মাতা সংস্থাগুলির সুবিধার্থে খুচরো ও পাইকারি ব্যাবসার লাইসেন্স নবীকরণের ব্যবস্থা এবং ঔষধালয় প্রতিষ্ঠান ও দোকানগুলির লাইসেন্স নবীকরণের ব্যবস্থাও তুলে দেওয়া হয়েছে।

Shops & Establishment Act অনুযায়ী নিবন্ধনের পুনর্নবীকরণ প্রথা তুলে দেওয়া হয়েছে। পরিবর্তে কারখানা তৈরির লাইসেন্স, Contracts Labour (R&A) Act-এর অধীন ঠিকাদারির লাইসেন্স, পুরসভাগুলির দেওয়া ট্রেড লাইসেন্স, স্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলির রেজিস্ট্রেশন নির্দিষ্ট সময়ে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পুনর্নবীকরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া নতুন ট্রেড লাইসেন্স, বিদ্যুৎ সংযোগ, Shops & Establishment Act অনুযায়ী নিবন্ধন ব্যবস্থার এবং Consent to Establish এবং Consent to Operate-এর অনুমোদনের সরলীকরণ করা হয়েছে।

৩.৪৫ শিল্প, বাণিজ্য ও শিল্পোদ্যোগ

পশ্চিমবঙ্গ শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন (WBIDC) ২০২১-এর ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত সময়কালে ১৬টি শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য ৮৮৬.১৩ একর জমি বরাদ্দ করেছে। যেখানে বিনিয়োগ হচ্ছে ৪,১৭২.১৯ কোটি টাকা এবং এরফলে ১১,৭৩০ জনের কর্মনিযুক্তি হবে। WBIDC-র মডিউলার বেসড্ ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে ২৭,৮৪৫.৩৭ বর্গফুট জমি ৪টি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে দেওয়া হয়েছে, যেখানে বিনিয়োগ হচ্ছে ১১.৯২ কোটি টাকা এবং এরফলে ২৭০ জনের কর্মসংস্থান হবে।

এই বিভাগ অঙ্কুরহাটির জেমস্ ও জুয়েলারি পার্ক, সাঁকরাইলে ফেজ-৩-এর অন্তর্গত ফুডপার্ক, নৈহাটিতে ঋষি বঙ্কিম শিল্প উদ্যান ও বজবজের গার্মেন্ট পার্কে পরিকাঠামো

উন্নয়নে বিশেষ নজর দিয়েছে। পুরুলিয়া জেলার রঘুনাথপুরে WBIDC-র ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে ২,৪৮৩ একর জমিকে উন্নত করে অমৃতসর—কলকাতা ইন্ডাস্ট্রিয়াল করিডোর (AKIC) প্রকল্পের অধীনে 'জঙ্গল সুন্দরী কর্মনগরী'র জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এছাড়াও AKIC প্রকল্পের জন্য অতিরিক্ত ৭৯৯ একর জমিও বরাদ্দ করা হয়েছে। শ্যাম স্টিল ওয়ার্কস লিমিটেড-এর জন্য প্রায় ৬০০ একর জমি বরাদ্দ করা হয়েছে, যেখানে প্রস্তাবিত বিনিয়োগ ধরা হয়েছে ২,০০০ কোটি টাকা এবং এরফলে প্রায় ৫,০০০ মানুষের কর্মসংস্থান হবে।

৯.৮৫ একর জমি নিয়ে গঠিত বজবজ গার্মেন্ট পার্কে ৭.৬ লক্ষ বর্গফুট জায়গাকে 'সুপার বিল্ড-আপ' হিসাবে উন্নীত করা হয়েছে। যেখানে— ৪টি SDF গড়ে তোলা হচ্ছে, যার প্রতিটি ১.৮ লক্ষ বর্গফুটের জি+৭ হিসাবে গড়ে তোলা হচ্ছে। এছাড়াও ৪ লক্ষ বর্গফুটের একটি জি+৩ CFB গঠন করা হচ্ছে। এই ৫টি ভবনের নির্মাণকাজ শেষের পথে এবং আশা করা যায়, ২০২২-এর জুন মাসের মধ্যেই এই নির্মাণকাজ শেষ হবে।

হরিণঘাটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে Flipkart গ্রুপের Instakart ১০৯.১২ একর জমির উপর বিতরণকেন্দ্র স্থাপন করেছে, যেখানে বিনিয়োগ হয়েছে ৯৯১ কোটি টাকা। এই পরিবেশবান্ধব প্রকল্পটি, যা কিনা পূর্বাঞ্চলের সর্ববৃহৎ বিতরণকেন্দ্র, যেখানে ১৮ হাজারের অধিক কর্মসংস্থান হয়েছে।

হলদিয়া ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে 'ইমামি অ্যাগ্রো টেক' ২০ একর জমি নিয়েছে এবং তাদের সম্প্রসারিত কাজের জন্য ৪২৫ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে। এখানে কোম্পানিটি বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন শুরু করেছে। বড়জোড়ায় ফেজ-৩-এর অন্তর্ভুক্ত প্ল্যাস্টো স্টিল পার্কে মেসার্স রাহি ইনফ্রাটেক লিমিটেড তাদের আয়রন কাস্টিং ও স্টিল ফেব্রিকেশনের জন্য ১১ একর জমি নিয়েছে। যেখানে তারা ৭৬.৪৪ কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে।

WBIIDC ২০২১-এর ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়কালে বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে মোট ২,১১০ একর জমির মধ্যে ১,৬১৩ একর জমি ৪৯৪টি শিল্প সংস্থাকে বরাদ্দ করেছে। যেখানে শিল্প সংস্থাগুলির বিনিয়োগের পরিমাণ ৩,৮৬৩ কোটি টাকা এবং এরফলে প্রায় ৪৪,৬৮২ জনের কর্মসংস্থান হবে।

WBIIDC বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে ৮টি উদ্যোগপতিকে তাদের বিভিন্ন শিল্প সংস্থা গড়ে তোলার জন্য ২১,২৩৯ একর জমি বরাদ্দ করার ব্যবস্থা করেছে। যেখানে প্রস্তাবিত বিনিয়োগ হবে ৩৭৯.৯৬ কোটি টাকা এবং কর্মসংস্থান হবে ৬৫৪ জনের। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতা ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে উন্নত পরিকাঠামো গড়ে তুলে বিভিন্ন ফার্মাসিউটিক্যাল ও উপযোগী শিল্পসংস্থাগুলিকে তাদের কর্মসম্পাদনের জন্য ৩৩ একর জমি বরাদ্দ করতে চলেছে। এছাড়াও দক্ষিণ ২৪ পরগনার সেক্টর—৫-এর ফলতা ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে অন্যান্য শিল্পসংস্থাকে ১০০ একর জমি বরাদ্দ করা হবে।

মিলন মেলার জমিতে 'প্রদর্শনী কেন্দ্র' নির্মাণের কাজ চলছে। এখনও পর্যন্ত ৮০ শতাংশ কাজ শেষ হয়েছে এবং আশা করা যায়, ২০২২-এর মার্চ মাসের মধ্যেই নির্মাণকাজ শেষ হয়ে যাবে।

প্রস্তাবিত তাজপুর বন্দরের RFQ-cum-RFP বিজ্ঞপ্তি ২০২১-এর অক্টোবর মাসে প্রকাশিত হয়েছে। অচিরাচরিত শক্তি বিভাগকে তাদের সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য গোয়ালতোড়ে ৯৫০ একর জমি দেওয়ার জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে। এর পরিবর্তে তাজপুর বন্দর প্রকল্পের জন্য পূর্ব মেদিনীপুরের দাদনপাত্রবারে ১,০০০ একরেরও বেশি জমি পাওয়া যাচ্ছে।

ব্যাবসা সংক্রান্ত কাজকর্মের সুবিধার জন্য 'শিল্পসাথী' প্রকল্পের অধীনে একজানালা জরুরি পরিষেবা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পরিষেবার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে 'শিল্পসাথী' প্রকল্প ২০২১ সালে SKOCH পুরস্কার লাভ করেছে।

পশ্চিম বর্ধমান জেলার গৌরান্ডি ABC কয়লাখনির — যার মূলধনি ব্যয় ১,০১১ কোটি টাকা; তার জন্য 'মাইন ডেভেলপার অ্যান্ড অপারেটর' (MDO) নিযুক্ত করা হয়েছে। এই কয়লাখনি থেকে ওয়েস্ট বেঙ্গল মিনারেল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ট্রেডিং কর্পোরেশন লিমিটেড (WBMDTCL)-এর মাধ্যমে প্রতিবছরে ২.৫০ মিলিয়ন টন কয়লা উত্তোলনের সম্ভাবনা আছে। WBMDTCL-এর অধীনে বীরভূম জেলার জেটিয়া—হাতগাছা ব্ল্যাক স্টোন মাইনে খনি উত্তোলনের কাজ শুরু হয়েছে।

রাজ্য সরকারের নির্ধারিত এজেন্সি হিসাবে WBMDTCL 'স্যান্ড মাইনিং পলিসি-২০২১' সফলভাবে রূপায়ণ করেছে। যেখানে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে, স্থায়ী পরিবেশবান্ধব ও সামাজিক দায়িত্ব মেনে বালি খননকার্য চালানো হয়েছে। ২০২২-এর ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত WBMDTCL পোর্টালে ১২,৫৫,৮০৫টিরও বেশি চালান ইস্যু করা হয়েছে।

২০২১ সালের ৭ সেপ্টেম্বর তারিখে ইথানল উৎপাদন ও প্রসার নীতির বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে এবং তৎসংলগ্ন নির্দেশিকা ২০২১-এর ১৮ অক্টোবরে ইস্যু করা হয়েছে। এই নির্দেশিকা অনুযায়ী শিল্পসংস্থা বিভাগের মাধ্যমে আবেদনপত্রগুলি অন্‌লাইনে জমা চালু হয়ে গেছে। রাজ্য সরকারের সঠিক সময়ে হস্তক্ষেপের ফলে বাংলার সংস্থাগুলি অয়েল মার্কেটিং কোম্পানিগুলির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে। আশা করা যায়, আগামী ১৮ মাসের মধ্যে রাজ্যে ইথানল উৎপাদনে প্রায় ১,৭০০ কোটি টাকার বিনিয়োগ আসবে।

WBIDC বাংলার সাইকেল তৈরির সংস্থাগুলিকে সাইকেল উৎপাদনে উৎসাহ দেওয়ার জন্য ২০২১-এর অক্টোবর মাসে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল। ইতিমধ্যে ৪টি বৃহৎ সাইকেল কোম্পানি তাদের উৎসাহ দেখিয়েছে। বাংলায় সাইকেল শিল্পের উন্নতিকল্পে বিশেষভাবে নজর দেওয়া হয়েছে।

কলকাতা শহরে গ্যাস সরবরাহ করার জন্য গেইল (GAIL) এবং গ্রেটার ক্যালকাটা গ্যাস সাপ্লাই কর্পোরেশন লিমিটেড-এর সহযোগে বেঙ্গল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড গঠন করা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত ৪টি CNG স্টেশন তৈরি হয়েছে, যার ৩টি নিউটাউন অঞ্চলে এবং ১টি গড়িয়ায়। এখানে ৩ কিমি ব্যাপী পাইপলাইন বসানোর কাজ শেষ হয়েছে। গেইল (GAIL)-এর মাধ্যমে গুয়াহাটি—বারাউনি পাইপলাইন বসানোর কাজ মসৃণভাবে চলছে।

৩.৪৬ সরকারি উদ্যোগ সংস্থা ও শিল্প পুনর্গঠন

PE & IR বিভাগ রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির পুনর্গঠনের উপর জোর দিয়েছে। রুগ্ন

রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির পুনরুজ্জীবনের জন্য এই বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

সরস্বতী প্রেস লিমিটেড (SPL) একটি ISO 9001 : 2015 প্রাপ্ত কোম্পানি যা সমগ্র পূর্বভারতে সিকিউরিটি অ্যান্ড কনফিডেন্সিয়াল প্রিন্টিং-এর একটি অগ্রণী সংস্থা। এছাড়াও, এখানে স্কুলপাঠ্য বই ছাপানো হয়। ইন্ডিয়ান ব্যাংক অ্যাসোসিয়েশন তাদের সিকিউরিটি প্রিন্টিং ছাপানোর জন্য এই কোম্পানিকে মনোনীত করেছে। বর্তমানে সংস্থাটি ৫টি জায়গা থেকে কর্ম পরিচালনা করছে। এর সহযোগী কোম্পানি ওয়েস্ট বেঙ্গল টেক্সটবুক কর্পোরেশন লিমিটেড (WBTBCL) প্রতিবছর ৬টি ভাষায় ৪০০ শিরোনামে প্রায় ১০.৫ কোটি পাঠ্যপুস্তক ও ৪ কোটি খাতা তৈরি করে। সারা রাজ্যের ২,০০০-এর উপর কেন্দ্রে এই খাতা ও বই সরবরাহ করা হয়।

এই বিভাগ রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ (WBPCB)-এর সুপারিশ অনুযায়ী রুগ্ন তথা দুর্বল রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা DCL-এর পুনরুজ্জীবনের জন্য উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিয়েছে।

পরিষেবা

৩.৪৭ পর্যটন

পশ্চিমবঙ্গ প্রকৃত অর্থেই প্রকৃতির দানেই সমৃদ্ধ; যথা— উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর বিধৌত সুন্দরবন এবং পশ্চিমের পার্বত্য তরাইয়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক প্রাচুর্যে ঋদ্ধ একটি ভূখণ্ড।

এই বিশেষ সমৃদ্ধিকে পর্যটনের উপযোগী করে তুলতে রাজ্য সরকার যথাযথ গুরুত্ব দিয়েছে। ২০২১-এর ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে 'দি ওয়েস্ট বেঙ্গল ইনসেন্টিভ স্কিম-২০২১' নাম দিয়ে একটি পরিমার্জিত উৎসাহব্যঞ্জক প্রকল্প চালু করেছে। এর মাধ্যমে পর্যটন ক্ষেত্রের সব ধরনের বাধাবিঘ্ন দূর করতে প্রয়োজনের ভিত্তিতে বিধি সংশোধনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এমনকি পর্যটন ব্যাবসার সঙ্গে যুক্ত সংস্থাগুলির পরামর্শও সাদরে গ্রহণ করা হচ্ছে।

রাজ্য সরকার 'পশ্চিমবঙ্গ হোম স্টে পলিসি-২০১৭' চালু করেছিল। ২০১৯ সালে

এই পরিষেবাকে জেলা প্রশাসনের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করতে প্রয়োজনীয় বিধি সংশোধনের ব্যবস্থা করা হয়। সরকার বিভিন্ন হোম স্টে-র মালিককে উৎসাহ দিতে তিনটি সম কিস্তিতে ১.৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত উৎসাহভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। শুরুর সময় থেকে নিয়ে এ পর্যন্ত (৩১.১২.২০২১) মোট ৫৮৮টি হোম স্টে সংস্থাকে নথিবদ্ধ করা হয়েছে এবং পর্যটন দপ্তর থেকে এদেরকে উৎসাহভাতা বাবদ ৪.৭০ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে। কোভিড-পরবর্তী সময়ে এই হোম স্টে পরিষেবা লক্ষণীয়ভাবে সাড়া ফেলেছে।

এই রাজ্যে অভিযানমূলক ভ্রমণকে আরও উৎসাহ দিতে 'ট্রেইলস্ অব্ ডিসকভারি' নামে উত্তরবঙ্গের ট্রেক অভিযানের পথনির্দেশ সম্বলিত একটি গাইডবুক প্রকাশ করা হয়েছে। এই বইয়ে দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়ি জেলার ৮৮টি ট্রেক রুটকে চিহ্নিত করে নির্দেশিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই গাইড বইটিতে ভ্রমণনির্ভর বিভিন্ন তথ্য, মানচিত্র, স্থানের দূরত্ব, পার্বত্য সানুদেশের বৈশিষ্ট্য, সেখানকার উচ্চতাজনিত কষ্ট ইত্যাদির নিপুণ পরামর্শ দেওয়া আছে।

পর্যটন বিভাগ পুরুলিয়া ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল (PTDC) গঠন করেছে যার মাধ্যমে রাজ্যের পুরুলিয়া জেলার পর্যটন পরিকাঠামো এবং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নিয়ে এই জেলার ভ্রমণস্থানগুলোকে আকর্ষণীয় করে তুলছে।

পর্যটন সংস্থা এবং আতিথেয়তা শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলিকে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার জন্য 'পর্যটন সহায়তা প্রকল্প' একটি অগ্রণী প্রকল্প। এই প্রকল্পের মাধ্যমে পর্যটন সংস্থাগুলিকে ব্যাংক থেকে ব্যাবসায়িক মূলধন জোগান দেওয়া হয়। যেখানে প্রথম বছরে সুদের উপর ৫০ শতাংশ ছাড় দেওয়া হয়, যার সর্বাধিক পরিমাণ মোট ঋণের ৪ শতাংশের বেশি হবে না।

রাজ্য সরকার পর্যটন শিল্পে যুক্ত স্টেক হোল্ডারদের স্বীকৃতি দিতে ভলান্টারি রিকগনিশন অব্ ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেল অপারেটর্স নামে একটি নিয়মবিধি চালু করে। এখন সেই বিধি আরও কিছুটা সংশোধন করে বিভিন্ন স্টেক হোল্ডারদের কাজের ধরন অনুসারে আলাদা-আলাদা নিয়মবিধি চালু করেছে। যেমন— ট্যুর অপারেটর, ডোমেস্টিক ট্যুর

অপারেটর, MICE ট্যুর অপারেটর, ক্রুজ ট্যুর অপারেটর, অ্যাডভেঞ্চার ট্যুর অপারেটর, ট্রাভেল এজেন্ট এবং ট্যুরিস্ট ট্রান্সপোর্ট অপারেটর ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরের পর্যটন সহায়ক বিধিব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। এই বিধি নবীকরণ করার পদ্ধতি সহজতর করা হয়েছে এবং মেয়াদ ৫ বছর পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। এরফলে পর্যটন ব্যবসায়ী এবং পর্যটক উভয়েরই আস্থা বৃদ্ধি পেয়েছে। পর্যটন শিল্পকে আরও আকর্ষণীয় ও মনোরম করে তুলতে দপ্তর 'ট্যুরিস্ট গাইড সার্টিফিকেশন' প্রকল্প হাতে নিয়েছে। ভ্রমণ গাইডদের প্রশিক্ষণ ও শংসাপত্র দেওয়ার মাধ্যমে নতুন ও প্রবীণ অভিজ্ঞ ট্যুরিস্ট গাইডদের পর্যটন শিল্পে নিয়োগ করা হচ্ছে। এর ফলস্বরূপ রাজ্যের পর্যটনশিল্প সহায়ক ট্যুরিস্ট গাইডের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং নতুন জীবিকারও সংস্থান হয়েছে।

পর্যটন বিভাগ বাংলার সমৃদ্ধ লোকসংস্কৃতিকে পর্যটকদের সামনে জনপ্রিয় করে প্রচার করার স্বার্থে ২০২০ সাল থেকে বিভিন্ন লোকপ্রসার শিল্পীদের যৌথ উদ্যোগে এবং তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রচেষ্টায় রাজ্যের ১৪টি পর্যটনস্থলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে আসছে। পরবর্তী পদক্ষেপ অনুযায়ী এই কর্মসূচি বাকি পর্যটনস্থলেও প্রসারিত করার কাজ চলছে। এই বিভাগ তাদের পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে ইতিমধ্যেই শিল্প প্রদর্শনীর স্থান নির্ধারণ করেছে। একইসঙ্গে পর্যটনস্থলের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের গ্রামীণ হস্তশিল্প এবং স্থানীয় কারুশিল্প ও কলাকৃষ্টিকে পর্যটকদের সামনে প্রচার ও প্রসার করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এই ব্যবস্থা পশ্চিমবঙ্গের পর্যটনকে তার অতিথিদের কাছে এক অনন্য সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা তুলে ধরতে সাহায্য করছে।

এবারই প্রথম ২০২১-এর ৫ থেকে ৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত দার্জিলিং ও কালিম্পং জেলায় এবং জলপাইগুড়ির গাজলডোবায় ৩দিনের 'বেঙ্গল হিমালয়ান কার্নিভাল' অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কোভিড অতিমারীর পরে রাজ্য পর্যটন শিল্পের প্রসারের জন্য এই কার্নিভালের আয়োজন করা হয়েছিল। পর্যটন বিভাগ এবং হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট

নেটওয়ার্ক-এর যৌথ উদ্যোগে বিভিন্ন লোকশিল্প, হস্তশিল্প, স্থানীয় সুস্বাদু রন্ধনশৈলী ইত্যাদি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়।

পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন উন্নয়ন সংস্থা (WBTDCL)-র অধীনে পর্যটন শিল্পের প্রভূত পরিকাঠামোগত উন্নতির নানা কাজ শেষের পথে। তাছাড়া বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্রে অবস্থিত আবাস কক্ষগুলির মানোন্নয়ন করা হয়েছে।

Ease of Doing Business (EoDB)-এর লক্ষ্যে অনলাইন পরিষেবার মাধ্যমে হোটেল শিল্পগুলিকে উৎসাহ ভাতা প্রদান করা, ট্যুর অপারেটরগুলিকে স্বীকৃতিপ্রদান এবং তা নবীকরণের মতো নানা সুবিধা দেওয়া হচ্ছে 'West Bengal Incentive Scheme-2015-এর মাধ্যমে।

আহরণ, রাজ্যের প্রথম হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট, এখন বর্তমানে তৃতীয় শিক্ষাবর্ষে পদার্পণ করলো। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে ভারত সরকারের পর্যটন মন্ত্রকের ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর হোটেল ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ক্যাটারিং টেকনোলজি (NCHMCT)-র অধীনে ৬০টি থেকে ১৮০টি আসন সংখ্যা বৃদ্ধির অনুমতি পেয়েছে।

রাজ্যের স্বনির্ভর গোষ্ঠী, লোকশিল্পী ও বিভিন্ন কলাকুশলীদের জীবিকানির্ভর আর্থিক উন্নয়নের প্রতি দৃষ্টি রেখে কোভিড অতিমারীতে ক্ষতিগ্রস্ত বিভিন্ন কলাকুশলীদের বিভিন্ন মেলা এবং উৎসব অনুষ্ঠানে তাদের অংশগ্রহণের কথা বিবেচনা করে রাজ্য সরকার 'বাংলা মোদের গর্ব' নামে একটি স্বাস্থ্যবিধি ও কোভিড সুরক্ষা সচেতনতা কর্মসূচির আয়োজন করেছে।

বিভাগীয় উদ্যোগে ২০২১-এর ২০ থেকে ৩০ ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত কলকাতার পার্ক স্ট্রিট অঞ্চলে 'কলকাতা ক্রিসমাস ফেস্টিভ্যাল-২০২১'-এর ১১তম আয়োজন সফল হয়েছে। এই অঞ্চলের অ্যালেন পার্ক, মাদার টেরেসা সরণি (পার্ক স্ট্রিট)-র উপর বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল।

কোভিড অতিমারীর সময়েও পর্যটনে ব্যতিক্রমী কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ 'পর্যটন ও সংস্কৃতি' বিভাগে রাজ্য ২০২১ সালের স্কচ গোল্ড অ্যাওয়ার্ড (SKOCH GOLD AWARD) পুরস্কার অর্জন করেছে।

এছাড়াও পর্যটন বিভাগ রাজ্যব্যাপী বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন প্রকল্প শুরু করতে চলেছে। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— উত্তর ২৪ পরগনার কচুয়া ও চাকলার লোকনাথ আশ্রমে সার্কিট ট্যুরিজম নির্মাণ, হুগলির আঁটপুরে রামকৃষ্ণ মঠের উন্নয়ন প্রকল্প, জলপাইগুড়ির গাজলডোবায় 'ভোরের আলো' পর্যটন ক্ষেত্রে ১৫টি উডেন কটেজ এবং তার লাগোয়া রেস্তোরাঁ, ডর্মিটরি, দর্শকমঞ্চ নির্মাণ প্রকল্প, তাছাড়া— প্রিফেব্রিকেটেড কটেজগুলি নির্মাণ করা, দক্ষিণ ২৪ পরগনার পীরতলা মাজার চত্বরের পুনর্গঠন ও সৌন্দর্যায়ন, কলকাতার মহামিলন মঠের অনন্তসারি ওঙ্কারনাথ দেব স্মৃতিসৌধের প্রবেশ পথের পুনর্নির্মাণ ইত্যাদি। এছাড়াও (WBTDCL)-এর উদ্যোগে দিঘলী-২, ঝাড়গ্রাম, মৈনাক, মূর্তি, গঙ্গাসাগর, নটরাজ, চন্দননগর এবং রঙ্গবিতান-২ পর্যটনকেন্দ্রের বিভিন্ন পরিকাঠামো নির্মাণের কাজও হাতে নেওয়া হয়েছে।

৩.৪৮ তথ্যপ্রযুক্তি ও বৈদ্যুতিন

IT সংস্থাগুলির ক্রমবর্ধমান চাহিদাপূরণ, সাইবার সুরক্ষা ইত্যাদির জন্য এই বিভাগ ধারাবাহিকভাবে নিরন্তর কাজ করে চলেছে।

বাংলাকে দেশের মধ্যে সবচাইতে পছন্দসই ডাটাসেন্টার শিল্পের গন্তব্য হিসাবে গড়ে তুলতে ২০২১ সালে 'West Bengal Data Centre Policy' গ্রহণ করা হয়েছে। রাজারহাটের নিউটাউনে ওয়েবেল টাওয়ার নির্মাণ এবং কল্যাণীতে ফেজ-২ আইটি পার্ক নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে। আসানসোল, বরজোড়া, পুরুলিয়া ও শিলিগুড়ি ফেজ-২ আইটি পার্কে সাইবার সুরক্ষাজনিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ডাটা সেন্টার (WBSDC)-কে গুণগতভাবে উন্নতি করে আইটি পরিকাঠামো পরিষেবা

এবং কর্মপদ্ধতির বিশদ উন্নতি করা হয়েছে। নতুন ক্লাউড কম্পিউটিং পরিকাঠামোর অধীনে ২৬৪ CPU cores., ৬ টিবি মেমোরি এবং ৫০ টিবি SAN স্টোরেজ ব্যবস্থা করা হয়েছে। WBSDC-র মাধ্যমে UDMA বিভাগের জন্য একক উইন্ডো পোর্টাল ব্যবস্থায়, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, দুয়ারে সরকার, অন্‌লাইন রেশনকার্ড, শ্রমিক সুরক্ষা যোজনা ইত্যাদি সামাজিক প্রকল্পের আবেদনপত্রগুলি সফলভাবে রূপায়ণ করা হয়েছে। রাজ্য সরকারের 'ক্লাউড ফার্স্ট' লক্ষ্য অনুযায়ী WBSDC সরকারের বিভিন্ন বিভাগ ও বিভাগীয় অফিসগুলিতে প্রচুর সংখ্যক ওয়েব হোস্টিং অনুরোধের নিষ্পত্তি করা হয়েছে। ওয়েব হোস্টিং করার এই বিরাট চাহিদা এবং বিপুল তথ্য ভাণ্ডারের গোপনীয়তা ও সুরক্ষার জন্য WBSDC-এর পরিধি বাড়ানো হয়েছে। এছাড়াও পুরুলিয়া জেলায় ওয়েবেল আইটি পার্কে বিপর্যয় মোকাবিলা কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে। WBSDC-র হোস্টিং সামর্থ্য প্রথম পর্যায়ে ২.৫ গুণ বৃদ্ধি করা এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে ৫ গুণ বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ফেজ-১-এ DR সাইটে ১০০ শতাংশ তথ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং ফেজ-২-এ সকল গুরুত্বপূর্ণ আবেদনগুলির রূপায়ণ করা সম্ভব হবে।

সাইবার সুরক্ষিত বাংলা গড়ে তোলার জন্য Cyber Security Centre of Excellance (CS-CoE)-এর অধীনে 'সাইবার অ্যাসিউরেন্স প্রোগ্রাম' গড়ে তোলা হয়েছে। এই ব্যবস্থায় সারা রাজ্যজুড়ে জনগণকে সচেতন করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে এবং দক্ষতা বৃদ্ধি করে সাইবার সুরক্ষায় জোর দেওয়া হয়েছে। সাইবার সুরক্ষা সচেতনতা প্রশিক্ষণের দ্বারা ৬,৫০০ জন শিক্ষককে CS-CoE 'সাইবার শিক্ষক'-এর মাধ্যমে বিশেষ প্রশিক্ষণ দিয়েছে। মোট ২,০০০ জন সরকারি আধিকারিককে 'অন দি জব ট্রেনিং' (OJT)-এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও ১,৫০০ জন পুলিশ আধিকারিককে ফার্স্ট রেসপন্ডার ট্রেনিং (FRT), সাইবার সিকিউরিটি ওরিয়েন্টেশন ট্রেনিং (CSOT), ট্রেনিং অন সিকিউরেড কোডিং প্র্যাকটিস ফ্রেমওয়ার্ক এবং CDR/IPDR ফরেন্সিক টুলস্-এর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। CS-CoE তাদের উদ্ভাবনী ও বিভিন্ন কার্যকারিতার জন্য নানা জায়গা থেকে বিশেষ সম্মান, স্বীকৃতি ও পুরস্কার লাভ করেছে।

একমাস ব্যাপী 'সিকিওর বেঙ্গল ২০২১' কর্মসূচিতে রাজ্যজুড়ে অনলাইন প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে, যেখানে সারারাজ্যে প্রায় ১৭,০০০ কলেজ ছাত্র অংশগ্রহণ করেছে। CS-CoE-এর সহযোগিতায় মৌলানা আবুল কালাম আজাদ প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে সাইবার সুরক্ষাজনিত পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এই বিভাগ তাদের 'সোসাইটি ফর ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ টেকনোলজি রিসার্চ (SNLTR)-এর মাধ্যমে 'কর্মভূমি' নামক পোর্টালের উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ করে চলেছে এবং রাজ্যস্তরে দেয় Computer Society of India (CSI)-র ই-গভর্নেন্স পুরস্কার লাভ করেছে। রাজ্য সরকারের 'কর্মভূমি' নামক স্কিম IT/ITeS-গুলিতে চাকরিপ্রার্থী ও নিয়োগকারীদের মধ্যে সেতুবন্ধনের কাজ করছে। ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত মোট ৫০,০০০ জন আবেদনকারী এই পোর্টালে নথিভুক্ত হয়েছেন।

৩.৪৯ উপভোক্তা বিষয়ক

উপভোক্তাগণকে তাদের অধিকার ও সুরক্ষা দেওয়ার লক্ষ্যে উপভোক্তা বিষয়ক বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। চলতি আর্থিক বছরে এই বিভাগ তাদের ৩০টি আঞ্চলিক অফিসে ৮,৫৪৩ বার ক্রেতা সচেতনতা প্রসার কর্মসূচি পালন করেছে। শিবির, সেমিনার, পথনাটক, কথা বলা পুতুল শো, ম্যাজিক শো, জেলাভিত্তিক বইমেলা, রাসমেলা, বিশ্ববাণিজ্য মেলা, LED ট্যাবলো ইত্যাদির মাধ্যমে এই বিভাগ উপভোক্তা সচেতনতা প্রসার কর্মসূচি পালন করেছে।

WBRTPS অ্যাক্ট, ২০১৩-এর সম্বন্ধে সচেতনতা বিভাগীয় হেড কোয়ার্টারে, ৩০টি আঞ্চলিক অফিসসহ আরও ৬টি অফিসে ও ৬টি সাব-ডিভিশনে এবং কনজুমার হেল্পলাইনের মাধ্যমে প্রসার এবং ২৪ ডিসেম্বর, ২০২১ তারিখে জাতীয় উপভোক্তা দিবস পালন করে উপভোক্তাদের উপদেশ দান তথা সচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়াস চালানো হয়েছে।

চলতি আর্থিক বছরে বিভাগের গ্রিভান্স রিড্রেসাল সেল এবং ৩০টি আঞ্চলিক অফিসে ৬, ৭১৮টি অভিযোগ জমা পড়েছিল। তারমধ্যে ২,০৬৯টি ক্ষেত্রে উপভোক্তারা উপকৃত হয়েছেন।

Ease of Doing Business-এর মাধ্যমে সম্পূর্ণভাবে অনলাইনে ই-পরিমাপ ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। এই ব্যবস্থায় ফেজ-১-এ নির্মাণকারী, সারাইকর্মী, ওজন তথা পরিমাপের ডিলার এবং প্যাকেটজাতকরণের ডিলারদের লাইসেন্স ও নথিভুক্তিকরণের কাজ হচ্ছে। ২৫.১১.২০২১ তারিখ থেকে ফেজ-২ চালু হয়েছে। Android Based Tablet Computer-এর মাধ্যমে অকুস্থলেই মাপ তথা পরিমাপের যাচাই করে ভেরিফিকেশন শংসাপত্র দেওয়া হচ্ছে এবং আটক জিনিসের তালিকা সম্বলিত সিজার মেমো দেওয়া হচ্ছে। চলতি আর্থিক বছরে ৩,৯২,১৭৫ জন ব্যবসায়ী এই পরিষেবা পেয়েছেন।

বর্তমানে ৫টি বেঞ্চে ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কনজুমার ডিসপিউট রিড্রেসাল কমিশন কাজ করছে। এরমধ্যে ৩টি কলকাতায়, বাকি ২টি সার্কিট বেঞ্চে শিলিগুড়িতে ১টি ও আসানসোলে ১টি। রাজ্যের ২৬টি জেলা কমিশন এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কনজুমার ডিসপিউট রিড্রেসাল কমিশনের ৫টি বেঞ্চে পুরোমাত্রায় CONFONET স্কিমের কাজ চলছে। WBSCDRC এবং সব জেলা কমিশন প্রতি বছরেই নিয়মিতভাবে 'লোক আদালত' ব্যবস্থার আয়োজন করছে। এবছর ১১.১২.২০২১ তারিখে লোক আদালত বসানো হয়েছিল। চলতি আর্থিক বছরে ২০২১-এর ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত রাজ্যের সকল কনজুমার কমিশনে মোট ৪,৫৬৩টি অভিযোগ জমা পড়েছিল, যারমধ্যে ২,৩৮২টি ক্ষেত্রে সুরাহা হয়েছে। শুরু থেকে এখনও পর্যন্ত কমিশন মোট ১,৮৯,৯৪৫টি অভিযোগের মধ্যে ১,৬৭,২৮৪টি অভিযোগের নিষ্পত্তি করেছে। ২০২১-এর ২৪ ডিসেম্বর জাতীয় ক্রেতা দিবসে ই-দাখিল পোর্টাল চালু করা হয়েছে, যেখানে উপভোক্তারা অনলাইনে তাদের অভিযোগ জানাতে পারবেন।

এই বিভাগের তত্ত্বাবধানে রাজারহাট, পশ্চিম মেদিনীপুর ও উত্তর দিনাজপুরে ক্রেতাসুরক্ষা ভবন তৈরির কাজ শেষ হয়েছে। এছাড়াও, মুর্শিদাবাদ ও বাঁকুড়াতেও ভবন তৈরির কাজ শেষ হতে চলেছে।

৪

সামাজিক প্রকল্প :

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এবার আমি আগামী আর্থিক বছরের কয়েকটি প্রস্তাব পেশ করছি—

বিধবা পেনশনে অতিরিক্ত বরাদ্দ

মাননীয় সদস্যগণ, আমরা দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির জন্য গর্ববোধ করতে পারি। আমরা ভর্তুকি মূল্যে ও বিনামূল্যে রেশন এবং স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের মাধ্যমে ১০ কোটি মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষা দেওয়া ছাড়াও বর্তমানে ৭০ লক্ষেরও বেশি মানুষের জন্য সামাজিক পেনশনের ব্যবস্থা করেছি, যার জন্য আমাদের ব্যয় হচ্ছে বার্ষিক প্রায় ৯,০০০ কোটি টাকা। এখনও পর্যন্ত ২৫-৬০ বছর বয়সী ১.৫৩ কোটি মহিলা 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' প্রকল্পে নিশ্চিত আয়ের আওতায় এসেছেন। এবাবদ বার্ষিক প্রায় ১০,০০০ কোটি টাকা ব্যয় করা হচ্ছে।

মাননীয় সদস্যগণ, আপনারা অবগত আছেন যে, বার্ধক্য পেনশন ও প্রতিবন্ধী পেনশন ছাড়াও আমরা বর্তমানে বিধবা পেনশন চালু করেছি। যেখানে ১৩ লক্ষেরও বেশি বিধবা মহিলা এই পেনশন পাচ্ছেন এবং এরজন্য বার্ষিক ব্যয় হচ্ছে ১,৫৬০ কোটি টাকা।

'দুয়ারে সরকার' কর্মসূচির মাধ্যমে আরও ৮ লক্ষ বিধবা মহিলা পেনশনের জন্য আবেদন করেছেন। আমরা আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, পেনশনের জন্য আবেদনকারী এই ৮ লক্ষ বিধবা মহিলাকেই ২০২২-এর ১ এপ্রিল থেকে পেনশন দেওয়া হবে। যার ফলে মোট ২১ লক্ষ বিধবা মহিলাই পেনশন পাবেন। আমি বর্তমান বাজেটে এরজন্য ৯৬০ কোটি টাকা বরাদ্দ করছি।

কর মকুবের প্রস্তাব :

(১) চা-শিল্পে বিশেষত চা-বাগানগুলিকে কেন্দ্র করে লক্ষাধিক মানুষের জীবিকা নির্বাহ হয়। চা-শিল্পকে বাঁচানোর জন্য আমি ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে 'ওয়েস্ট বেঙ্গল রুরাল এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড প্রোডাকশন অ্যাক্ট, ১৯৭৬'-এর অধীনে 'গ্রামীণ কর্মসংস্থান সেস' (RE) এবং 'ওয়েস্ট বেঙ্গল প্রাইমারি এডুকেশন অ্যাক্ট, ১৯৭৩'- এর অধীনে 'শিক্ষা সেস' মকুব করার প্রস্তাব করছি। চা বাগান, বিশেষত ক্ষুদ্র চা-বাগানগুলিকে সুবিধা দিতে আমি ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে 'কৃষি আয়কর' (Agricultural Income Tax) মকুব করার প্রস্তাব রাখছি।

(২) মাননীয় সদস্যগণ, ব্যাটারি চালিত ব্যক্তিগত দু-চাকা ও চার-চাকা বিশিষ্ট বৈদ্যুতিক যান ক্রয় ও পরিবহণে বেসরকারি ক্ষেত্রকে বিনিয়োগে উৎসাহ দিতে আমি এইসকল যানবাহনের উপরে ২০২২-২৩ অর্থবর্ষ থেকে ২ বছরের জন্য রেজিস্ট্রেশন ফি ও রোড ট্যাক্স মকুব করার প্রস্তাব রাখছি।

(৩) মাননীয় সদস্যগণ, কার্বন ফুটপ্রিন্ট এবং পেট্রোল ও ডিজেলের উপর নির্ভরতা হ্রাস করার উদ্দেশ্যে সকল প্রকার সিএনজি যানবাহনের উপর ২০২২-২৩ অর্থবর্ষ থেকে ২ বছরের জন্য রেজিস্ট্রেশন ফি ও রোড ট্যাক্স মকুব করার প্রস্তাব রাখছি।

(৪) মাননীয় সদস্যগণ, আপনারা অবহিত আছেন যে, বাড়িঘর ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রেতাদের সাহায্য করার জন্য আমাদের সরকার ২০২১-২২ অর্থবর্ষে স্ট্যাম্প ডিউটিতে ২ শতাংশ, এবং জমি ও সম্পত্তির সার্কেল রেটে ১০ শতাংশ ছাড় দিয়েছে। এই ছাড় ২০২২-এর ৩১ মার্চ পর্যন্ত চালু আছে। কোভিড অতিমারীর জন্য ক্রেতারা খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। তাঁদের স্বার্থ চিন্তা করে আমি স্ট্যাম্প ডিউটিতে ২ শতাংশ এবং জমি ও সম্পত্তির সার্কেল রেটে ১০ শতাংশ ছাড় ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২২ অবধি চালু রাখার প্রস্তাব করছি।

৫

উপসংহার

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,

স্যার,

আমরা মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে বিপুলসংখ্যক জনমুখী প্রকল্পের সার্থক রূপায়ণে সক্ষম হয়েছি।

আমি মাননীয় সদস্যগণকে জানাতে চাই যে, জনগণের কাছে সরকারকে পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনা মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে আমরা সার্থকভাবে রূপায়িত করেছি।

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর নির্দেশিত পথে সার্বিকভাবে এ রাজ্য এখন সর্বশ্রেষ্ঠ বিনিয়োগের ঠিকানা হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। এর ফলে, নতুন প্রজন্মের জন্য কর্মসংস্থানের বিপুল সম্ভাবনা যেমন আরও বিস্তৃত হয়েছে, তেমনই রাজ্যের আর্থসামাজিক উন্নয়নেও এটি একটি বিশেষ গতি আনবে। এই মহতী সদনকে জানাই যে আমাদের সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে সার্বিক অর্থনীতির পদ্ধতি অর্থাৎ চাহিদা বৃদ্ধির নীতিকে অবলম্বন করে বিপুল কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। কর্মসংস্থানের গড় নিরিখে দেশের সামগ্রিক কর্মসংস্থানের হার জানুয়ারি থেকে ফেব্রুয়ারি, ২০২২ পর্যন্ত যেখানে ৩৬.৯৫%, সেখানে একইসময়ে পশ্চিমবঙ্গের কর্মসংস্থানের হার ৪৩.০৯% (CMIE তথ্য অনুযায়ী)। আপনারা শুনে খুশি হবেন যে আগামী ৪ বছরে আমরা সরকারি ক্ষেত্রে, বেসরকারি ক্ষেত্রে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ও স্বনিযুক্তির মাধ্যমে ১.২০ কোটি নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারব।

স্যার, আমি মাননীয় সদস্যগণের সামনে আগামী ২০২২-২৩ অর্থবর্ষের জন্য ৩,২১,০৩০ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

স্যার, আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর একটি কবিতা উদ্ধৃত করে, যেখানে তিনি নতুন প্রজন্মকে আহ্বান করেছেন এই বিপুল কর্মযজ্ঞে—

"নতুন প্রজন্ম আলো দাও, আলো দাও
মুক্ত সকাল ফিরিয়ে আনার স্বপ্নে
তোমরা দীক্ষা নাও।"

আর্থিক বিবরণী, ২০২২-২০২৩

পশ্চিমবঙ্গের বার্ষিক আর্থিক বিবরণী, ২০২২-২০২৩

(কোটি টাকার হিসাবে)

		প্রকৃত, ২০২০-২০২১	বাজেট, ২০২১-২০২২	সংশোধিত, ২০২১-২০২২	বাজেট, ২০২২-২০২৩
	আদায়				
১।	প্রারম্ভিক তহবিল	(-)২০.০৮	(-)৩.০০	(-)২০.৩২	(-)৭.০০
২।	রাজস্ব আদায়	১৪৮৩৯৩.৯৬	১৮৬৬৮১.২৬	১৭৬০৩১.০৬	১৯৮০৪৭.০১
৩।	সরকারি ঋণ আদায়	৭৫৪২৯.০৬	১১৫৬৭২.৯২	১০৮০৩৮.৮৩	১১৪৯৫৮.৫২
৪।	সরকার অধীনস্থ সংস্থা ও সরকারি কর্মচারীদের ঋণ শোধ বাবদ	১৫০.১৫	১৩৯.৩২	১৭১.৩২	১৮৫.৪১
৫।	আপন্ন তহবিল ও গণ হিসাব থেকে আদায়	৭১৮৭৭৯.১৭	৭৪০৮৬২.৭৫	৭৬১০৫৩.৬৬	৮২১৯৩৮.৫৮
	মোট	**৯৪২৭৩২.২৬**	**১০৪৩৩৫৩.২৫**	**১০৪৫২৭৪.৫৫**	**১১৩৫১২২.৫২**
	ব্যয়				
৬।	রাজস্বখাতে ব্যয়	১৭৭৯২১.২৮	২১৩৪৩৬.৫২	২০৮৯৯৪.৬৬	২২৬৩২৬.৬৮
৭।	মূলধনখাতে ব্যয়	১৩০৩৩.৭৪	৩২৭৭৪.২০	১৯১৭৫.০৬	৩৩১৪৪.৩৭
৮।	সরকারি ঋণ পরিশোধ	২৬৮৮৯.৩২	৬১০৪২.৬৫	৬১৫১২.৭০	৬০৪০০.৫২
৯।	সরকার অধীনস্থ সংস্থা ও সরকারি কর্মচারীদের ঋণ প্রদান বাবদ	২২৭৬.৭৫	১৪৭৩.৮৩	১২৮৪.৪২	১১৫৮.৩৭
১০।	আপন্ন তহবিলে স্থানান্তর	০.০০	০.০০	১৮০.০০	০.০০
১১।	আপন্ন তহবিল ও গণ হিসাব থেকে ব্যয়	৭২২৬৩১.৪৯	৭৩৪৬৩৩.০৫	৭৫৪১৩৩.৭১	৮১৪০৯৪.৫৮
১২।	সমাপ্তি তহবিল	(-)২০.৩২	(-)৭.০০	(-)৬.০০	(-)২.০০
	মোট	**৯৪২৭৩২.২৬**	**১০৪৩৩৫৩.২৫**	**১০৪৫২৭৪.৫৫**	**১১৩৫১২২.৫২**

(কোটি টাকার হিসাবে)

	প্রকৃত, ২০২০-২০২১	বাজেট, ২০২১-২০২২	সংশোধিত, ২০২১-২০২২	বাজেট, ২০২২-২০২৩
নীট ফল				
উদ্বৃত্ত (+)				
ঘাটতি (–)				
(ক) রাজস্বখাতে	(-)২৯৫২৭.৩২	(-)২৬৭৫৫.২৬	(-)৩২৯৬৩.৬০	(-)২৮২৭৯.৬৭
(খ) রাজস্বখাতের বাইরে	২৯৫২৭.০৮	২৬৭৫১.২৬	৩২৯৭৭.৯২	২৮২৮৪.৬৭
(গ) প্রারম্ভিক তহবিল বাদে নীট	(-)০.২৪	(-)৪.০০	১৪.৩২	৫.০০
(ঘ) প্রারম্ভিক তহবিল সহ নীট	(-)২০.৩২	(-)৭.০০	(-)৬.০০	(-)২.০০
(ঙ) নতুন প্রকল্প বাবদ ব্যয়/ অতিরিক্ত বরাদ্দ				
(১) রাজস্বখাতে	...	...	...	...
(২) রাজস্বখাতের বাইরে	...	...	...	...
(চ) রাজস্ব কর খাতে অতিরিক্ত সম্পদ সংগ্রহ	...	...	...	...
(ছ) রাজস্বখাতে নীট ঘাটতি	(-)২৯৫২৭.৩২	(-)২৬৭৫৫.২৬	(-)৩২৯৬৩.৬০	(-)২৮২৭৯.৬৭
(জ) নীট উদ্বৃত্ত/ঘাটতি	(-)২০.৩২	(-)৭.০০	(-)৬.০০	(-)২.০০